CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-131 ■ 10 February, 2026 ■ আগরতলা ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ২৭ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

# গাঁজা বিরোধী অভিযানে উত্তপ্ত কলমচৌড়া
# জনতার আক্রমণে আহত ৪ জওয়ান, শূন্যে গুলি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।।** সোমবার সকালে সিপাহীজলা জেলার উত্তর কলমচৌড়া এলাকায় গাঁজা বিরোধী অভিযানে গেলে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অভিযানে অংশ নেয় আসাম রাইফেল ও বিএসএফ-এর যৌথ বাহিনী। অভিযোগ, অভিযান চলাকালীন এলাকার গাঁজা চাষিরা ধারালো অস্ত্র ও ইট-পাটকেল নিয়ে যৌথ বাহিনীর জওয়ানদের চারদিক থেকে ঘেরাও করে আক্রমণ চালায়।

ধারালো অস্ত্রের ঝলকানি দেখিয়ে ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপের ফলে চারজন আসাম রাইফেল জওয়ান আহত হন। ঘটনায় পুলিশ কনস্টেবল সুমন মজুমদারের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বাধ্য হয়ে বিএসএফ ও আসাম রাইফেলের জওয়ানরা শূন্যে প্রায় ৪০ রাউন্ডগুলি ছোড়ে। তবে তাতেও উত্তেজিত গাঁজা চাষিরা পিছু হটেনি বলে অভিযোগ।

পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠলে যৌথ বাহিনীর জওয়ানরা সেখান থেকে সরে আসে এবং আহত জওয়ানদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সূত্রের খবর, বর্তমানে গাঁজা চাষিদের শুকনো গাঁজা সংগ্রহের সময় চলছে। অভিযোগ, এই সময়ে শুকনো গাঁজা যাতে পুলিশের হাতে না পড়ে, সেই উদ্দেশ্যেই সংঘবদ্ধভাবে যৌথ বাহিনীর উপর হামলা ☛৬ এর পাতায় দেখুন

## সিধাইয়ে ৩০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।।** সিধাই থানাধীন সিধাই—মোহনপুরের নওয়াগাঁও এলাকায় পুলিশের এক বিশেষ অভিযানে বিপুল পরিমাণ গাঁজা বাগান ধ্বংস করা হয়েছে। শুক্রবার পরিচালিত এই অভিযানে মোট ১১টি পৃথক প্লট থেকে প্রায় ৩০ হাজার গাঁজা গাছ কেটে ফেলা হয়। পরে কাটা ☛৬ এর পাতায় দেখুন

# মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য কিছু পার্টির লোকজন উল্টোপাল্টা বলেন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।।** ভারতীয় জনতা পার্টির লক্ষ্য হচ্ছে সেবার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করা। সেবাই সংগঠন - এই মন্ত্র নিয়ে মানুষের জন্য কাজ করে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার। আগামীতে এডিসিতে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় এলে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হবে। তাই এডিসি নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করতে হবে। কারণ একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি জনজাতিদের উন্নয়ন করতে পারে। আজ গোমতী জেলার মহারানীতে ভারতীয় জনতা পার্টির মাতাবাড়ি মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করেন যে আপনারা শান্তি চান, কি চান না? জবাবে উপস্থিত জনতা একযোগে সমস্বরে শান্তি চায় বলে উঠেন। আর এই শান্তির জন্য কাকে চান? তখনও জনতার উত্তর - বিজেপি অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টি। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামেও সভা থেকে জনতার আওয়াজ উঠে আসে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি শুধু ভারতবর্ষে না, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একটি সর্ববৃহৎ পার্টি। আর এই পার্টির সদস্য সদস্যা হওয়া মানে নিজেদের গর্বিত করা। এই পার্টির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সেবাই সংগঠন। আমরা সেবার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করতে চাই। আগে রাষ্ট্রের সেবা, তারপর পার্টি, তারপর ব্যক্তি। যদিও অন্যান্য পার্টির ঠিক উল্টো। তাদের কাছে আগে নিজে, এরপর পার্টি, এরপর রাষ্ট্র।

জন সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২৬ এ এডিসি নির্বাচন হতে যাচ্ছে। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে কমিউনিস্টদের সময়ে এডিসির কি অবস্থা হয়েছিল, আর এখন কি হচ্ছে? সেটা আমাদের সবার জানা। জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য তাদের যে কাজ করার ছিল সেটা তারা করেনি। আমি নিশ্চিত আগামীতে যখন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রশাসন এডিসিতে গঠন হবে তখন কি উন্নয়ন হবে সেটা মানুষ দেখবেন শুধু। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবার বলছেন ভারতীয় জনতা পার্টি মানে উন্নয়ন। উন্নয়ন ছাড়া কোন কথা নেই। ভারতীয় জনতা পার্টি ও আমাদের সরকারের একটাই শ্লোগান - সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সরকারি প্রকল্পের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া। এরআগে কিন্তু ☛৬ এর পাতায় দেখুন

## খুমলুঙে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভার পর
## বিজেপির প্রচারসজ্জা ভাঙচুর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।।** খুমলুঙে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা ও যোগদান কর্মসূচির পর রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, জনসভা শেষ হওয়ার রাতে এডিসি সদর খুমলুঙ সহ বিভিন্ন এলাকায় দলের প্রচারসজ্জা ভাঙচুর করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিপ্রা মথা দলের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলে বিজেপি।

গতকাল এডিসি সদর দপ্তর খুমলুঙে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা, বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, জনজাতি কল্যাণ ☛৬ এর পাতায় দেখুন

## বিশালগড়ে দুই গাড়ির সংঘর্ষে একাধিক যাত্রী আহত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ ফেব্রুয়ারি।।** বিশালগড় বাইপাস সড়কের উত্তর রাউৎখলা এলাকায় দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। দুর্ঘটনায় একাধিক যাত্রী আহত হয়েছেন, যার মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে। সংঘর্ষের তীব্রতায় দুটি গাড়িই দুমড়েমুচড়ে যায়।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। তারা স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে পাঠান। দুর্ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য ওই এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আহতদের চিকিৎসা চলছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

## বাইক ও টমটম সংঘর্ষে শিশু সহ আহত তিন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি।।** কল্যাণপুরে পথ দুর্ঘটনা যেন নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এবার কল্যাণপুর থানাধীন ঘিলাতলি সড়কের হরিমহাজনটিলার রেশন দোকান সংলগ্ন এলাকায় একটি বাইক ও টমটমের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশুসহ তিনজন গুরুতরভাবে আহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা যায়, একটি বাইক কল্যাণপুরের দিকে যাচ্ছিল। অপরদিকে একটি টমটম কল্যাণপুর থেকে ঘিলাতলির উদ্দেশে রওনা দেয়। যাওয়ার পথে আচমকা দুটি যানবাহনের মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের জেরে বিকট শব্দ হয় এবং মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়। ঘটনাস্থলে সাধারণ মানুষের ভিড় জমে যায়।

এই দুর্ঘটনায় আহত হন পলাশ দেববর্মা (৩২), উর্মিলা দেববর্মা (৩০) এবং শিশু খাসরাং দেববর্মা (৬)। অভিযোগ, দুর্ঘটনার পর টমটম চালক ঘটনাস্থল থেকে ☛৬ এর পাতায় দেখুন

## দুর্ঘটনায় শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।।** ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল মাত্র তিন মাস ২০ দিনের এক শিশুর। আজ বাগমা কড়ইমুড়া এলাকায় ওই মর্মান্তিক ঘটনায় আরও দুইজন গুরুতর আহত হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছেন।

জানা গেছে, আজ কিল্লা থানার জলেমা এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয় জমাতিয়া তার ছোট ভাই আমান জমাতিয়া, ভাতিজা রিয়ান জমাতিয়া এবং মেয়ে সানবি জমাতিয়াকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্রামগঞ্জ ডন বস্কো স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথিমধ্যে বাগমা কড়ইমুড়া ☛৬ এর পাতায় দেখুন

# উত্তর পূর্বাঞ্চলের কল্যাণে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ঃ তোখান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ ফেব্রুয়ারি।।** ঐতিহাসিক বাজেট তৈরি হয়েছে কর্তব্য ভবনে। এই বাজেট ১৪০ কোটি দেশবাসীর স্বপ্ন পূরণ করবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার গতিকে আরও তীব্রতর করবে। সোমবার বিকালে বিজেপির বিশালগড় মন্ডল কার্যালয়ে যুব সংবাদ সম্মেলনে কথাগুলো বলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তোখান সাহু।

তিনি আরও বলেন, ভারত যুবাদের দেশ। ২০১৪ সালের পর যুবকদের স্বউদ্যোগী করার কাজ শুরু হয়েছে। আজ যুবকরা চাকরি চায়না। যুবকরা চাকরি দেয়। কোন গ্যারান্টার ছাড়া যুবকদের ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। যুবকদের পাশাপাশি নারীদের স্বনির্ভর করার কাজ হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নারীদের সম্মান দিয়েছে। মহিলাদের সুরক্ষা সম্মানের কথা কেউ চিন্তা করেনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহিলাদের সুরক্ষা সম্মানের জন্য শৌচাগার তৈরি করে দিয়েছেন। আবাসন প্রকল্পের সুবিধা মহিলাদের দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের হাতে রোজগার দেওয়া হয়েছে। গ্রামে গ্রামে লাখপতি দিদি তৈরি হচ্ছে।

তিনি বলেন আমাদের কাছে রাষ্ট্র সর্বোপরি। ভারতবর্ষের গৌরব বাড়িয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। করোনা মহামারি সময়ে ১০০ টি দেশে ভ্যাকসিন পাঠিয়েছে ভারত। আজ সারা পৃথিবী মোদী মোদী করছে। ২৯ টি দেশ প্রধানমন্ত্রী কে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছে। উত্তর পূর্ব ভারতের কল্যাণে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী। উত্তর পূর্ব ভারত আজ অষ্টলক্ষী। প্রতি মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের পাঠানো হচ্ছে উত্তর পূর্ব ভারতে। ত্রিপুরায় ১৫ টি একলব্য আবাসিক বিদ্যালয় হয়েছে। ৭০০ বালিকা ছাত্রাবাস তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সরকার উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছে। ২০১৪ সালের আগে আইআইটি ছিল ১৬ টি। ১১ বছরে হয়েছে ২৩ টি। আইআইএম ☛৬ এর পাতায় দেখুন

# ভয় না পেয়ে সরকারের বিরুদ্ধে সংঘটিত প্রতিবাদ জানাতে হবে ঃ মানিক সরকার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।।** জনগণকে ভয় না পেয়ে সরকারের বিরুদ্ধে সংঘটিত প্রতিবাদ জানাতে হবে। সরকার সহজে জনগণের দাবি মেনে নেবে না। তাই দেশব্যাপী ধর্মঘটে সকলের ঐক্যবদ্ধ যোগদানের আহবান জানালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। ১২ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সর্বাত্মক ধর্মঘটকে সফল করার লক্ষ্যে সোমবার আগরতলা শহরে সিআইটিইউ সহ বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ও গণসংগঠনের পক্ষ থেকে এক বিশাল মিছিল সংগঠিত করা হয়। এই মিছিলে অংশ নেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সিপিআইএমের বরিষ্ঠ নেতা মানিক সরকার। মিছিলটি রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শকুন্তলা রোডে এসে শেষ হয়।

মিছিল শেষে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মানিক সরকার বলেন, যখন যুক্তি ও পরামর্শের সব পথ বন্ধ হয়ে যায়, তখন আন্দোলনই শেষ ভরসা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি বলেন, বর্তমান বিজেপি সরকার সহজে জনগণের দাবির ☛৬ এর পাতায় দেখুন

# ড্রেন নির্মাণের কাজের সময় গাছ ভেঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান ও বাড়ি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।।** রামনগর ১ নম্বর রোডে কভার ড্রেন নির্মাণের কাজ চলাকালীন গাছ ভেঙে পড়ে গুরুতর বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনায় একটি দোকান ও একটি বাড়ির ট্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গোটা আগরতলা শহরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রামনগর এলাকাতেও উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নিয়েছে প্রশাসন। তারই অঙ্গ হিসেবে রামনগর এলাকায় কভার ড্রেন নির্মাণের কাজ চলছিল। তবে অভিযোগ, ড্রেন নির্মাণের সময় ড্রেনের উপর থাকা বড় বড় গাছ কাটার বিষয়ে কোনও আগাম ব্যবস্থা নেয়নি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সংস্থা। ফলে ড্রেন কাটার সময় একটি বিশালাকার গাছ ভেঙে পড়ে এক ব্যক্তির দোকানের উপর। এতে দোকানটি প্রায় সম্পূর্ণ ভেঙে যায়। পাশাপাশি, ওই গাছের একটি অংশ বাড়ির ভেতরে থাকা পানির ট্যাংকের উপর পড়ায় সেটিও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে বারবার ঠিকাদারদের সতর্ক করা হলেও তারা তা উপেক্ষা করে কাজ চালিয়ে যায়। যার ফলস্বরূপ এই দুর্ঘটনা ঘটে। গাছ ভেঙে পড়ার ফলে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যায় এবং এলাকায় বেশ কিছু সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকে। এলাকাবাসীদের দাবি, ভবিষ্যতে রাস্তা বা ড্রেন কাটার আগে সমস্ত দিক বিবেচনা করে ও প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেই কাজ করা উচিত।

ঘটনার খবর পেয়ে মেয়র দীপক মজুমদার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পুরো পরিস্থিতি খতিয়ে ☛৬ এর পাতায় দেখুন

## পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর
# চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন ইআরও ঃ সুপ্রিমকোর্ট

**নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি ।।** পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া ঘিরে ওঠা উদ্বেগ মোকাবিলায় সোমবার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। প্রশাসনিক প্রয়োজন এবং নির্বাচনী স্বচ্ছতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতেই এই নির্দেশ বলে জানিয়েছে আদালত।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি এন. ভি. অঞ্জারিয়া। বেঞ্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নির্দেশ দেয়, চিহ্নিত ৮,৫০৫ জন আধিকারিককে যেন তাঁদের নিজ নিজ জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের (ডিইও) কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়, যাতে তাঁরা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছে, এই আধিকারিকদের কাজ বণ্টনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যেন যথাসম্ভব তাঁদের পছন্দের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়। পাশাপাশি, তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত ও কাজের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে মাইক্রো অবজারভার হিসেবে নিয়োগ করা যায় কি না, সেটিও মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছে। কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগের আগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে আদালত। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করেছে, নিয়োগ সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিকরা (ইআরও), যাঁরাই জেলা নির্বাচন আধিকারিকের ভূমিকাও পালন করেন। একই সঙ্গে ভোটার নথি যাচাইয়ের জন্য অতিরিক্ত ☛৬ এর পাতায় দেখুন

# ব্লগার প্রণব দাসের মৃতদেহ বাড়িতে এল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।।** নাগাল্যান্ডে নিখোঁজ থাকার প্রায় এক মাস পর রাজ্যের তরুণ ব্লগার প্রণব দাসের মৃতদেহ অবশেষে তাঁর বাড়িতে পৌঁছেছে। ওই মর্মান্তিক ঘটনায় শ্রীনগর থানাধীন মলয়নগর নেপালি পাড়ায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

প্রসঙ্গত, প্রণব দাস গত ৪ জানুয়ারি নাগাল্যান্ডের কোহিমা জেলার ডজুকো ভ্যালি ভ্রমণে গিয়েছিলেন। ওই দিন ভিসওয়েমা গ্রামের ডজুকো টিকিট কাউন্টারে তাঁকে শেষবার দেখা যায়। এরপর থেকেই পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দীর্ঘদিন খোঁজ না পাওয়ায় ১৩ জানুয়ারি পরিবারের পক্ষ থেকে নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। এরপর ডজুকো ভ্যালি ও সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। সাউদার্ন আংগামি ইয়ুথ অর্গানাইজেশন, সাউদার্ন ডজুকো গাইড কাউন্সিল-সহ একাধিক যুব সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবক এবং পুলিশ যৌথভাবে উদ্ধার অভিযানে অংশ নেন।

অবশেষে ৬ ফেব্রুয়ারি বিকেল প্রায় ৪টা নাগাদ ডজুকো ভ্যালির হেলিপ্যাড সংলগ্ন নদীর ধারে প্রণব দাসের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তীব্র শীতের কারণে মৃতদেহে পচনের কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি। পরে রাতের মধ্যেই দেহটি ডজুকো বেস ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয় এবং আইনানুগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর আজ প্রণব দাসের মৃতদেহ তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসা হলে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীরা। গোটা এলাকায় নেমে আসে গভীর শোকের আবহ। প্রণবের অকাল প্রয়াণে সামাজিক মাধ্যমেও শোকপ্রকাশ করেছেন বহু মানুষ।

প্রণব দাসের মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পরিবার ও স্থানীয়দের দাবি, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রকৃত সত্য প্রকাশ করা হোক। এই ঘটনায় পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

## অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স চেয়ে জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ ফেব্রুয়ারি।।** উত্তর ত্রিপুরা জেলা জুড়ে ক্রমবর্ধমান সড়ক দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত ও কার্যকর জরুরি পরিষেবা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনের কাছে সুসজ্জিত অ্যাম্বুলেন্সের দাবি জানাল 'রোড সেফটি ইনিশিয়েটিভ'। ৯ই ফেব্রুয়ারি সোমবার সংগঠনের পক্ষ থেকে উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক চান্দনী চন্দন -এর নিকট এক ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়।

ডেপুটেশনে আবেদন করা হয়েছে, ধর্মনগর ও সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় প্রায়শই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। কিন্তু বিশেষায়িত ও আধুনিক অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে আহতদের দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে, যার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয় মৃত্যুর ☛৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 10-02-2026, 00:49

জাগরণ আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ইং
২৭ মাঘ, মঙ্গলবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

# ডিজিটাল অ্যারেস্টে’ কড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি ”ডিজিটাল অ্যারেস্ট” বা সাইবার জালিয়াতির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে। সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাইয়া অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার এই প্রবণতাকে রুখিতে কেন্দ্র সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়াছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত।ডিজিটাল অ্যারেস্ট” হইলো সাইবার অপরাধীদের একটি নতুন কৌশল। যেখানে জালিয়াতিরা নিজেদের পুলিশ, সিবিআই বা নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরোর অফিসার পরিচয় দিয়া ভিডিও কলের মাধ্যমে ভিকটিমকে ভয় দেখায়। তাহারা দাবি করে যে, ওই ব্যক্তির নামে কোনো অবৈধ পার্সেল আসিয়াছে বা তিনি কোনো অপরাধে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। এরপর ”তদন্তের স্বার্থে” বা ”গ্রেপ্তার এড়াইতে” টাকা দাবি করা হয়।সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশ

শীর্ষ আদালত এই ক্রমবর্ধমান অপরাধ দমনে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তুলিয়া ধরিয়াছে। ডিজিটাল জালিয়াতি রুখিতে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা তৈরি করিতে হইবে।সাধারণ মানুষকে এই ধরনের প্রতারণা সম্পর্কে সচেতন করিতে ব্যাপক প্রচার চালাইতে হইবে। সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত করিতে ব্যাঙ্কগুলোর সাথে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়ছে।যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে এই অপরাধের উৎস দেশের বাইরে থাকে, তাই আন্তর্জাতিক স্তরে তদন্তের গতি বাড়ানোর কথা বলা হইয়াছে। মনে রাখিবেন, আইনত ”ডিজিটাল অ্যারেস্ট” বলিয়া কিছু হয় না। পুলিশ বা কোনো সরকারি সংস্থা ভিডিও কলের মাধ্যমে কাউকে গ্রেপ্তার বা টাকা দাবি করে না।অজানা নম্বর থেকে ভিডিও কল আসিলে বা কেউ নিজেকে বড় অফিসার দাবি করিলে আতঙ্কিত হইবেন না।আপনার ব্যাঙ্ক ডিটেইলস বা ওটিপি কাহারও সাথে শেয়ার করিবেন না।এমন ফোন আসিলে অবিলম্বে ১৯৩০ নম্বরে কল করুন বা পোর্টালে অভিযোগ জানান।ডিজিটাল অ্যারেস্টে’র নাম করিয়া প্রতারণা, ক্রমশ মাথা ব্যাথার কারণ হইয়া উঠিয়াছে তদন্তকারীদের। কখনও সিবিআই, আবার কখনও ইডি কিংবা অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংস্থার নাম করে ফোন করিবার পর ভয় দেখাইয়া হাতিয়ে নেওয়া হইতেছে কোটি কোটি টাকা।ডিজিটাল অ্যারেস্ট’-এর মাধ্যমে দেশে ৫৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ হাতিয়ে নিয়াছে জালিয়াতরা। এটি ডাকাতির চেয়ে কম কিছু নয়। সোমবার ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’ নিয়া একটি মামলায় এমনই মন্তব্য করিল সুপ্রিম কোর্ট। একইসঙ্গে এই অপরাধ রুখিতে কেন্দ্রকে কড়া নির্দেশও দিয়াছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চে সংশ্লিষ্ট মামলাটি চলছিল। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ‘ডিজিটাল অ্যারেস্টে’র মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হইয়াছে, তাহা দেশের একাধিক ছোট রাজ্যের বাজেটের থেকেও বেশি। এ প্রসঙ্গে ব্যাঙ্কগুলির প্রতিও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ডিজিটাল অ্যারেস্টে’র মতো অপরাধে ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের গাফিলতি বা যোগসাজশের সম্ভাবনাও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। শীর্ষ আদালত

জানাইয়াছে, সাইবার প্রতারণা ঠেকাইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) ইতিমধ্যেই একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) গঠন করিয়াছে। যেখানে পরিস্থিতি অনুযায়ী সাময়িকভাবে কারও ডেবিট কার্ড ব্লক করিবারও নির্দেশ রহিয়াছে। এরপরই ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’ রুখিতে কেন্দ্রকেও একটি এসওপি গঠনের নির্দেশ দিয়াছে সর্বোচ্চ আদালত। পাশাপাশি, আরবিআইয়ের নেওয়া এসওপি এবং টেলিকম বিভাগের সিদ্ধান্তগুলিও খতিয়ে দেখিবার নির্দেশ দিয়াছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত।

# জলাতঙ্ক প্রতিরোধ ও সাপে কামড়ের ব্যবস্থাপনায় গোমতী জেলার উল্লেখযোগ্য সাফল্য

উদয়পুর, ৯ ফেব্রুয়ারি: চলতিবছরের শুরুতেই জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে গোমতী জেলা। পশুকামড় ও সর্পদংশনের মতো প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থাপনায় জেলার স্বাস্থ্য দপ্তরের ধারাবাহিক উদ্যোগে মৃত্যুহার কার্যত শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে।

কুকুর, বাঁদর, ভাল্লুকসহ বিভিন্ন প্রাণীর কামড় এবং বিষধর সাপের দংশনে আক্রান্ত রোগীদের সময়মতো জীবনদায়ী চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করায় জেলায় ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও মৃত্যুর হার এখনো পর্যন্ত সফলভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা গেছে। ইন্টিগ্রেটেড ডিজিজ সার্ভিল্যান্স প্রোগ্রাম-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দ্রুত চিকিৎসা হস্তক্ষেপের মাধ্যমে গোমতী জেলা হাজার হাজার মানুষকে জলাতঙ্ক ও সাপের বিষক্রিয়া থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৬ সালের প্রথম ৩৬ দিনের মধ্যেই জেলায় ২৫১টি কুকুরের কামড় এবং ১৭২টি অন্যান্য প্রাণীর কামড়ের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রেই দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করে রোগীদের সুস্থ করে তোলা সম্ভব হয়েছে, যা জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার তৎপরতা ও প্রস্তুতিরই প্রতিফলন।

গোমতী জেলার ডিস্ট্রিক্ট সার্ভিল্যান্স অফিসার ডা. সৌমিক চক্রবর্তী জানান, পশুকামড় ও সর্পদংশনের ক্ষেত্রে চিকিৎসার একটি নির্দিষ্ট ‘ক্রিটিক্যাল উইন্ডো’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের মধ্যে অ্যান্টি-র্যাবিস ভ্যাকসিন ও অ্যান্টি-র্যাবিস সিরাম প্রদান নিশ্চিত করাই মৃত্যুহার রোধের মূল চাবিকাঠি। তিনি এই সাফল্যের জন্য জেলার সমস্ত মেডিকেল অফিসার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরলস পরিশ্রমের প্রশংসা করেন।

অন্যদিকে, গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. কমল রিয়াং এই সাফল্যের নেপথ্যে দ্বিমুখী কৌশলের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, “আইএইচআইপি-এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিক তথ্য সংগ্রহ ও দ্রুত ক্লিনিক্যাল সাড়া দেওয়াই আমাদের সাফল্যের ভিত্তি। পাশাপাশি, বিভিন্ন প্রাণীর কামড়কে আলাদাভাবে শ্রেণিবদ্ধ করায় বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত ঝুঁকি আরও কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছে।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ মহলের মতে, এই উদ্যোগের ফলে সাধারণ মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন এবং অপ্রয়োজনীয় হয়রানি অনেকাংশে কমবে। জনস্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে গোমতী জেলার এই সাফল্য রাজ্যের অন্যান্য জেলার জন্যও দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে।

## রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতের বড় সাফল্য

# প্রধান প্রধান ক্ষেত্রের জন্য খুলে গেল ৩০ ট্রিলিয়ন ডলারের মার্কিন বাজার

**ফেব্রুয়ারি ৯, ২০২৬:**

**মূল বিষয়সমূহ**

শুল্ক ৫০% থেকে কমে ১৮% হয়েছে; ১১৩ বিলিয়ন ডলারের মার্কিন বাজারে সিল্ক বা রেশম পণ্য এখন শূণ্য শুল্কে রপ্তানি করা যাবে।

শুল্ক কমে ১৮% হওয়ায় ৪৭৭ বিলিয়ন ডলারের মার্কিন বাজারে বড় সুযোগ তৈরি হয়েছে।

১.৩৬ বিলিয়ন ডলারের ভারতীয় কৃষিপণ্য এখন কোনো অতিরিক্ত শুল্ক ছাড়াই মার্কিন বাজারে প্রবেশ করবে।

মশলা, চা, কফি, ফল, বাদাম এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্য এখন থেকে বিনা শুল্কে রপ্তানি করা যাবে।

দুগ্ধজাত পণ্য, মাংস, পোল্ট্রি এবং খাদ্যশস্যের মতো সংবেদনশীল ক্ষেত্রের আমদানিতে ছাড় দেওয়া হয়নি।

**ভারত কি পেলো?**

আমেরিকার আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে ভারত বড়সড় ছাড় পেয়েছে, যার মধ্যে ৯০০ বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের পণ্যে ১৮% প্রতিযোগিতামূলক শুল্ক হার, ১৫০ বিলিয়ন ডলারের পণ্যে শূন্য শুল্ক এবং ৭২০ বিলিয়ন ডলারের পণ্যে কোনো অতিরিক্ত শুল্ক না দেওয়ার সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে। এছাড়াও ৩৫০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্যের ওপর পূর্বের শুল্ক ছাড় বজায় থাকছে এবং ২৩২টি শুল্ক তালিকার ক্ষেত্রে ভারত বিশেষ অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা পাবে।

**সূচনা**

ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে এক ঐতিহাসিক অধ্যায়, যা ৩০ ট্রিলিয়ন ডলারের মার্কিন বাজারে ভারতীয় পণ্যের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করেছে। ২০২৪ সালে আমেরিকায় ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৮৬.৩৫ বিলিয়ন ডলার; এই চুক্তির ফলে বস্ত্র, গয়না, কৃষি, যন্ত্রপাতি এবং ওষুধ শিল্পের মতো প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে শুল্ক হ্রাস ও বিশেষ সুবিধা পাওয়ায় রপ্তানি আরও বাড়বে। একইসঙ্গে, দেশের কৃষক, ক্ষুদ্র শিল্প এবং দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষিত রাখতে এই চুক্তিতে বিশেষ সুরক্ষাকবচ রাখা হয়েছে।

**শুল্কের এই পরিবর্তনগুলি ভারতীয় রপ্তানির ক্ষেত্রে কতটা সুবিধাজনক**

২০২৪ সালে আমেরিকায় ভারতের ৮৬.৩৫ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি বাণিজ্য এখন নতুন শুল্ক কাঠামোর ফলে লাভবান হবে। এই চুক্তির অধীনে, আগে যে পণ্যগুলিতে ৫০% পর্যন্ত উচ্চ শুল্ক ছিল, তার মধ্যে প্রায় ৩০.৯৪ বিলিয়ন ডলারের পণ্যে শুল্ক কমে ১৮% হয়েছে এবং ১০.০৩ বিলিয়ন ডলারের পণ্যে শুল্ক পুরোপুরি তুলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, ১.০৪ বিলিয়ন ডলারের কৃষিপণ্য এবং সেকশন ২৩২-এর আওতায় আরও ২৮.৩০ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি এখন অতিরিক্ত শুল্ক ছাড়াই মার্কিন বাজারে প্রবেশ করবে, যা ভারতীয় পণ্যের দাম ও প্রতিযোগিতার বাজারে বড় সুবিধা দেবে।

**প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে কাঠামোগত প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা**

এই চুক্তির মাধ্যমে ভারতের পক্ষে একটি স্পষ্ট শুল্কগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের পণ্যের উপর শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। একই সঙ্গে মার্কিন বাজারে একাধিক প্রতিযোগী দেশ এখনও উচ্চ শুল্কের মুখে রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে চীন ৩৫ শতাংশ, ভিয়েতনাম ২০ শতাংশ, বাংলাদেশ ২০ শতাংশ, মালেশিয়া ১৯ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়া ১৯ শতাংশ, ফিলিপিন্স ১৯ শতাংশ, কম্বোডিয়া ১৯ শতাংশ এবং থাইল্যান্ড ১৯ শতাংশ।

**ক্ষেত্রভিত্তিক সুফল-**

**বস্ত্র ও পোশাক**

বস্ত্র রপ্তানির উপর শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে। সিল্ক রপ্তানিতে শূন্য শুল্ক সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে, মার্কিন বাজারে নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই বাজারের পরিমাণ ১১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

**চামড়া ও জুতো ক্ষেত্র**

এই চুক্তির ফলে চামড়া ও জুতোর ক্ষেত্রে ভারতের জন্য উল্লেখযোগ্য সুফল এসেছে। মার্কিন বাজারে ভারতকে সর্বাধিক পছন্দের সরবরাহকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। রপ্তানির উপর শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে। এর ফলে, ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের মার্কিন বাজারে প্রবেশাধিকার আরও সহজ হয়েছে।

**রত্ন ও গয়না রপ্তানি**

রত্ন ও গয়না রপ্তানির উপর শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের মার্কিন বাজারে অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হয়েছে।

**গৃহসজ্জা সামগ্রী**

গৃহসজ্জা সামগ্রীর উপর শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে। এর ফলে, ৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের মার্কিন বাজারে নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে। কাঠ ও আসবাবপত্র, বালিশ, কুশন, কুইল্ট, কমফোর্টার, অ-বিদ্যুৎচালিত বাতি এবং সংশ্লিষ্ট গৃহসজ্জা সামগ্রী এই শুল্ক কাঠামোর সুবিধা পাবে।

**খেলনা রপ্তানি**

ভারত থেকে খেলনা রপ্তানির উপর শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে। এর ফলে, ১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের মার্কিন বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পেয়েছে।

**যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ**
**(বিমান যন্ত্রাংশ বাদে)**

এই চুক্তির ফলে, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্ষেত্রে ভারতের জন্য উল্লেখযোগ্য সুবিধা তৈরি হয়েছে। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শিল্প বাজারে প্রবেশাধিকার আরও উন্নত হয়েছে। রপ্তানির উপর শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে। এর ফলে, ৪৭৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের মার্কিন যন্ত্রপাতি বাজারে নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

**কৃষি: কৃষকদের সুরক্ষা বজায় রেখে রপ্তানি সম্প্রসারণ**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৃষি বাণিজ্যে ভারতের উদ্বৃত্ত ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৪ সালে ভারতের কৃষি রপ্তানি ছিল ৩.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আমদানি ছিল ২.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

**কৃষি রপ্তানিতে শূন্য শুল্ক সুবিধা**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১.৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ভারতীয় কৃষি রপ্তানির উপর কোনও অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করবে না।

শক্ত সুরক্ষা-সহ নিয়ন্ত্রিত বাজার উন্মুক্তকরণ

পূর্ববর্তী বাণিজ্য চুক্তির ধারাবাহিকতায় কৃষিপণ্যের সংবেদনশীলতা অনুযায়ী বাজার প্রবেশাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রস্তাবগুলির মধ্যে রয়েছে তাৎক্ষণিক শুল্ক প্রত্যাহার, পর্যায়ক্রমিক শুল্ক প্রত্যাহার সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত, শুল্ক হ্রাস, অগ্রাধিকার মার্জিন এবং ট্যারিফ রেট কোটা ব্যবস্থা।

শিল্প রপ্তানিতে ৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের শূন্য শুল্ক সুবিধা

৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের শিল্প রপ্তানির উপর কোনও অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হবে না।

সেকশন ২৩২-এর আওতায় বিমান যন্ত্রাংশ, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, জেনেরিক ওষুধ ও ঔষধি উপাদান এবং প্রাথমিক অটো যন্ত্রাংশে শূন্য অতিরিক্ত শুল্ক প্রযোজ্য হবে।

কৃষি ব্যতীত ক্ষেত্রে বাজার উন্মুক্তকরণে দৃঢ় সুরক্ষা

বাজার প্রবেশাধিকার কাঠামো চূড়ান্ত করার আগে শিল্প সংগঠন, ক্ষেত্রভিত্তিক সমিতি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের সঙ্গে বিস্তৃত পরামর্শ করা হয়েছে। পণ্যের সংবেদনশীলতা ও ক্ষেত্রভিত্তিক প্রয়োজনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে।

বাণিজ্য সুবিধা ও গুণমানসম্পন্ন পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণ

শুল্ক সংস্কারের পাশাপাশি, এই চুক্তি বাণিজ্য সুবিধা বাড়ানোর উপর জোর দিয়েছে। অশুল্কগত ব্যবস্থার বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রযুক্তিগত বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা সমাধানের পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণের অধিকার বজায় রেখে ভারসাম্যপূর্ণ বাজার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

আইসিটি, সেমিকন্ডাক্টর ও ডিজিটাল ইন্ডিয়া

এই চুক্তির মাধ্যমে ভারতের ডিজিটাল ভিত্তি আরও মজবুত হয়েছে। উন্নত সেমিকন্ডাক্টর চিপ, সার্ভার যন্ত্রাংশ এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত উপাদানে প্রবেশাধিকার সহজ হয়েছে। এর ফলে ভারতের ডেটা সেন্টার ও ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগের সম্প্রসারণে সহায়তা মিলবে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং পরিকাঠামোর নির্ভরযোগ্য প্রবেশাধিকার ভারতের ডিজিটাল ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সম্প্রসারিত করতে সহায়তা করবে।

**স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিকাঠামো**

চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্ষেত্রে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শক্তিশালী পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। উন্নত মানের রোগনির্ণয় ও অস্ত্রোপচার সরঞ্জামে সহজ প্রবেশাধিকার উন্নত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বিস্তারে সহায়ক হবে।

ভারত-মার্কিন ডিজিটাল বাণিজ্য অংশীদারিত্ব

ডিজিটাল বাণিজ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্রুততম বর্ধনশীল ক্ষেত্রগুলির অন্যতম। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে ৪.৩৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২০২৪ সালে ডিজিটাল পরিষেবা রপ্তানি বেড়ে ৪.৭৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৯.৮ শতাংশ।

গ্রাহকের কল্যাণ: দেশীয় সরবরাহে চাপ না দিয়ে আমদানি বৃদ্ধি

এই চুক্তির মাধ্যমে গ্রাহক কল্যাণও জোরদার হয়েছে। নির্বাচিত গ্রাহক পণ্যের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত আমদানির সুযোগ তৈরি হয়েছে। এর ফলে, চাহিদার ঘাটতি পূরণ হবে। একই সঙ্গে কৃষক ও দেশীয় উৎপাদকদের উপর কোনও অতিরিক্ত চাপ পড়বে না।

উৎপাদন ও মূল্য শৃঙ্খল মজবুতকারী মধ্যবর্তী পণ্য

রপ্তানি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় মধ্যবর্তী উপাদানে প্রবেশাধিকার সহজ করা হয়েছে। কাঁচামাল ও বিশেষ বিশেষ যন্ত্রাংশ প্রতিযোগিতামূলক শর্তে প্রবেশ করায় মূল্য সংযোজিত উৎপাদন আরও মজবুত হবে। আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলে ভারতের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হবে।

উচ্চ ও অগ্রসর প্রযুক্তি আমদানি

এই চুক্তি প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে ভারতের প্রয়াসকে সমর্থন করে। উচ্চ প্রযুক্তি ও কৌশলগত পণ্যে প্রবেশাধিকার দেশীয় সক্ষমতা গঠনে সহায়ক হবে। উন্নত প্রযুক্তিতে প্রবেশ ভারতের ডিজিটাল ও শিল্প রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করবে। আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যও আরও শক্তিশালী হবে।

ভবিষ্যৎমুখী কৌশলগত অংশীদারিত্ব

ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি দুই প্রধান আন্তর্জাতিক অর্থনীতির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

৩০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বাজারে প্রবেশাধিকার, রপ্তানির বড় অংশে শুল্কের যুক্তিসঙ্গতীকরণ, বিপুল পণ্যে শূন্য শুল্ক সুবিধা এবং ডিজিটাল ও কৌশলগত প্রযুক্তি সহযোগিতা এই চুক্তির মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছে। এর ফলে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের অবস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী হয়েছে।

একই সঙ্গে সংবেদনশীলতা-ভিত্তিক নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতির সাহায্যে কৃষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। বৃদ্ধি ও সুরক্ষা, প্রতিযোগিতা ও স্থিতিস্থাপকতা এবং সম্প্রসারণ ও জাতীয় স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা হয়েছে। এর ফলে, দীর্ঘমেয়াদে রপ্তানি-নির্ভর বৃদ্ধি, গভীর আন্তর্জাতিক সংযুক্তি এবং অর্থনৈতিক স্থিতি অর্জনের পথ সুগম হয়েছে।

# ছায়াপথের প্রত্নতত্ত্ব

মহাবিশ্বের কেউই যেন শান্তিতে নেই। অস্থিরতার চিহ্ন সর্বত্র। আকাশের দিকে তাকালে আপাতদৃষ্টে মনে হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শান্ত, শাশ্বত। কিন্তু সত্যিই কি তাই? একটু তলিয়ে দেখলেই বেরিয়ে পড়ে তার প্রকৃত চেহারা। আধুনিক বিজ্ঞানীদের গবেষণায় ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে মহাবিশ্বের অশান্ত রূপ। নক্ষত্রের বিস্ফোরণ থেকে শুরু করে কৃষ্ণগহ্বরের কাছে পদার্থের চরম অবস্থার গবেষণায় এসব তথ্য জানা গেছে। যেমন গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ।

মহাবিশ্বের গ্যালাক্সিগুলো একে অন্যের থেকে অনেক দূরে থাকলে কী হবে, সেগুলোর মধ্যেও সংঘর্ষ হয়। আমাদের গ্যালাক্সিতেও অতীতের নানা ঘাত—প্রতিঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রত্নতত্ত্বে যেমন উৎখনন করে প্রাচীনকালের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়, তেমনি নক্ষত্রগুলোর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ থেকে ছায়াপথের অতীতে ভয়ংকর যুগের কথা জানা গেছে।

গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার আকাশে একটি আলোর ফিতা দেখা যায়। পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত। শহর থেকে পরিষ্কার দেখা না গেলেও যেখানে আলোর দূষণ কম, সে রকম কোনো জায়গা থেকে দেখতে অসুবিধা হয় না। এই আলোর ফিতার নাম ‘আকাশগঙ্গা’ বা ‘ছায়াপথ’। এই হলো আমাদের গ্যালাক্সি। আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে বিজ্ঞানীরা প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে আমরা রাতের আকাশে যেসব তারা দেখি, সেগুলো অনন্তবিস্তৃত নয়। এই তারার রাজ্যের সীমান্ত আছে। এক জায়গায় গিয়ে সেই রাজ্য শেষ হয়ে গেছে এবং তার অনেক দূরে রয়েছে অন্য তারার রাজ্যগুলো। এগুলো যেন মহাশূন্যে ভাসমান একেকটি দ্বীপ। নক্ষত্রময় দ্বীপ। এই তারার রাজ্যগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে ‘গ্যালাক্সি’।

উল্লেখ্য, গণ্ডিভুক্ত নক্ষত্রের রাজ্যের এই ধারণা একেবারেই নতুন। খুবই আধুনিক। প্রাচীনকালে, এমনকি ১৫০ বছর আগেও জানা ছিল না। তাই তারার রাজ্যগুলোকে এক নতুন নামে গ্যালাক্সি বলে অভিহিত করাটাই সমীচীন। প্রাচীনকালে আকাশের আলোর ফিতা দেখে যে আকাশগঙ্গা বা ছায়াপথ নাম রাখা হয়েছিল, সেটি শুধু আমাদের গ্যালাক্সির জন্যই রেখে দেওয়া উচিত। এতেই ভুল—বোঝাবুঝির আশঙ্কা কম থাকে। হোক না ‘গ্যালাক্সি’ ইংরেজি শব্দ। ধারণাটি যেহেতু নতুন, তাই নতুন শব্দ আমদানি করতে বাধা নেই। বহু বছর আগে ‘গ্যাস’ শব্দটি বাংলায় ব্যবহার করা উচিত কি না, এ নিয়েও আলোচনা হয়েছিল। প্রাচীনকালে একটি গ্যাসই জানা ছিল, ‘বায়ু’। তাই অনেকে গ্যাস আর বায়ু একই অর্থে ব্যবহার করতেন। সেটা যে বিভ্রান্তিমূলক এবং এর জন্য যে বাংলা অনুবাদ করতে হতে পারে ‘বায়ু একধরনের বায়ু’, সেটা বোঝার পর থেকে গ্যাস শব্দটিই সাধারণ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে আসছে। ইংরেজি শব্দ হলেও। এ ক্ষেত্রেও আমরা যদি গ্যালাক্সির বদলে নক্ষত্ররাজ্যের সাধারণ নাম দিই ছায়াপথ, তাহলে ‘আমাদের ছায়াপথের নাম ছায়াপথ’এমন বাক্যের সম্মুখীন হতে হবে। তাই গ্যালাক্সি শব্দটি ব্যবহার করাই শ্রেয়।

যাহোক, আমরা যদিও ছায়াপথকে ফিতার আকারে দেখি, তার আসল চেহারা কিন্তু অন্য রকম। এর কারণ, আমরা ছায়াপথকে অন্দরমহল থেকে দেখি। বাড়ির ভেতর থেকে দেখলে একটি বাড়ির প্রকৃত রূপ বোঝা যায় না। এখানেও তা—ই। আসলে আমাদের গ্যালাক্সিটি একটি চ্যাপ্টা থালার মতো। অথবা তুলনা করা যেতে পারে একটি চাকতির সঙ্গে। আর আমরা তার কেন্দ্রে নয়, সেখান থেকে দূরে থালার প্রান্তের দিকে এক অঞ্চলে রয়েছি। যেহেতু থালাটি চ্যাপ্টা, তাই আমাদের আকাশে তাকে একটি ফিতার মতো দেখায়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আমাদের ছায়াপথের মধ্যে অনেকগুলো ছোটখাটো গিলে ফেলা গ্যালাক্সির চিহ্ন আছে। এগুলো একসময় ছায়াপথের খুব কাছে এসে পড়েছিল আর বেরোতে পারেনি।

এই গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকে। নিজেদের গতিপথে একে অন্যের কাছে এলেই এ রকম ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের ফল কী দাঁড়াবে, সেটা অবশ্য নির্ভর করে সেগুলো কত ভারী, তার ওপর। যখন দুটি গাড়ির মধ্যে ধাক্কা লাগে, তখন তার ফলাফল নির্ভর করে দুটি গাড়ির ভরের অনুপাতের ওপর। একটি বিশাল ট্রাকের সঙ্গে ছোট মোটরগাড়ির ধাক্কা লাগলে ট্রাকটির বিশেষ ক্ষতি হওয়ার কথা নয়, বরং ছোট গাড়িটি দুমড়েমুচড়ে যেতে পারে। আবার দুটি গাড়ি সমান ওজনের হলে, দুটিরই সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। গ্যালাক্সির ক্ষেত্রেও তা—ই। যদি এমন হয় যে একটি গ্যালাক্সির ভর অন্যটির তুলনায় খুব কম, তাহলে বড় গ্যালাক্সিটি ছোটটিকে আত্মসাৎ করে নিতে পারে। ছোট গ্যালাক্সিটি বড়টির মহাকর্ষের টানে তার চারদিকে কয়েকবার ঘোরার চেষ্টা করবে। ধীরে ধীরে মহাকর্ষ তাকে বড়টির কাছে টেনে নিয়ে এসে একসময় তার পেটের ভেতর পুরে ফেলবে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আমাদের ছায়াপথের মধ্যে অনেকগুলো ছোটখাটো গিলে ফেলা গ্যালাক্সির চিহ্ন আছে। এগুলো একসময় ছায়াপথের খুব কাছে এসে পড়েছিল আর বেরোতে পারেনি। সেই ছোট গ্যালাক্সির নক্ষত্রগুলো এখন ছায়াপথের বাসিন্দা, কিন্তু সেগুলোর আগেকার গতিবিধির স্মৃতি একেবারে হারায়নি। এখনো সেগুলোর গতিবিধির মধ্যে কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, যা থেকে এগুলোর অতীতের ঘটনার ইতিহাস উদ্ধার করা যেতে পারে। এই গিলে ফেলা ছোট গ্যালাক্সির নক্ষত্রগুলো কয়েক কোটি বছর ধরে দলবদ্ধ হয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে ছায়াপথের মহাকর্ষ সেগুলোর মধ্যে সেই বন্ধন আলগা করে আনে। একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা বোঝা যেতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীনকালে যুদ্ধের পর যখন পরাজিত দেশের লোকজনকে ক্রীতদাস হিসেবে নিয়ে যাওয়া হতো, তখন কয়েক প্রজন্ম ধরে হয়তো তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারত, তারপর ধীরে ধীরে অন্য দেশের আর পাঁচটা নাগরিকের মধ্যে মিশে যেতে বাধ্য হতো। এখানেও প্রায় তেমন ঘটনা ঘটে।

এই গবেষণায় ইউরোপ থেকে মহাকাশে পাঠানো একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র বিশেষভাবে সাহায্য করেছে, যার নাম GAIA। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে পাঠানো হয়েছিল এই যন্ত্র। বহু দূরের নক্ষত্রের দূরত্ব ও গতিবিধি সঠিকভাবে নির্ধারণে এর জুড়ি নেই। এর সাহায্যে বিজ্ঞানীরা আমাদের ছায়াপথে প্রায় এক কোটি নক্ষত্রের সঠিক অবস্থান এবং গতিপ্রকৃতি জানার চেষ্টা করছেন। ২০১৮ সালে এই যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা এক আশ্চর্যজনক তথ্য পেয়েছেন। আমরা জানি যে ছায়াপথের অন্তর্গত নক্ষত্রগুলো তার কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরছে। মেলার মেরি গো রাউন্ডের মতো। আমাদের সূর্যও ঘুরছে। কিন্তু দেখা গেছে যে সূর্যের আশপাশের কিছু নক্ষত্র আছে, যেগুলোর গতিবিধি একেবারে ভিন্ন। সৌরজগতের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মনে হয়, এগুলো উল্টো দিকে যাচ্ছে। দুটি ট্রেন পাশাপাশি চলার সময় যখন মনে হয় যে অন্য ট্রেনটি পেছনের দিকে চলে যাচ্ছে। তখন আমরা বুঝে নিই যে অন্য ট্রেনটি হয় ধীরে চলছে বা উল্টো দিকে যাচ্ছে। এখানেও তা—ই। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এ ধরনের ‘উল্টো দিকে’ চলা নক্ষত্রের সংখ্যা নেহাত কম নয়। এগুলো যেন একটি আলাদা গোষ্ঠী, যেগুলো নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। শুধু তা—ই নয়, এগুলোর পদার্থের উপাদান থেকে বোঝা যায়, এগুলোর জন্ম একসঙ্গে হয়নি, কয়েক প্রজন্ম ধরে হয়েছে। তাহলে এগুলো নিজেদের বৈশিষ্ট্য ধরে রাখছে কী করে? আগের সেই ক্রীতদাসদের উদাহরণের মতো নক্ষত্রগুলোর ক্ষেত্রেও কোনো গোষ্ঠীর আলাদা বৈশিষ্ট্য নজরে পড়লে সেগুলোর ইতিহাস নিয়ে ভাবতে হয়। বিজ্ঞানীদের মতে, সূর্যের নিকটবর্তী এই বিপরীতমুখী নক্ষত্রগুলো অন্য এক গ্যালাক্সিতে জন্ম নিয়েছিল। একসময় সেই গ্যালাক্সি এসে ছায়াপথের সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর এগুলো এখানকার বাসিন্দা হয়ে গেছে, কিন্তু সেগুলোর রীতিনীতি বজায় রেখেছে। সেগুলোর গতিবিধি থেকে এই সংঘর্ষের চরিত্র বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। অনুমান করা হয় যে এই ধাক্কা লেগেছিল প্রায় হাজার কোটি বছর আগে। যেহেতু অন্য গ্যালাক্সিটির নক্ষত্রগুলো এখন ছায়াপথের সদস্য হয়েছে, তাই এ—ও অনুমান করা যায় যে সেই গ্যালাক্সিটি ছায়াপথের তুলনায় কম ভারী ছিল। ফলে সংঘর্ষের সময় ছায়াপথের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি। ছায়াপথ তাকে গিলে খেয়েছে। আর সাপের পেটে আধখাওয়া শিকারের মতো রয়ে গেছে তার নক্ষত্রগুলো।

আরেকটি ক্ষেত্রে উল্টো ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। দুটি বিশেষ নক্ষত্রপুঞ্জকে লক্ষ করে দেখা গেছে, সেগুলোর অবস্থান ছায়াপথের অন্যান্য নক্ষত্রের থেকে আলাদা, কিন্তু সেগুলোর বৈশিষ্ট্য ছায়াপথের সদস্য নক্ষত্রের মতোই। অর্থাৎ সেগুলো অন্য গ্যালাক্সির নয়, ছায়াপথেরই অংশ। কিন্তু কোনো কারণে সেগুলো নিজেদের নিজস্ব জায়গা থেকে ছিটকে অন্য জায়গায় গিয়ে পড়েছে। সেগুলোর বৈশিষ্ট্য ছায়াপথের অন্য নক্ষত্রগুলোর মতো, শুধু অবস্থান আলাদা। এই সূত্র ধরে গবেষণা করে দেখা গেছে যে পুকুরে ঢিল ছুড়লে যেমন জলে ঢেউ ওঠে, তেমনি অতীতের সংঘর্ষের ফলে ছায়াপথের নক্ষত্রের গতিবিধিতেও একধরনের ‘ঢেউ’ তৈরি হয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহের দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েই এসব সূক্ষ্ম তথ্য জোগাড় করা সম্ভব হয়েছে।

এই দুই নক্ষত্রপুঞ্জের নাম A13 এবং TriAnd (কারণ, দ্বিতীয়টি আমাদের আকাশে Triangulum এবং Andromeda নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে দেখা যায়)। একটি ছায়াপথের ‘চাকতি’র উত্তরে প্রায় ১৪ হাজার আলোকবর্ষ দূরে এবং অন্যটি প্রায় একই দূরত্বে, কিন্তু দক্ষিণ দিকে অবস্থিত (মহাশূন্যে অবশ্য উত্তর-দক্ষিণ দিকের কোনো অর্থ নেই। তবে ছায়াপথের যে দিকটি পৃথিবীর উত্তর দিকে অবস্থিত, সেই দিকটিকেই তার উত্তরের অংশ বলে উল্লেখ করা হয়)। সাধারণত যেসব নক্ষত্র ছায়াপথের অন্তর্গত গ্যাস থেকে জন্ম নেয়, সেগুলো ছায়াপথের চাকতির মধ্যেই বাস করে। সেখান থেকে এত ওপর বা নিচে থাকার কথা নয়। কিন্তু এই দুই গোষ্ঠীর নক্ষত্রগুলোর উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এগুলো ছায়াপথের আর পাঁচটা নক্ষত্রের মতোই। মানুষের ডিএনএ পরীক্ষা করে যেভাবে তার বংশ নির্ধারণ করা হয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও নক্ষত্রের উপাদান তলিয়ে দেখে সেটি কী ধরনের নক্ষত্র, তা বের করতে পারেন। জানা গেছে, এগুলো ছায়াপথের গড়পড়তা নক্ষত্রের মতোই। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এগুলো এত দূরে গেল কেন এবং কীভাবে?

এই দুই নক্ষত্রপুঞ্জ আসলে কাছাকাছি জায়গায় জন্ম নিয়েছিল, কিন্তু কোনো কারণে দূরে ছিটকে পড়েছে।

বিজ্ঞানীরা কম্পিউটারে এক কল্পিত গ্যালাক্সির সঙ্গে ছায়াপথের সংঘর্ষের অঙ্ক কষে দেখেছেন যে জলে ঢেউ ওঠার মতো নক্ষত্রজগতেও একধরনের ঢেউ তৈরি হতে পারে। জলে ঢেউ উঠলে যেমন জলের কণা ওঠানামা করে, তেমনি একটি নক্ষত্রপুঞ্জ দুটি ছায়াপথের চাকতির দুই দিকে ‘ওঠানামা’ করছে। তার মধ্যে একটি বর্তমানে ছায়াপথের চাকতির উত্তরে এবং অন্যটি দক্ষিণে রয়েছে। এক জায়গায় জন্ম হওয়ার পর দূরে ছিটকে পড়া অস্বাভাবিক নয়। অনেক সময় গল্পে শোনা যায় যে ছোটবেলায় কোনো পারিবারিক বিপর্যয়ের জন্য ভাইবোনদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়েছে, একেকজন ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। পরে তাদের আচরণের মধ্যে বা স্বভাবগত সাদৃশ্য দেখে বোঝা যায় যে তারা আসলে একই পরিবারের লোক। এই দুই নক্ষত্রপুঞ্জ আসলে কাছাকাছি জায়গায় জন্ম নিয়েছিল, কিন্তু কোনো কারণে দূরে ছিটকে পড়েছে। এগুলোর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা এখন অতীতের সেই বিপর্যয়ের কথা জানতে পেরেছেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মহারাজগঞ্জ বাজার ঘেরা ১২টি ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে নেশা রুখতে এক কমিটি গঠন করা হয় এবং উক্ত বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কর্তৃপক্ষরা।

# একাধিক দিল্লি স্কুলে বোমা হামলার হুমকি, তদন্তে দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : সোমবার সকালে দিল্লির বিভিন্ন স্কুলে ই-মেলের মাধ্যমে বোমা হামলার হুমকি পাওয়ার পর ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। হুমকি ই-মেলগুলির তদন্তে নেমেছে দিল্লি পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যেসব স্কুলের নাম হুমকি ই-মেলে উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে পূর্ব দিল্লির আলকন স্কুল, রোহিনির বাল ভারতী স্কুল ও ভেঙ্কটেশ্বর স্কুল, যশপাল কনভেন্ট, অশোক বিহারের মাতা জয় কৌর স্কুল, দিল্লি ক্যান্টের লোরেটো কনভেন্ট, শ্রীনিবাসপুরীর কেমব্রিজ স্কুল, এনএফসি-র কেমব্রিজ স্কুল, সাদিক নগরের দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল, রোহিনির সিএম স্কুল, আইএনএ-র ডিটিএ স্কুল, লোধি রোডের এয়ার ফোর্স স্কুল, কে আর মঙ্গলম এবং দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল।

সকালে স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রথম হুমকি ই-মেলগুলি নজরে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়। খবর পেয়ে দিল্লি পুলিশ ও দমকল বিভাগের দল সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলিতে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করে। প্রাথমিক তদন্তে এখনও পর্যন্ত কোনও সন্দেহভাজনকে চিহ্নিত করা যায়নি বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

দিল্লি-এনসিআর জুড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই ধরনের বেনামী হুমকি ই-মেল পাঠানোর ঘটনা নতুন নয়। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে একাধিকবার এ ধরনের ঘটনার জেরে স্কুলগুলিতে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এবং স্বাভাবিক পঠনপাঠন ব্যাহত হয়েছে।

দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, ই-মেলে উল্লেখিত সমস্ত স্কুলে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পড়ুয়া ও শিক্ষক-কর্মীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আপাতত কোনও তাৎক্ষণিক বিপদের আশঙ্কা নেই বলেও জানিয়ে সাধারণ মানুষকে শান্ত থাকার আবেদন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বছরের নভেম্বর মাসেও রাজধানীর দুটি স্কুল ও তিনটি আদালতে বোমা হামলার হুমকি ই-মেল পাঠানো হয়েছিল। সেই ঘটনায় সাকেত কোর্ট, পাতিয়ালা হাউস কোর্ট ও রোহিনি কোর্টে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। একই বছরে দ্বারকা ও প্রশান্ত বিহারের একটি করে স্কুলেও হুমকি পাওয়ার পাশাপাশি একটি স্কুল প্রাঙ্গণে সামান্য বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটেছিল বলে সূত্রের দাবি।

**Tripura Forest Department (SDFO, Kumarghat) issued** Auction of Seized 2700 KG Gandhaki (Raw) Homalom aromatic (Rhizome-Raw) (in kg) during the financial year 2025-26 under Pecharthal Range of Kumarghat Forest Sub-Division. vide No.F.3- 48/Dev/Tender-Quotation/SDFO(KGT)/2025-26/11696-11731 dated. 28.01.2026. For further details see the website:-www.forest.tripura.gov.in and Notice board of O/o the SDFO, Kumarghat may be referred.

Sd/-
(SDFO, Kumarghat)

ICA/C-4222/26

(A. Datta, TFS)
Sub-Divisional Forest Officer
Kumarghat Forest Sub-Division

**RESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 41/EE/SNM/PWD/2025-26, Dt: 02/02/2026**

The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to 3.00 P.M. on 16/02/2026 for the following work:

| Sl. No | Name of work (DNIeT No) | Estimated Cost | Estimated Money | Time for Completion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62/CE/ PWD(R&B)/ACE (P&DU)/2025-26 | Rs. 7,41,21,740.15 | Rs. 14,82,435.00 | 540 days |

For more tender details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-4218/26

(Er. Dhananjoy Debbarma)
Executive Engmeer
Sonamura Division, PWD(R&B)
Sonamura, Sepahijala, Tripura

**PRESS NOTICE INVITING TENDER**

On behalf of the Governor of Tripura, Tender for the following item in two Bid system is hereby invited from fish farmers, Fishery cooperative society, Fishery Entrepreneurs, SHGs, Manufacturers/ Authorized suppliers & distributors for supply of mixed variety IMC fingerling (Size 10 cm and above) by the undersigned for the implementation of different pisciculture schemes during 2026-27, meeting the prequalifying criteria for the supply of below mention item through online biding on the website https://tripuratenders.gov.in having Digital signature Certificate (DSC) issued from any agency authorized by Controller of Certifying Authority (CCA), Govt. of India & which can be traced up to the chain of trust to the Root certificate of CCA.

| NIT No. | Item for which e-tender is invited | Estimated Quantity (in nos.) | Estimated Tender Value (in Rs.) | Necessary Date & Time |
|---|---|---|---|---|
| No.F.3(50)-SF/TLM /DEV/E-TEN-DER/ 2025-26/ 4366 | IMC FINGER-LING 10 cm and above size) | 1,50,000 Nos. (quantity may be increased or decreased) | Rs.7,50,000/- | Bid submission start date 13-02-2026 from 11.00 Hours. Bid submission end date 05-03-2026 upto 15.00 Hours. Tender opening date 06-03-2026 at 12.00 Hours. Time as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in |

The detailed press notice & Bid documents for the above can be seen on website https://tripuratenders.gov.in.
All the future modification/corrigendum shall be made available in the e-procurement portal.
So, bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.

ICA/C/4207/26

(Ajit Debbarma)
Superintendent of Fisheries
Teliamura sub-division: Khowai
Tripura

# প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে হুমকির অভিযোগ 'ভিত্তিহীন' এফআইআর না হওয়া নিয়ে প্রশ্ন রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : লোকসভায় বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী সোমবার প্রশ্ন তুলেছেন, বিরোধী সাংসদরা নাকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে হুমকি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন, এমন অভিযোগে এখনও পর্যন্ত কেন কোনও এফআইআর দায়ের করা হয়নি। এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, যদি সত্যিই এমন কোনও অভিযোগ থাকে, তবে অবিলম্বে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, কোনও বিরোধী সাংসদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে হুমকি দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি আরও বলেন, যদি সত্যিই এমন কোনও হুমকি দেওয়া হয়ে থাকে, তবে এফআইআর দায়ের করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা উচিত। তা হলে এখনও পর্যন্ত সেটা করা হল না কেন? প্রশ্ন তোলেন তিনি।

রাহুল গান্ধীর দাবি, কয়েক দিন আগে নারাভানে-র বই ঘিরে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। তিনি অভিযোগ করেন, ওই বিষয়টি সংসদে তুলতে গেলেই সরকার বারবার তাঁকে বাধা দেয়, যার ফলে সংসদের কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

তিনি বলেন, তাঁকে একটি বই এবং একটি ম্যাগাজিন দুটিরই উদ্ধৃতি দিতে দেওয়া হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত ওই বিষয় নিয়ে কথা বলার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করা হয়। পাশাপাশি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী সংসদে ভুলভাবে দাবি করেছেন যে বইটি প্রকাশিত হয়নি, যদিও তাঁর কাছে বইটির একটি কপি রয়েছে বলে রাহুল গান্ধী জানান।

বিরোধী দলনেতার আরও অভিযোগ, রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে আলোচনার সময় বিরোধী দল, এমনকি বিরোধী দলনেতাকেও বক্তব্য রাখতে দেওয়া হয়নি। অথচ শাসক দলের সাংসদরা নির্বিঘ্নে কথা বলেছেন এবং আপত্তিকর মন্তব্যও করেছেন। একই সঙ্গে বিরোধী সাংসদদের সাসপেনশন নিয়েও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে রাহুল গান্ধী বলেন, বিরোধীদের উত্থাপিত বিভিন্ন ইস্যুর কারণে নরেন্দ্র মোদি সংসদে আসা এড়িয়ে চলছেন। তাঁর দাবি, বই বিতর্ক, বাজেট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব কৃষকদের উপর, এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে সরকার অনিচ্ছুক।

রাহুল গান্ধী জানান, বিরোধীরা সংসদে আলোচনার জন্য প্রস্তুত এবং তিনি আশা প্রকাশ করেন, সরকার শিগগিরই সংসদে যথাযথ ও অর্থপূর্ণ বিতর্কের সুযোগ দেবে।

# দিল্লিতে সামান্য উষ্ণতা বৃদ্ধি বায়ু দূষণ 'খারাপ' পর্যায়েই

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : সোমবার সকালে অগভীর কুয়াশা ও তুলনামূলকভাবে কিছুটা উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে দিন শুরু করেছে দিল্লি। এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে শীতের প্রভাব কমার ইঙ্গিত মিললেও বায়ু দূষণের পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের(সিপিসিবি) তথ্য অনুযায়ী, সকাল ৭টায় দিল্লির সামগ্রিক বায়ু মান সূচক (একিউআই) ছিল ২০৬, যা 'খারাপ' শ্রেণিতে পড়ে। শহরের একাধিক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে বায়ু মান খারাপ থেকে মাঝারি স্তরে রেকর্ড হয়েছে। সিপিসিবি-এর তথ্য অনুযায়ী, আনন্দ বিহারে একিউআই ছিল ২৮৯, বাওয়ানায় ২৫৯, চাঁদনি চকে ১৯৩, ডিটিইউ-তে ২০৬, আইজিআই বিমানবন্দর (টি-৩)-এ ১৭৯, আইআইটি দিল্লিতে ১৫৫, আইটিও-তে ২১৬, জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ২১৩, মুন্ডকায় ২৭৬, নরেলায় ২৩৩, নর্থ ক্যাম্পাসে ১৩৫, পাটপড়গঞ্জে ২০৮, রোহিণীতে ২৬০, পুসায় ১৫৯ এবং ওয়াজিরপুরে ২৫৪। প্রতিবেশী নয়ডাতেও বায়ু মান উদ্বেগজনক রয়েছে। নয়ডা সেক্টর-১২৫-এ একিউআই রেকর্ড হয়েছে ২৩৭, সেক্টর-৬২-তে ১৫৪, সেক্টর-১-এ ১৯২ এবং সেক্টর-১১৬-তে ১৯৫।

## হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে কথিত 'শুটিং ভিডিও' নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে যুক্ত কথিত একটি "শুটিং ভিডিও"কে ঘিরে বিতর্ক এবার পৌঁছাল সুপ্রিম কোর্টে। এই ঘটনায় বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপ চেয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন ১২ জন সমাজকর্মী। আবেদনকারীদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন দিল্লি লেফটেন্যান্ট গভর্নর নাজিব জং, সমাজকর্মী রূপ রেখা ভার্মা, সংখ্যালঘু অধিকারকর্মী জন দয়াল-সহ একাধিক বিশিষ্ট নাগরিক। পিটিশনে দাবি করা হয়েছে, উচ্চ সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক পদে থাকা ব্যক্তিদের কিছু মন্তব্য ও বক্তব্য সংবিধানিক মূল্যবোধ, সামাজিক সৌহার্দ্য এবং জনসমক্ষে শালীনতার পরিপন্থী।

**RESS NOTICE INVITING e-TENDER(PNIT)**

On behalf of the Governor of Tripura, the following item wise separate e-tender(NIT wise) are invited from fish farmers, fishery co-operative society, Fishery entrepreneurs, Fishery based SHGs by the undersigned for procurement of Major carp fingerlings (Catla, Rohu & Mrigal) as per details below for distribution under different Pisciculture scheme in 4(four) blocks along with Melaghar MC and Sonamura NP under Sonamura Sub-Division.

| NIT No. | Item for which e-tender is invited | Estimated Quantity | Estimated Tender Value | Necessary Dates & Times |
|---|---|---|---|---|
| NO.F.5(2)-SF/(SNM)/TEND/2025-26/1939 | Indian Major Carp Fingerlings (7cm above) | 12.00 lakhs | 15.60 lakhs | Bidding Document can be downloaded from 06/02/2026 at 15.00 hrs. Last date of Online submission of e-tender: up to 31.25 lakhs Time as per clock time of e- 27/02/2026 up to 15.00 Hours. procurement website https://tripuratenders.gov.in |
| NO.F.5(2)-SF/(SNM)/TEND/2025-26/1940 | Indian Major Carp Fingerlings (10cm above) | 5.00 lakhs | 31.25 lakhs | |

All the future modifications/corrigendum shall be made available in the e-procurement portal. So,
bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.

ICA/C-4213/26

(RANEN DEBROY)
SUPDT.OF FISHERIES
SONAMURA SUB-DIVISION

## *NOTIFICATION*

Applications are hereby invited from the eligible female candidates for the engagement of Anganwadi Worker(AWW) & Anganwadi Helper(AWH) on purely temporarily "No work No. Honorarium" basis through WALK-IN-INTERVIEW under Rajnagar ICDS Project, Rajnagar, South Tripura. The interested candidates who fulfill the eligibility criteria may apply in prescribed format (available in the office of the undersigned) along with all necessary self attested documents.

**Details of Vacancy Status are given below.**

| Sl No. | Name of the AWC | Block | Type of Vacancy | Sl No | Name of AWC East | Block | Type of Vacancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batisha Colony | Rajnagar | AWH (01) | 10 | Piparia khola | BC Nagar | AWW (01) |
| 2 | Jashmura | Rajnagar | AWH (01) | 11 | Dewanji Para | BC Nagar | AWW (01) |
| 3 | Barpathari | Rajnagar | AWH (01) | 12 | Joyhari Royaja Para | BC Nagar | AWW (01) |
| 4 | Madham Krishanpur Nandipara | Rajnagar | AWW (01) | 13 | Purba Garjania | BC Nagar BC Nagar | AWW (01) |
| 5 | Dimatali No 2 | Rajnagar Rajnagar | AWH (01) | 14 | Murasing Para | BC Nagar | AWW (01) |
| 6 | Bhairabnagar | Rajnagar | AWW (01) & AWH (01) | 15 | Sukanta Hut | BC Nagar | AWH (01) |
| 7 | Munda Para Paschim Anandapur | Rajnagar | AWH (01) | 16 | Chittamara No-3 | BC Nagar | AWW (01) & AWW (01) |
| 8 | Bhairabnagar | Rajnagar | AWW (01) & AWH (01) | 17 | Laxmipur No-2 | BC Nagar | AWW (01) & AWH (01) |
| 9 | Munda Para | Rajnagar | AWH (01) | 18 | Matyahari Para | BC Nagar | AWH (01) |

Last date of submission of application of application is 18/02/2026 upto 3.00P.M. For more details please visit office of the CDPO, Rajnagar RD Block from 06/02/2026 to 18/02/2026 between 11AM to 3 PM in working days.

ICA/D-1948/26

CDPO, Rajnagar ICDS Project
South Tripura

# পাঞ্জাবের আইন কলেজে ছাত্রীকে গুলি করে আত্মহত্যার চেষ্টা ছাত্রের, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ছাত্রীর

জলন্ধর, ৯ ফেব্রুয়ারি: সহপাঠীকে গুলি করে নিজে আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনায় পাঞ্জাবের একটি আইন কলেজে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ ছাত্রী সন্দীপ কৌর (২০) ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন। অভিযুক্ত ছাত্র প্রিন্স রাজ (২০) গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন এবং তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সোমবার সকালে পাঞ্জাবের তরণ তারান জেলার উসমা গ্রামের একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাই ভাগো ল' কলেজে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত প্রিন্স রাজ মল্লিয়ান গ্রামের বাসিন্দা এবং কলেজের প্রথম বর্ষের আইন বিভাগের ছাত্র। নিহত সন্দীপ কৌর নওশেরা পান্নুয়ান গ্রামের বাসিন্দা। কলেজের শ্রেণিকক্ষের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে ঘটনার সম্পূর্ণ দৃশ্য। ফুটেজে দেখা যায়, ক্লাস শুরু হওয়ার আগেই সন্দীপ কৌর প্রথমে প্রিন্স রাজের কাছ থেকে সরে গিয়ে শ্রেণিকক্ষের সামনের দিকে অন্য শিক্ষার্থীদের একটি দলের কাছে চলে যান। কিছুক্ষণ পর প্রিন্স রাজ তাঁকে অনুসরণ করে সামনে যান এবং দু'জনের মধ্যে কথোপকথন হয়। এরপর তৃতীয় এক সহপাঠী এসে প্রিন্স রাজের সঙ্গে শেষ বেঞ্চের দিকে যান এবং সন্দীপ কৌরকেও ডাকেন। কিছুক্ষণ পর সন্দীপ কৌর সেখানে গিয়ে বসেন। সন্দীপ কৌর ও ওই সহপাঠী শেষ বেঞ্চে বসেন, আর প্রিন্স রাজ তাঁদের সামনের বেঞ্চে বসে কথাবার্তা চালিয়ে যান।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রিন্স রাজ উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ব্যাগ থেকে একটি বস্তু বের করেন, যা পরে আগ্নেয়াস্ত্র বলে জানা যায়। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তিনি সন্দীপ কৌরকে গুলি করেন এবং এরপর নিজেকেও গুলি করেন। পাশেই থাকা সহপাঠীটি আতঙ্কিত হয়ে পুরো ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন। গুলির শব্দ শুনে অন্য ছাত্রছাত্রীরা শ্রেণিকক্ষে ছুটে এলেও, মেঝেতে দু'জনকে পড়ে থাকতে দেখে আতঙ্কে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে যান। সেখানেই ভিডিওটি শেষ হয়।

ঘটনার উদ্দেশ্য এখনও নিশ্চিত নয়। তবে তরণ তারানের সিনিয়র সুপারিন্টেনডেন্ট অফ পুলিশ (এসএসপি) সুরেন্দ্র লাম্বা জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে "বন্ধুত্বের সম্পর্ক" থেকেই মূল সূত্র মিলছে। তিনি জানান, দু'জনের সম্পর্কের প্রকৃতি এবং গুলির ঘটনার আগে কী ঘটেছিল তা জানার জন্য উভয় শিক্ষার্থীর মোবাইল ফোন ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনাটি দিনের ক্লাস শুরু হওয়ার ঠিক আগেই ঘটে বলে জানান তিনি।

ঘটনার পর নিহত সন্দীপ কৌরের মা হরজিন্দর কৌর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তোলেন। তিনি একজন বিধবা এবং পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। হরজিন্দর কৌর বলেন, আমি কঠোর পরিশ্রম করে সন্তানদের পড়াশোনা খরচ জোগাড় করছি, যাতে তাদের একটি সুন্দর ভবিষ্যত দিতে পারি। আজ সকালে আমার মেয়ে স্বাভাবিকভাবেই কলেজে গিয়েছিল। এখানে প্রশ্ন হলো, একজন শিক্ষার্থী কীভাবে একটি পিস্তল ক্লাসরুমে নিয়ে গেল? কলেজে কি আদৌ কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে?

# বাজেট অধিবেশন শুরু হতেই উত্তাল উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা, এসপি বিধায়কদের 'গভর্নর গো ব্যাক' স্লোগানে উত্তেজনা

লখনউ: সোমবার উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হতেই তীব্র হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেলের যৌথ অধিবেশনে ভাষণের সময় বিরোধী সমাজবাদী পার্টির (এসপি) বিধায়করা সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে অধিবেশন উত্তাল করে তোলেন। অধিবেশন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এসপি বিধায়করা হাতে সরকার-বিরোধী প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং 'গভর্নর গো ব্যাক' স্লোগান দিতে থাকেন। প্রবল বিক্ষোভের মধ্যেও রাজ্যপাল তাঁর ভাষণ অব্যাহত রাখেন।

হট্টগোল চলাকালীন এসপি বিধায়ক পল্লবী প্যাটেল নিজের আসনে বসে থাকেন এবং দলের সহকর্মীদের আহ্বান সত্ত্বেও বিক্ষোভে যোগ দেননি। অন্যদিকে, সরধনা কেন্দ্রের এসপি বিধায়ক অতুল প্রধান আহিল্যাবাঈ হোলকারের মূর্তি সংক্রান্ত বিষয় উত্থাপন করেন।

এসপি বিধায়কদের প্রদর্শিত প্ল্যাকার্ডগুলিতে লেখা ছিল উন্নয়নের নামে ধ্বংস, হাসপাতালে ওষুধ নেই, পরিকাঠামো নেই, গরিবদের কোনও শুনানি নেই, পিডিএ বিজেপি শাসনের অবসান ঘটাবে এবং এসআইআর একটি ষড়যন্ত্র।

পূর্বপরিকল্পিত কর্মসূচি অনুযায়ী, রাজ্যপালের সম্পূর্ণ ভাষণ জুড়েই এসপি বিধায়করা 'গো ব্যাক, গো ব্যাক' স্লোগান দিতে থাকেন।

হট্টগোলের মধ্যেই ভাষণে রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল দাবি করেন, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে উত্তরপ্রদেশে প্রায় ছয় কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার বাইরে উঠে এসেছেন।

এদিকে, এসপি বিধায়ক জাহিদ বেগ পৃথকভাবে বিধানসভা চত্বরে বিক্ষোভ দেখান। তিনি এসআইআর এবং ফর্ম-৭ সংক্রান্ত ইস্যুতে প্ল্যাকার্ড হাতে প্রতিবাদ করেন।

এর আগে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সাংবাদিকদের জানান, রাজ্যপালের ভাষণের পর বিধানসভায় রাজ্যের অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ করা হবে। তিনি বলেন, এই প্রথম কোনও রাজ্য সরকার এত বিস্তৃতভাবে তাদের অর্থনৈতিক সাফল্যের হিসাব তুলে ধরছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, উত্তরপ্রদেশ পিছিয়ে পড়া রাজ্য থেকে বেরিয়ে এসে এখন দেশের অর্থনীতিতে একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে।

উল্লেখ্য, অধিবেশন শুরুর আগেই সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক ও বিধান পরিষদের সদস্যরা বিধানসভা চত্বরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংয়ের মূর্তির কাছে বিক্ষোভ দেখান এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন।

# হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

## এই ৭টি কৌশল মেনে চললেই কমবে ক্যান্সারের ঝুঁকি

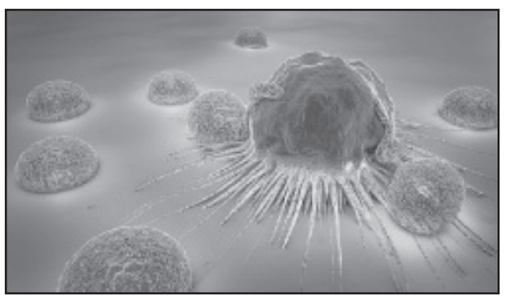

ক্যান্সার নামক এই মরণব্যাধিটি সকলের কাছেই রহস্যের মতো। অনেকেই জানেন না এবং একেবারেই বুঝতে পারেন না কেন দেহে এই ক্যান্সারের কোষের জন্ম হয়। পরিবারে ইতিহাস থাকলেই যে ক্যান্সার হবে এমন কোন কথা নেই। আমাদের দৈনন্দিন কাজের খারাপ প্রভাবের কারণেও কিন্তু দেহে জন্মায় ক্যান্সারের কোষ।

আর এ থেকে মুক্তি পাওয়ার চাবিকাঠি কিন্তু আমাদের হাতেই। আপনি হয়তো জানেনও না আপনার ছোট্ট কিছু সাবধানতা এবং সতর্কতা দেহে ক্যান্সারের কোষ গঠনে বাঁধা প্রদানে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই দৈনন্দিন জীবনে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করুন। এতে করে ক্যান্সারের মরণ থাবা থেকে বেঁচে যাবেন আপনি এবং আপনার পরিবার।

(১) মাংস মেরিনেট করে খাবেন

কয়লার আগুনে পোড়ানো, উচ্চতাপমাত্রায় তেলে ভাজা এবং রান্না করা মাংসে অনেক ধরণের কেমিক্যাল উতন্ন হয়। যা ক্যান্সারের কোষ গঠনে সহায়তা করে। অ্যামেরিকান ইন্সটিটিউট ফর ক্যান্সার রিসার্চের গবেষকগণের মতে, মেরিনেট করার ফলে মাংসের উপরে যে লেয়ার তৈরি হয় তা সরাসরি আগুনের তাপে মাংস রান্না হতে বাঁধা দেয় এবং ক্ষতিকর কেমিক্যাল উতন্ন হতে পারে না। তাই রান্নার আগে অবশ্যই মাংস মেরিনেট করে নিন।

(২) ফলমূল ফ্রিজে রাখবেন না

একটি গবেষণায় দেখা যায়, ফলমূল স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রাখলে তার পুষ্টিগুণ অটুট থাকে এবং ক্যান্সার কোষ গঠনে বাঁধা দানের ক্ষমতা সম্পন্ন নিউট্রিয়েন্টের পরিমাণ বেশী থাকে। যেমন টমেটো ও মরিচ যদি বাইরে রেখে দেন ফ্রিজে রাখার পরিবর্তে তাহলে এতে দ্বিগুণ পরিমাণে ব্যাক্টেকারোটেন এবং ২০ গুন বেশী পরিমাণে লাইকোপেন থাকে যা ক্যান্সারের কোষ গঠনে বাঁধা দানে বিশেষ কার্যকরী।

(৩) একটানা বসে থাকবেন না

জার্মানির রিজেন্সবার্গ ইউনিভার্সিটির গবেষকগণ সম্প্রতি তাদের গবেষণায় এই ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছেন যে, যারা একটানা অনেক্ষন বসে থাকেন তাদের ক্যান্সারে আক্রান্তের সম্ভাবনা প্রতি ২ ঘন্টায় প্রায় ১০ শতাংশ বেড়ে যায়। গবেষকদের মতে আধাঘন্টা পরপরই উঠে কিছুক্ষন হাঁটাহাঁটি করে নেয়া ভালো। যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে অবশ্যই প্রতি ২ ঘন্টায় একটু বড় ধরণের ব্রেক নেয়া জরুরী।

(৪) বাড়তি লবন খাবেন না

অতিরিক্ত লবন খাওয়ার সাথে ইউকে এর প্রায় ১৪ শতাংশ পাকস্থলীর ক্যান্সার হওয়ার যোগাযোগ দেখা গিয়েছে। প্রতিদিন আমাদের ৬ গ্রামের কম পরিমাণে লবন অর্থাত২.৪ গ্রাম সোডিয়াম খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এর চাইতে বেশী খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

(৫) সবজি মাইক্রোওয়েভে দেবেন না

যদি আপনি স্বাস্থ্যকর খাবারের আশায় তেলে না ভেজে ওভেনে বেক করে সবজি খেতে চান তাহলে তা একেবারেই ভুলে যান। কারণ একটি স্প্যানিশ গবেষণায় দেখা যায়, ওভেনে দেয়ার ফলে ব্রকলির ক্যান্সার প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রায় ৯৭ শতাংশ কমে যায়। একই বিষয় প্রযোজ্য অন্যান্য সবজির ক্ষেত্রেও। যদি স্বাস্থ্যকর খেতে চান তাহলে ওভেনে না দিয়ে সেদ্ধ করে খান।

(৬) সুগন্ধি মোমবাতি জ্বালাবেন না

গবেষকগণের মতে সুগন্ধি কেমিক্যালযুক্ত মোমবাতির কারসিনোজেনিক প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে বদ্ধ ঘরে এই ধরণের কেমিক্যাল সমৃদ্ধ মম পোড়ানোর ধোঁয়া এবং গন্ধ খুবই ক্ষতিকর। ঘরে আলো বাতাস চলাচল হতে দিন এবং সুগন্ধি মোম কেনা বন্ধ করুন।

(৭) একেবারে অন্ধকার ঘরে ঘুমান

বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা যায় আর্টিফিশিয়াল আলোর দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারের কারণে বিশেষ করে রাতের বেলার লাইটের কারণে স্তন ও প্রোস্টেট ক্যান্সারের সম্ভাবনা বেশী বেড়ে যায়। এর কারণ হিসেবে গবেষকগণ আলোতে দেহের হরমোনের উপর প্রভাব পড়াকেই দায়ী করেন যা ঘুমের সময় আমাদের দেহে ঘটে থাকে। তাই আর্টিফিশিয়াল আলো যতো কম ব্যবহার করা যায় ততোই ভালো।

## গলা জ্বালা বা চেঁ য়া ঢেকুর ওঠা থেকে মুক্তি সহজ কিছু উপায় সম্পর্কে

খাবারদাবারে একটু অনিয়ম হলেই আমাদের নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষ করে আমরা যখন কোনো মশলাজাতীয় খাবার খাই তখন গলা জ্বালা, চেঁয়া ঢেকুর, আর তার পরেই মুঠো মুঠো গ্যাস-অম্বলের সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে ওষুধ খাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

তবে চিকিৎসকদের মতে, যখন-তখন ঘন ঘন গ্যাস-অম্বলের ওষুধ খাওয়া শরীরের জন্য একেবারেই ভালো নয়। ওষুধ ছাড়া এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে প্রতিদিনের রুটিনে কিছু বদল আনাই যথেষ্ট। এই সামান্য কিছু অদলবদল ঘটিয়েই আপনি কব্জায় রাখতে পারবেন এই গলাজ্বালা, চেঁয়া ঢেকুরের মতো অসুখ। চলুন তবে জেনে নেয়া যাক সেই উপায়গুলো-

* শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী জল খান। * কোনো ধরনের খাবারে অ্যালার্জি থাকলে তা এড়িয়ে চলুন। বেশি রাতে দুধ বা ফল খাবেন না।

* প্যাকেটজাত ফলের রস, ঠাণ্ডা পানীয়, সোডা এড়িয়ে কাঁচা ফল, ডাবের জল ইত্যাদি যোগ করুন ডায়েটে।* ভালো করে চিবিয়ে খাবার খান। তাড়াহুড়োয় ভালো করে না চিবানোর ফলে ভালো করে হজম হয় না খাবার। এতে অম্বলের প্রবণতা বাড়ে। * সকালে উঠে খালি পেটে গ্যাসের ওষুধ না খেয়ে গরম জলে লেবুর রস মিশিয়ে খান। এতে শরীরের টক্সিন বেরিয়ে শরীর সুস্থ থাকবে। খাওয়াদাওয়ার আধা ঘণ্টা বাদে বাদেও এই জল খেতে পারেন। * গলা জ্বালা বা চেঁয়া ঢেকুরের উপদ্রব ঠেকাতে খাবার থেকে আজই বাদ দিন চিনি। পারলে গুড় বা গুড়ের বাতাসা দিন তার পরিবর্তে। নারকেলের চিনি ব্যবহার করতে পারলেও ভালো।

* যতটা লবণ এখন খান, তার চেয়ে ২ গ্রাম মতো কমিয়ে দিন রোজের খাবার থেকে। কেবল তেল-মশলাই নয়, অতিরিক্ত লবণ গ্যাস-অম্বলের জন্য দায়ী।* অসময়ে চা-কফি অনেক ক্ষেত্রে অম্বল ডেকে আনে। বিশেষ করে বয়স বাড়লে যখন তখন চা-কফি খাবেন না। অনেক সময় দুধ চা থেকে অনেকের সমস্যা দেখা দেয়। তেমন হলে লিকার চা খাওয়া অভ্যাস করুন।* খিদে পেলে অনেকটা খেয়ে ফেলা আমাদের স্বভাব। খিদে পেলে বা নিমন্ত্রণ বাড়িতে খেতে বসার আগে এক গ্লাস জল খেয়ে নিন। এতে পেটে অনেকটা জায়গা কমে যায়, ফলে অনেক খাবার খেয়ে ফেলার প্রবণতা কমে।

## সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে হাঁফিয়ে যাচ্ছেন কোলেস্টেরল মাত্রা কমান অবশ্যই

বাইরে থেকে দেখে মনে হয় পুরোপুরি সুস্থ। অথচ জোরে হাঁটাহাঁটি বা সিঁড়ি ভাঙলে হাঁফিয়ে উঠছেন। অবশ্য তা তো কমবেশি সবারই হয়, এমন ভেবেই নিশ্চিন্ত থাকেন অনেকে। কিন্তু বুঝতে পারেন না এই লক্ষণ রক্তে অধিক কোলেস্টেরলের জানান দেয়। এতে ধমণীর কার্যক্ষমতা কমে আসে। কিডনির সমস্যা হতে পারে।

হতে পারে হার্ট এ্যাটাক।

উচ্চ রক্তচাপ, ওবেসিটি তো বটেই, কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি হলে হার্টে বাসা বাঁধতে পারে বিভিন্ন অসুখ। তাই খারাপ কোলেস্টেরলকে অবহেলা করলে তার ফলও খুব একটা সুখকর হয় না।

হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, খাবারের মাধ্যমে মাত্রাতিরিক্ত কোলেস্টেরল শরীরে গেলেই বিপদ। বেশি করে শর্করা খাদ্যগ্রহণ করলে তা পরিবর্তিত হয়ে ফ্যাটে পরিণত হয়। তখন দেহকোষগুলি তখন বেশি পরিমাণে কোলেস্টেরল তৈরি করে। এই জারিত কোলেস্টেরলের একটা বড় অংশ ধমনীর প্রাচীরে জমা হয় ও রক্তের প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে থাকে।

খারাপ কোলেস্টেরল নিয়ে প্রথম থেকে সচেতন না হলে ভবিষ্যতে বিভিন্ন জটিল অসুখের শিকার হতে পারেন। তবে এই লাইফস্টাইল ডিজিজ নিয়ন্ত্রণও করা যায় রুটিনের কিছুটা অদলবদল ঘটিয়ে। সারা দিনের কাজে কিছু জরুরি পদক্ষেপ করা, কিছু ভুল বাদ দেওয়া এই সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সেরা উপায়।

একজন সুস্থ সবল মানুষের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা হওয়া উচিত প্রতি ডেসিলিটারে ১৬০ মিলিগ্রামেরও কম।

কোলেস্টেরলের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে খাদ্য তালিকায় যুক্ত করুন, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট ও ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার। শাক-সবজি, তরিতরকারি, ফল, তার সঙ্গে অত্যাবশ্যক ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার।

কান থেকে কোনো খাবারের প্যাকেট কেনাকাটার আগে সতর্ক হোন। পুষ্টিগুণ দেখে নিন। কতটা ফ্যাট শুধু তা দেখলেই হবে না, কতটা ট্রান্স ফ্যাট তা-ও দেখতে হবে। ট্রান্স ফ্যাট থেকেও শরীরে জমে কোলেস্টেরল।

ওজন অনুপাতে আপনার শরীরের কতটা জল প্রয়োজন তা জেনে নিন কোনো পুষ্টিবিদের কাছ থেকে। তার পর নিয়ম মেনে সেই পরিমাণ জল প্রতিদিন খান। আজ কম খেয়ে কাল পুষিয়ে দেব, এই ধারণা একেবারে ভুল। শরীরের টক্সিন সরাতে জলের বিকল্প নেই।

শরীরের ট্রাইগ্লিসারাইডকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে ও খারাপ কোলেস্টেরলকে মোকাবিলা করতে পারে একমুঠো বাদাম।

আমন্ড, বালিতে ভাজা বাদাম মিশিয়ে ২৫ গ্রাম ওজনের মতো নিন। বাদাম শরীরে ভালো কোলেস্টেরলকে বাড়ায়।

শরীরচর্চা বাদ দেবেন না। জিম বা ব্যায়ামের সময় পেলে তো খুবই ভালো, সেটা না পেলেও অন্তত প্রতিদিন ৩০-৪০ মিনিট একটানা জোরে হাঁটুন। এতে ওবেসিটি কমার সঙ্গে সঙ্গে কোলেস্টেরল কমে হার্টকে ভালো থাকবে।

## সারাদিন আনন্দে থাকতে চান জীবন থেকে বাদ দিন চিনি

মিষ্টি ছাড়া জীবনের স্বাদটাই অনেকের কাছে ফিকে। চিনি বাদ দিয়ে বেঁচে থাকাটাই অনেকের কাছে কার্যত অসম্ভব। তাই চিনি শরীরের ক্ষতি করে জেনেও জীবন থেকে এটিকে বাদ দিয়ে উঠতে পারেন না অনেকেই। মিষ্টি খাবারের প্রতি একটা আলাদাই টান মানুষের।

বিশেষ করে বাঙালী মিষ্টি ছাড়া কিছু ভাবতেই পারে না। কিন্তু একটু কষ্ট করে যদি একটা মাস চিনির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে পারেন ফলাফলটা নিজের চোখেই ধরা পড়বে। চিনি বিহীন জীবন শরীরের কর্মক্ষমতা বাড়ায় এবং সেই সঙ্গেই একাধিক রোগের ঝুঁকি কমায়। একাধিক গবেষণায় তা প্রমানিত। আসুন দেখে নেওয়া যাক চিনিকে জীবন পাত থেকে বাদ দিলে কী-কী উপকার মিলবে

ওজন কমে: চিনিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালোরি রয়েছে যা ওজন বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। যদি আপনি অনেক কসরত করেও ওজন কমাতে না পারেন তবে একটা মাস চিনি খাওয়া বন্ধ করে দেখুন উপকার পাবেন।

কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়: একাধিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে চিনিকে জীবন থেকে বাদ দিলে মানুষেক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এতে শরীরে এনার্জির ঘাটতি অনেকাংশে দূর হয়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে: ডায়াবেটিকদের কাছে চিনি বিষের সমান। আর যাঁদের পরিবারে ডায়াবেটিসের ইতিহাস রয়েছে তাঁদের প্রথম থেকেই চিনি খাওয়ায় রাশ টানা উচিত। ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়: চিনি খেলে রক্তে শর্কারার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যার ফলে 'গ্লাইকেশন' নামক এক ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে শুরু করে যার প্রভাবে ত্বকে বলিরেখা ফুটে উঠতে থাকে। শুধু তাই নয় এর ফলে ত্বকের জেল্লা ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। তাই ত্বকের সৌন্দর্য ধরে রাখতে ডায়েট থেকে চিনিকে বাদ দিন।

মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ে: একাধিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, চিনি খাওয়ার ফলে মস্তিষ্কের কগনিটিভ ফাংশন ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। সেই সঙ্গেই স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়। এই ধরনের সমস্যা এড়াতে চিনিকে বর্জন করুন।

হৃদরোগের ঝুঁকি কমে: সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যাঁরা অধিক পরিমাণে চিনি খান তাঁদের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। তাই হার্টকে সুরক্ষিত রাখতে চিনি খাওয়ায় লাগাম টানুন।

মন আনন্দে ভরে ওঠে: বিশেষজ্ঞদের মতে অত্যধিক চিনি খাওয়া শুরু করলে অ্যাংজাইটি লেভেল ক্রমে বাড়তে শুরু করে। শুধু তাই নয় চিনি খেলে এমন কিছু হরমোনের ক্ষরণ শুরু হয় যা মন খারাপ, মানসিক অবসাদের মতো একাধিক সমস্যাকে ডেকে আনে। জীবন থেকে চিনিকে বাদ দিলে মন-মেজাজ অনেকটাই ভাল থাকে এমনটাই জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিতা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

## রাতে গলা শুকিয়ে যাওয়া যেসব কঠিন রোগের লক্ষণ হতে পারে

রাতে ঘুমোনোর সময় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়? যার কারণে ঘুম ভেঙে যায়? অথবা খুব ভোরে জলের পিপাসায় ঘুম ভেঙে যায়? খালি খালি গলা মুখ শুকিয়ে আসে? ঠোঁট শুকিয়ে যায়? রাতের বেলা ঘুমানোর জন্য ছটফট করলেও ঠিকমতো ঘুম আসে না। চোখ বুজলেই গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, মনে হয় যেন সারাদিনে পর্যাপ্ত জল পান করা হয়নি। যদি প্রায়ই এমন হয় তবে হেলাফেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া জরুরি। তবুও প্রাথমিকভাবে জেনে নেয়া দরকার, ঠিক কী কী কারণে এ উপসর্গগুলো দেখা দেয়। চিকিতকরা বলছেন- নিচের রোগগুলোতে ভুগলে রাতে গলা শুকিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে।

হাই প্রেসারের সমস্যা থাকলে রাতে ঘাম হয় এবং গলা শুকিয়ে যায়। এছাড়া সুগারের একটি লক্ষণীয় উপসর্গ হলো গলা শুকিয়ে যাওয়া। অবসাদ যারা অবসাদে ভোগেন, তাদের মধ্যেও রাতে গলা শুকানোর প্রবণতা দেখা যায়। আর নার্ভের রোগীদের মধ্যেও এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। হাঁপানি যাদের হাঁপানির সমস্যা থাকে, তারা নাকের বদলে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নেন। সে কারণে মুখের লালা শুকিয়ে যায় এবং জলের তৃষ্ণা বাড়ে। ফলে রাতে বারবার গলা শুকিয়ে যেতে পারে। হৃদরোগ হৃদরোগে ভোগা রোগীদের গলা শুকানোর সমস্যা দেখা যায়। ধূমপানের কারণে হৃদরোগ হতে পারে। ফলে রাতে গলা শুকিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রেহাই পেতে গেলে ধূমপান বন্ধ করা জরুরি। এছাড়া চা কিংবা কফি পান করলে গলা শুকানো উপশম হবে। সর্দির কারণে নাক বন্ধ থাকলে গরম জলের ভাপ নিন। বেশি করে উষ্ণ গরম জল পান করুন।

## নির্দিষ্ট কিছু রোগীদের ক্ষেত্রে পেয়ারা হতে পারে শারীরিক ঝুঁকির কারণ

পেয়ারা খুবই সুস্বাদু একটি ফল। স্বাদের জন্য ছাড়াও আমাদের পেয়ারা খাওয়া উচিত। কারণ এর রয়েছে হাজারো পুষ্টিগুণ। এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। কারণ পেয়ারায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন রোগ নিরাময়েও সাহায্য করে উপকারী এই ফলটি।

গবেষণায় দেখা গেছে, পেয়ারা পাতার নির্যাস গ্রহণ করলে হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য, হজম এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করতে পারে।

তবে উপকারী হলেও এ ফল কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই ফলের মধ্যে কিছু যৌগ আছে, যা সবার জন্য ভালো নয়। বিশেষ করে যারা নির্দিষ্ট কিছু স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, পেয়ারা শরীরের জন্য ভালো, তবে যখন অতিরিক্ত মাত্রায় খাওয়া হয়; তখন তা ক্ষতিকারক হয়ে যায়। পেয়ারায় প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে। যা হজমে সমস্যা হতে পারে। তাই পেয়ারা বেশি পরিমাণে খেলে, জল গ্রহণের পরিমাণও বাড়িয়ে নিন।

এছাড়া নির্দিষ্ট কিছু রোগীদের ক্ষেত্রে পেয়ারা হতে পারে শারীরিক ঝুঁকির কারণ। চলুন তবে জেনে নেয়া যাক কাদের পেয়ারা খাওয়া উচিত নয়-

* পেয়ারা পাতার নির্যাস গ্রহণের ফলে রক্তাল্পতা, মাথাব্যথা এবং কিডনির সমস্যা তৈরি করতে পারে।

* অনেকে পাকা পেয়ারা বেশি সুস্বাদু মনে করেন, তবে পাকা পেয়ারা খাওয়ার ফলে দাঁত ব্যথা বা দাঁতের বিভিন্ন রোগ হতে পারে।

* পেয়ারা অতিরিক্ত খেলে পেটের রোগও হতে পারে। এটি শরীরের পাঁচটি সিস্টেমেই খারাপ প্রভাব ফেলে এবং হজম শক্তি দুর্বল হতে শুরু করে।

* গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারী নারীদের পেয়ারা বেশি খাওয়া উচিত নয়। এর অতিরিক্তগ্রহণের ফলে ফাইবার বাড়ে। যা হজমে সমস্যা সৃষ্টি করে।

* অতিরিক্ত পরিমাণে পেয়ারা পেট ফাঁপা হতে পারে। আসলে এই ফলের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে চিনি থাকে, যা ফ্রুক্টোজ হিসেবে পরিচিত। ফ্রুকটোজ হজম ও শোষণ করতে সমস্যা হয়। এর ফলে পেটে ফোলাভাব এবং গ্যাস হতে পারে।

* পেয়ারা পাতার নির্যাস গ্রহণের ফলে একজিমা হতে পারে। এই পাতা ত্বকের জ্বালাভাব সৃষ্টি করে। যদি আপনার একজিমা গুরুতর অবস্থায় থাকেন, তবে সাবধানতার সঙ্গে পেয়ারা পাতার নির্যাস ব্যবহার করুন।

* যারা প্রায়শই সর্দি এবং কাশির সমস্যায় ভুগে থাকেন, তাদের পেয়ারা এড়ানো উচিত। পেয়ারা খুব ঠাণ্ডা। এটি অত্যাধিক গ্রহণের কারণে সর্দি-কাশির সমস্যা আরো বাড়তে পারে।

গ্লগ্ন আপনি যদি পেটের কোনো সমস্যায় ভুগে থাকেন, তাহলে পেয়ারা এড়িয়ে চলুন। এর মধ্যে পটাসিয়াম এবং ফাইবার থাকে। তাই ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করার আগে একজন চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন।

## দুশ্চিন্তা করছেন, তাহলে অবশ্যই জেনেনিন এর ফল কি হতে পারে আপনার

এখনকার জীবনযাত্রায় অনেক চাপ। এই চাপে পিষে দেখা দেয় দুশ্চিন্তা, উতণ্ঠা। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চাইলে নিয়মিত ব্যায়াম, প্রাণায়াম করা যেতে পারে। একটা সময় পর্যন্ত ভাবা হতো যে দুশ্চিন্তা, উতণ্ঠা বা অবসাদ শুধু বড়দের মনেই বাস করে। তবে বাস্তব কিন্তু একেবারে আলাদা। আসলে এখন অনেক কম বয়সেও দেখা দিতে পারে সমস্যা।

এমনকী ছোটরাও অবসাদে ভুগছে, এমন উদাহরণ রয়েছে অনেক। তাই সব বয়সের মানুষকেই এই রোগ নিয়ে থাকতে হবে সতর্ক। বিশেষজ্ঞদের দাবি, এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি মানুষকেই হতে হবে সতর্ক। সেক্ষেত্রে কেন এখন বাড়ছে দুশ্চিন্তা, অবসাদের সমস্যা তা অবশ্যই জেনে নিতে হবে। তবেই সমস্যাকে দ্রুত চিহ্নিত করা সহজ হবে।

দুশ্চিন্তা কী? চিন্তা হওয়া খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয়। চিন্তা প্রতিটি মানুষেরই হয়। আর বিশ্বের যত সমস্যার সমাধান, তা এই চিন্তার মাধ্যমেই হয়েছে। কিন্তু সেই চিন্তা যখন নিয়মিত দুশ্চিন্তায় পরিবর্তন হয়, তখন প্রতিটি মানুষকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। আসলে জীবনে কোনও অনিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনের কারণে মানুষ স্ট্রেসের শিকার হন। তাই প্রতিটি মানুষকে অবশ্যই স্ট্রেস নিয়ে হতে হবে সতর্ক। এর থেকে হতে পারে অবসাদও। কী ভাবে বুঝবেন আপনি ভুগছেন দুশ্চিন্তায়? দুশ্চিন্তা সবসময় দেখা দিলে নেতিবাচক চিন্তা মাথায় গ্রাস করে। পাশাপাশি কাজ করতেও ভালো লাগে না। এছাড়াও মানসিক ও শরীরিক নানা পরিবর্তন দেখা দিয়ে থাকে। যেমন- গ্ল শরীরে ব্যথা বুকে ব্যথা। মনে হতে পারে যে হৃতিণ্ড অত্যন্ত দ্রুত দৌড়াচ্ছে। সারাদিন ক্লান্তি গ্রাস করে থাকে, এমনকী ঠিক মতো ঘুম হয় না মাথা ব্যথা, চোখে ঝাপসা দেখা, ঝাঁপুনি দেখা দিতে পারে। প্রেশার বেশি থাকতে পারে পেশি শক্ত হয়ে যায়। ইমিউনিটি দুর্বল থাকা ইত্যাদি।

কাদের সমস্যার আশঙ্কা বেশি?

আসলে কোনও মানুষের জীবনে দেখা দিতেই পারে দুশ্চিন্তা। তবে সেই দুশ্চিন্তা যদি ব্যক্তি জীবনে আঘাত আনলে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। এমনকী অহেতুক উতণ্ঠা থেকে হতে পারে অবসাদ। এক্ষেত্রে এই মানুষগুলোর মধ্যে দুশ্চিন্তা বা উতণ্ঠার সমস্যা দেখা যায় বেশি- বেশি মদ্য পান ইন্টারনেট বেশি ব্যবহার সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি সময় কাটানো পরিবার, অফিস বা সম্পর্কে সমস্যা অতিরিক্ত ধূমপান বা মাদকে আসক্তি এক্সারসাইজ না করার অভ্যাস ইত্যাদি। ছবি সৌজন্যে: পিক্সেলস দুশ্চিন্তা দূর করতে যা করবেন দুশ্চিন্তার সমস্যা যদি সাময়িক হয় তবে এই কয়েকটি উপায়েই দ্রুত সমস্যা কমানো সম্ভব।

সোমবার অল ইন্ডিয়া ইউথ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজিত হয়।

# উন্নাও ধর্ষণ মামলা: কুলদীপ সেঙ্গারের জামিন আবেদন শুনতে অস্বীকার সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : উন্নাও ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গারের জামিন সংক্রান্ত আবেদন শুনতে অস্বীকার করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার শীর্ষ আদালত সেঙ্গারের সেই আবেদন দিল্লি হাই কোর্টে ফেরত পাঠিয়ে 'আউট-অব-টার্ন' ভিত্তিতে দ্রুত শুনানির নির্দেশ দিয়েছে।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি এন ভি অঞ্জারিয়ার বেঞ্চ দিল্লি হাই কোর্টকে অনুরোধ করেছে, তিন মাসের মধ্যে, সম্ভব হলে তার আগেই, মামলার নিষ্পত্তি করতে।

উন্নাও ধর্ষণ মামলায় নির্যাতিতার বাবার হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে ১০ বছরের সাজা পাওয়ার বিরুদ্ধে সেঙ্গার আপিল করেছিলেন। সেই মামলায় সাজা স্থগিত করতে হাই কোর্ট ১৯ জানুয়ারি আবেদন খারিজ করায়, সেই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করেই তিনি সুপ্রিম কোর্টে যান।

সেঙ্গারের পক্ষে সিনিয়র আইনজীবী সিদ্ধার্থ দাভে আদালতে জানান, তাঁর মক্কেল ইতিমধ্যেই ১০ বছরের সাজার মধ্যে ৭ বছর ৭ মাস কারাবাস ভোগ করেছেন। তবে সিবিআই-এর পক্ষে সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা আদালতকে জানান, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার মূল আপিলটি ১১ ফেব্রুয়ারি শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত রয়েছে। তিনি প্রস্তাব দেন, বিষয়টি 'আউট-অব-টার্ন' ভিত্তিতে দ্রুত শুনানি করা যেতে পারে।

অন্যদিকে, নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষে আইনজীবী মাহমুদ প্রচা জানান, তাঁরা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারার বদলে ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করার জন্য পৃথক আপিল দায়ের করেছেন, যাতে সেঙ্গারের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। লাইভল-এর প্রতিবেদনে এই তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

সেঙ্গারের আইনজীবী যুক্তি দেন, আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন সাজা স্থগিত করা সাধারণ প্রক্রিয়া। তবে বিচারপতি বাগচী প্রশ্ন তোলেন, আপনি যখন অন্য একটি মামলায় যাবজ্জীবন সাজা ভোগ করছেন, তখন কি সেটি সাজা স্থগিতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য নয়?

আদালতের আদেশে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত ইতিমধ্যেই যে সময় কারাবাস করেছেন, তা বিবেচনায় নিয়ে হাই কোর্টকে অনুরোধ করা হচ্ছে দ্রুত, তবে তিন মাসের মধ্যে শুনানি শেষ করতে। পাশাপাশি, অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে দায়ের করা কোনও আপিল থাকলে, সেগুলিও একসঙ্গে শুনানির জন্য হাই কোর্টে আবেদন করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট আরও জানায়, এক সপ্তাহের মধ্যে বিষয়টি প্রথমে গ্রহণ করা উচিত এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সব আপিল একসঙ্গে শুনে নিষ্পত্তি করা ন্যায়বিচারের স্বার্থে উপযুক্ত হবে।

# নির্ধারিত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মোট অনাদায়ী ঋণ ঐতিহাসিক নিম্নস্তরে, সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ নেমে ২.১৫ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : নির্ধারিত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির দেশীয় কার্যক্রমে মোট অনাদায়ী ঋণের হার ঐতিহাসিকভাবে সর্বনিম্ন স্তরে নেমে এসেছে। সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর শেষে (প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী) মোট অনাদায়ী ঋণের অনুপাত দাঁড়িয়েছে ২.১৫ শতাংশে, যা ২০১০---১১ অর্থবর্ষের স্তরের থেকেও কম। অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে, গত আটটি আর্থিক বছরে ধারাবাহিকভাবে কমেছে মোট অনাদায়ী ঋণের অনুপাত। ২০১৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অ্যাসেট কোয়ালিটি রিভিউ শুরু করার পর কেন্দ্র সরকার '৪আর' কৌশল গ্রহণ করে স্বচ্ছভাবে এনপিএ স্বীকৃতি, কার্যকর আইন ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ঋণের সমাধান ও পুনরুদ্ধার, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির পুঁজিবৃদ্ধি এবং ব্যাঙ্কিং ও আর্থিক ব্যবস্থায় সংস্কার। এই উদ্যোগগুলির ফলেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে এনপিএ-র পরিমাণে উল্লেখযোগ্য হ্রাস সম্ভব হয়েছে। আরবিআই জানিয়েছে, মাসিক ভিত্তিতে গ্রস এনপিএ-র তথ্য সংগ্রহ করা হয় না। তবে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত পাওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মোট অনাদায়ী ঋণ ২.১৫, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ২.৫০, বেসরকারি ব্যাঙ্ক ১.৭৩ এবং বিদেশি ব্যাঙ্ক ০.৮০।

আরবিআইয়ের তথ্য অনুযায়ী, মার্চ ২০১৮-এর পর থেকে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাঙ্কের তুলনায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে গ্রস এনপিএ অনুপাতে হ্রাসের হার বেশি। মোট অনাদায়ী ঋণের হার কমে যাওয়ায় ব্যাঙ্কগুলির প্রভিশনিংয়ের চাপও কমেছে, যার ফলে মুনাফা বেড়েছে এবং ব্যবসায়িক বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। একই সঙ্গে এটি ইঙ্গিত দেয় যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির সম্পদের গুণমান ও ঋণ অনুমোদনের প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী হয়েছে, যা সুদৃঢ় ব্যালান্স শিট ও ধারাবাহিক লাভজনকতার দ্বারা সমর্থিত।

সরকার ও আরবিআইয়ের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে এনপিএ-তে নতুন সংযোজনের হার বা স্লিপেজ রেশিওতেও ধারাবাহিক উন্নতি দেখা গেছে। সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির স্লিপেজ রেশিও কমে দাঁড়িয়েছে ০.৮ শতাংশে, যেখানে বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে তা ছিল ১.৮ শতাংশ।

এনপিএ প্রতিরোধ, হ্রাস ও পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার ও আরবিআই একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক সংস্কার কর্মসূচির আওতায় স্বয়ংক্রিয় 'আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম' (ক্ষচ্ছ) চালু, যেখানে প্রায় ৮০টি সতর্কতামূলক সূচক ও তৃতীয় পক্ষের তথ্য ব্যবহার করা হয়। 'ডেবটর ইন পজেশন' থেকে 'ক্রেডিটর ইন কন্টোল' ব্যবস্থায় রূপান্তর, যা দেউলিয়া ও দেউলিয়াত্ব আইন, ২০১৬-এর মাধ্যমে ঋণ সংস্কৃতিতে মৌলিক পরিবর্তন এনেছে। মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত প্রায় ৩০,০০০ আবেদন, যার অন্তর্নিহিত ঋণ খেলাপির পরিমাণ ১৩.৭৮ লক্ষ কোটি টাকা, প্রাক-গ্রহণ পর্যায়েই নিষ্পত্তি হয়েছে। সারফেসি আইন ও ঋণ পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত আইন সংশোধন করে আরসিএ-র তদারকি, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রিতে জামানত নথিভুক্তকরণ বাধ্যতামূলক, অতিরিক্ত ডিআরটি গঠন ও নিরাপত্তা রসিদে বিনিয়োগের সুযোগ। ডিআরটি-র আর্থিক এখতিয়ার ১০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করা। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে বিশেষ স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শাখা ও 'ফিট-অন-স্ট্রিট' মডেলের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার জোরদার। ৭ জুন ২০১৯-এ জারি করা আরবিআইয়ের প্রুডেনশিয়াল ফ্রেমওয়ার্ক, যা সমস্যাগ্রস্ত সম্পদের দ্রুত চিহ্নিতকরণ ও সময়সীমাবদ্ধ সমাধানে সহায়তা করে। এই সমস্ত তথ্য আজ লোকসভায় একটি লিখিত প্রশ্নের উত্তরে অর্থ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী জানান।

# সাইবার প্রতারণা মোকাবিলায় জাতীয় সম্মেলনে অংশ নেবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : সাইবার অপরাধ ও সাইবার-সক্ষম প্রতারণা মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগের অংশ হিসেবে মঙ্গলবার রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জাতীয় সম্মেলন সাইবার-সক্ষম জালিয়াতি মোকাবেলা এবং এর ইকোসিস্টেমকে ভেঙে ফেলা। এই সম্মেলনে মূল ভাষণ দেবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ। এই উপলক্ষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিবিআই আধিকারিকদের জন্য একটি অলংকরণ অনুষ্ঠানেও সভাপতিত্ব করবেন। পাশাপাশি তিনি সিবিআই-এর নতুন সাইবার অপরাধ শাখার উদ্বোধন করবেন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন ভারতীয় সাইবার অপরাধ সমন্বয় কেন্দ্র (আই৪সি)-এর এস৪সি ড্যাশবোর্ড চালু করবেন। ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি এই দু'দিন ধরে নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে সম্মেলনটির আয়োজন করা হয়েছে। সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন এবং ভারতীয় সাইবার অপরাধ সমন্বয় কেন্দ্র, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে সিবিআই সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত তদন্তের সঙ্গে যুক্ত। ২০২২ সালে সাইবারক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন গঠনের মাধ্যমে সংস্থাটি তার সক্ষমতা আরও বাড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও তার দফতরগুলিকে প্রভাবিত করা সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত তদন্তে সিবিআই নোডাল সংস্থা হিসেবে কাজ করছে, যার মধ্যে সাইবার-নির্ভর অপরাধ ও সাইবার-সক্ষম আর্থিক প্রতারণা দু'টিই অন্তর্ভুক্ত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতের দ্রুত ডিজিটাল রূপান্তরের ফলে ব্যাংকিং, শাসনব্যবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। তবে একই সঙ্গে এই ডিজিটাল পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে সংগঠিত সাইবার অপরাধী চক্র নতুন ধরনের প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটেই সম্মেলনটির গুরুত্ব আরও বেড়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই সম্মেলনের প্রধান লক্ষ্যগুলির মধ্যে রয়েছে, ভারতে সাইবার-সক্ষম প্রতারণার ব্যাপ্তি, প্রবণতা ও পরিবর্তিত চরিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরি করা, সাইবার প্রতারণার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ বিশ্লেষণ করা, আর্থিক স্তম্ভ, টেলিকম স্তম্ভ (সিম/ই-সিম ও ডিজিটাল পরিকাঠামোর অপব্যবহার), মানবিক স্তম্ভ (সাইবার দাসত্ব ও প্রতারণা চক্রে মানব পাচার), আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ব্যাংক, টেলিকম সংস্থা, নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান ও প্রযুক্তি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা, সীমিত জনবলের মধ্যেও তদন্তের পরিসর বাড়াতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (ঙ্জ) ও ডেটা অ্যানালিটিক্সের ব্যবহার এবং দ্রুত প্রতারণা রিপোর্টিং, রিয়েল-টাইমে অর্থের গতিপথ চিহ্নিতকরণ, প্রমাণ সংরক্ষণ এবং ভুক্তভোগীদের সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি। এই সম্মেলনে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, টেলিকম দফতর, আর্থিক পরিষেবা দফতর, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক ও নাবার্ড, ফিনটেক সংস্থা, পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী, সোশ্যাল মিডিয়া ও ক্লাউড পরিষেবা সংস্থা, সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ এবং আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। আয়োজকদের মতে, এই বহুপাক্ষিক অংশগ্রহণ সাইবার অপরাধ মোকাবিলায় একটি হোল-অফ-ইকোসিস্টেম বা সমগ্র ব্যবস্থাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরবে। সম্মেলনের মাধ্যমে নাগরিক সুরক্ষা জোরদার করা, অপরাধী চক্র ভেঙে দেওয়া এবং ভারতের ডিজিটাল ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা আরও সুদৃঢ় করাই মূল লক্ষ্য।

# সবরিমালা স্বর্ণকাণ্ডে নতুন করে স্বর্ণ পরীক্ষা ও ভিজিল্যান্স তদন্তের নির্দেশ কেরালা হাইকোর্টের

কোচি, ৯ ফেব্রুয়ারি : সবরিমালা মন্দিরে স্বর্ণ চুরির দীর্ঘদিনের মামলায় তদন্তের পরিধি আরও বাড়াল কেরালা হাইকোর্ট। সোমবার আদালত সবরিমালার স্বর্ণে মোড়ানো প্লেটগুলির নতুন করে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এবং মন্দিরের ধ্বজস্তম্ভ (কোডিমারম) পুনর্নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ ভিজিল্যান্স তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি)-এর আবেদনের ভিত্তিতে আদালত নির্দেশ দেয়, স্বর্ণে মোড়ানো প্লেট থেকে নতুন নমুনা সংগ্রহ করে মুম্বইয়ের ভাভা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারে (বিএআরসি) পাঠাতে হবে বিস্তারিত পরীক্ষার জন্য। এর আগে বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার (ভিএসএসসি) নমুনা পরীক্ষা করেছিল। সেই রিপোর্ট কল্লাম ভিজিল্যান্স আদালতে জমা পড়ে এবং পরে হাইকোর্টে পর্যালোচিত হলেও, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর মেলেনি বলে আদালত মন্তব্য করে।

আদালতের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, ভিএসএসসি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় নতুন করে পরীক্ষা জরুরি হয়ে পড়েছে। এই পুনঃ পরীক্ষার মাধ্যমে প্লেটগুলিতে কোনও রকম পরিবর্তন আনা হয়েছিল কি না এবং প্রকৃত স্বর্ণের পরিমাণ কত, তা নির্ধারণ করা হবে। যা তদন্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

হাইকোর্ট জানিয়েছে, এই নির্দেশ অন্তর্বর্তীকালীন। আগামী সপ্তাহে মাসিক পূজা উপলক্ষে মন্দির পুনরায় খোলার পরেই এসআইটি নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু করবে। একই সঙ্গে আদালত ২০১৭ সালে সাবরিমালার ধ্বজস্তম্ভ পুনর্নির্মাণের বিষয়ে দ্রুত ভিজিল্যান্স তদন্তের নির্দেশ দেয়। ওই সময় ইউডিএফ পরিচালিত দেবস্বম বোর্ডের আমলে এই কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। তখন বোর্ডের সভাপতি ছিলেন প্রয়াত প্রয়ার গোপালকৃষ্ণন, প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক। বোর্ডের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন কংগ্রেস নেতা অজয় থারায়িল এবং সিপিআই(এম) নেতা রাঘবন।

আদালত উল্লেখ করেছে, প্রকল্পটির জন্য অনুদান হিসেবে কত স্বর্ণ গ্রহণ করা হয়েছিল, তা নিয়ে এখনও অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। বিষয়টি স্পষ্ট করা জরুরি বলেও জানানো হয়েছে। প্রয়োজনে এই বিষয়টিকে পৃথক মামলায় নথিভুক্ত করার সম্ভাবনাও খোলা রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ধ্বজস্তম্ভ প্রতিস্থাপনের বিষয়টি আগেই এসআইটি-এর তদন্তের আওতায় ছিল। পুরনো ধ্বজস্তম্ভের সঙ্গে যুক্ত একটি আনুষ্ঠানিক বাহন (ভাজি বাহনম) মন্দিরের তন্ত্রীর বাসভবনে পাওয়া যাওয়ার পর মামলাটি নতুন করে গতি পায়। পরে সেটি আদালতে পেশ করা হয়। ধ্বজস্তম্ভ প্রতিস্থাপনের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। হাইকোর্ট আগে নির্দেশ দিয়েছিল, ১৯৯৮ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি চারটি পৃথক পর্যায়ে তদন্ত করতে হবে। যদিও ২০১৭ সালে পুরনো ধ্বজস্তম্ভ খুলে নতুনটি বসানো হয়, তবু সেখান থেকে অপসারিত আনুষ্ঠানিক বাহনটি তন্ত্রী কন্দরার রাজীবরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। পরে স্বর্ণ চুরির বিতর্ক সামনে আসার পর তিনি সেটি ফিরিয়ে দিতে আগ্রহ প্রকাশ করলেও, তৎকালীন বোর্ড তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বলে জানা যায়। মামলাটি আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি ফের শুনানির জন্য উঠবে। একাধিক দিক থেকে তদন্ত জোরদার হওয়ায় সবরিমালা স্বর্ণকাণ্ডে নতুন মোড়ের ইঙ্গিত মিলছে।

# জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বড় উদ্যোগ: ১০ রাজ্য ও ২ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিএমসিগুলিকে ৪৫.০৫ লক্ষ টাকা বিতরণ এনবিএ-র

নয়াদিল্লি : দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জৈব সম্পদের ব্যবহারে ন্যায্য ও সমবণ্টিত লাভ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ (ন্যাশনাল বায়োডাইভার্সিটি অথরিটি বা এনবিএ) ১০টি রাজ্য ও ২টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটি (বিএমসি)-গুলির মধ্যে মোট ৪৫.০৫ লক্ষ টাকা বিতরণ করেছে। রাজ্য জীববৈচিত্র্য বোর্ড ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জীববৈচিত্র্য কাউন্সিলের মাধ্যমে এই অর্থ সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, গোয়া, মহারাষ্ট্র, অসম, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চল এবং লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৯০টিরও বেশি বিএমসি উপকৃত হবে। পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশের লাল চন্দন (রেড স্যান্ডার্স) চাষের সঙ্গে যুক্ত ১৫ জন কৃষকও এই সুবিধার আওতায় এসেছেন।

এনবিএ সূত্রে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিএমসিগুলি গ্রামীণ এলাকা, শহুরে স্থানীয় সংস্থা, ম্যানগ্রোভ অঞ্চল এবং শিল্পাঞ্চল সংলগ্ন এলাকাসহ নানা ভৌগোলিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের প্রতিনিধিত্ব করে।

এই লাভ-বণ্টনের অর্থ এসেছে বিভিন্ন জৈব সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহারের মাধ্যমে। এর মধ্যে রয়েছে কিছু নির্দিষ্ট পোকামাকড়, মাটি ও জলে পাওয়া অণুজীব এবং চাষকৃত লাল চন্দন। এসব জৈব সম্পদ ব্যবহার করে নানা ধরনের পণ্য তৈরি হয়েছে, যা বিজ্ঞানভিত্তিক উদ্ভাবন ও বায়ো-ইকোনমিতে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব তুলে ধরে। 'অ্যাকসেস অ্যান্ড বেনিফিট শেয়ারিং' (এবিএস) ব্যবস্থার মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে অর্জিত লাভের একটি অংশ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, যা জীবিকা উন্নয়নের পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে তাঁদের সক্রিয় ভূমিকা নিতে উৎসাহিত করে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এনবিএ স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও ব্যবসা সহজীকরণের লক্ষ্যে বিধিনিষেধ সরলীকরণ করেছে, একই সঙ্গে স্থানীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষার বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্য সরকার, স্থানীয় সংস্থা, গবেষক, শিল্পক্ষেত্র এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমন্বয়ে কাজ করে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও তার টেকসই ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সক্ষমতা গড়ে তুলছে সংস্থাটি। এনবিএ 'পিপলস বায়োডাইভার্সিটি রেজিস্টার' প্রস্তুতিতেও সহায়তা করছে, যেখানে ঐতিহ্যগত জ্ঞান সংরক্ষণ ও তৃণমূল স্তরে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এইসব উদ্যোগের ফলে এখনও পর্যন্ত দেশের মোট এবিএস অর্থপ্রদান ১৪৫ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে (প্রায় ১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন, নাগোয়া প্রোটোকল, জাতীয় জীববৈচিত্র্য লক্ষ্য এবং কুনমিং-মন্টিয়াল গ্লোবাল বায়োডাইভার্সিটি ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়নে এনবিএ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

# পরীক্ষা পে চর্চা ২০২৬-এর দ্বিতীয় পর্বে কোয়েম্বাটুর, রায়পুর, দেবমগরা এবং গুয়াহাটির শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারী : পরীক্ষা পে চর্চা ২০২৬-এর দ্বিতীয় পর্বে কোয়েম্বাটুর, রায়পুর, দেবমগরা এবং গুয়াহাটির শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর অমায়িক আচরণে পড়ুয়ারা মুগ্ধ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরীক্ষা পে চর্চার মাধ্যমে তিনি বেশ কয়েক বছর দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মত বিনিময় করছেন। কোনও শিক্ষার্থী ঠিক কি করতে চায় তা স্থির করে নেওয়া জরুরি। প্রযুক্তি কিংবা আর্থিক বিষয়ে দল বেঁধে কাজ করার পরামর্শ দেন তিনি। স্টার্ট আপ সংস্থা পরিদর্শন এক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা এনে দিতে পারে বলে তিনি মনে করেন। পড়াশোনা এবং ভালো লাগার অন্য ধরনের কাজের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই এবং সামঞ্জস্য বজায় রেখে এগোলে দুটি দিকেই পারদর্শিতা সম্ভব বলে তিনি মনে করিয়ে দেন।

২০৪৭ নাগাদ ভারতকে উন্নত দেশগুলির তালিকায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তরুণ প্রজন্মের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। স্থানীয় পণ্যের প্রসার অর্থাৎ 'ভোকাল ফর লোকাল'-এর মন্ত্রের বাস্তবায়নেও শিক্ষার্থীরা কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে বলে তাঁর মন্তব্য। খাদ্যের অপচয় রোধ করা, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার মতো বিষয়গুলি জাতীয় ও সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে প্রধানমন্ত্রী মনে করেন। উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগ এবং শৃঙ্খলাবোধের পারস্পরিক সম্বন্বয় সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি বলে প্রধানমন্ত্রী বার্তা দিয়েছেন। কৃত্রিম মেধা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি সময় পর্বেই নতুন প্রযুক্তি নিয়ে জনমানসে প্রাথমিকভাবে ভীতির সঞ্চার হয়েছে এবং পরে তা দূরও হয়েছে। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটবে না। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি সহযোগী প্রকৌশল হলেও তা কখনও প্রকৃত শিক্ষার বিকল্প হতে পারে না বলে তিনি মনে করিয়ে দেন। পর্যটনের অভ্যাস একজন শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রধানমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। পরিবেশ সংরক্ষণে আরও উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ দেন পড়ুয়াদের। আগামী প্রজন্ম নেতৃত্বদানের ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে উঠুক — এমনটাই চান প্রধানমন্ত্রী। এই ক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে নির্ভীক মনোভাব এবং অপরের প্রতি সংবেদনশীলতা প্রাথমিক শর্ত বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পরীক্ষার চাপ সামলানোর ক্ষেত্রে পেপার সলভ করা এবং লেখার অভ্যাস বিশেষ জরুরি বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। হাসিখুশি থাকা এবং রাতে ভালো করে ঘুমোনোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। যোগ এবং প্রাণায়ামের উপকারিতাও তিনি তুলে ধরেছেন। একজন শিক্ষার্থীর মানসিক গঠনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা ফের তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের উন্নয়ন জনজাতি গোষ্ঠীর অবদানের উল্লেখ করেন তিনি। খেলাধূলোর ক্ষেত্রে এই গোষ্ঠীভুক্ত ছেলে মেয়েরা দেশকে গর্বিত করছে, বলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী পড়ুয়াদের আত্মবিশ্বাসী হতে বলেছেন এবং এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের উদাহরণ অনুসরণীয় বলে বার্তা দিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সীমাহীন সম্ভাবনা রয়েছে এবং নিজেদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করায় তাঁরা পরিপূর্ণভাবে সক্ষম। পরীক্ষা পে চর্চা কর্মসূচির লক্ষ্য হল, তাদের সেই দক্ষতা এবং সম্ভাবনা কাজে লাগানোর দিশা নির্দেশ। এপ্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী একটি সংস্কৃত সুভাষিতম সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরেছেন, যেখানে বলা আছে, জ্ঞান, যুক্তিবোধ, বিজ্ঞান চেতনা, স্মৃতিশক্তি এবং সক্রিয়তা ও কর্ম তৎপরতায় বলীয়ান মানুষের কাছে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। এক্স মাধ্যমে, বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি এই সংস্কৃত সুভাষিতম টিও তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী।

# মহারাষ্ট্র জেলা পরিষদ নির্বাচনে বিজেপির দাপট, ২০০-র গণ্ডি ছাড়াল, শিব সেনা-এনসিপির মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই

মুম্বই, ৯ ফেব্রুয়ারি : মহারাষ্ট্র জেলা পরিষদ নির্বাচন ২০২৬-এর ভোটগণনায় সোমবার প্রাথমিক প্রবণতায় শক্তিশালী সূচনা করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। রাজ্যের ১২টি জেলা পরিষদ ও ১২৫টি পঞ্চায়েত সমিতিতে সকাল ১০টা থেকে গণনা শুরু হয়। প্রথম দফায় মোট ৭৩১টি আসনের মধ্যে ১২৯টি আসনের ফলের প্রবণতা সামনে আসে। দুপুর নাগাদ পাওয়া প্রবণতা অনুযায়ী, বিজেপি ২০০টির বেশি আসনে এগিয়ে রয়েছে। তাদের পরে রয়েছে শিব সেনা ও জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি)। কংগ্রেস এবং শিব সেনা (ইউবিটি) তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে রয়েছে বলে জানা গেছে। নির্বাচন আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই পরিসংখ্যান সম্পূর্ণরূপে প্রাথমিক এবং গণনা এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে ফলাফলে পরিবর্তন হতে পারে।

জেলাভিত্তিক ফলের প্রবণতায় স্থানীয় রাজনৈতিক সমীকরণের ভিন্ন ভিন্ন ছবি উঠে এসেছে। সাতারায় বিজেপি স্বচ্ছন্দে এগিয়ে রয়েছে। রায়গড়ে শিব সেনা দ্বিঅঙ্কের ব্যবধানে এগিয়ে যায়। কোলহাপুরে কংগ্রেস প্রথম দিকের প্রবণতায় এগিয়ে থাকলেও বিজেপি ও শিব সেনা খুব কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে। সিন্ধুদুর্গে বিজেপির শক্তিশালী ফল লক্ষ্য করা গেছে, যেখানে স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। লাতুরে বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে, যা গ্রামীণ মহারাষ্ট্রে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। রায়গড়ের পাশাপাশি রত্নাগিরিতে শিব সেনা বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে, প্রতিদ্বন্দ্বীদের অনেকটাই পিছনে ফেলে। পুনেতে প্রাথমিক প্রবণতায় এনসিপি এগিয়ে থাকলেও বিজেপি খুব কাছাকাছি রয়েছে।

এদিকে, পুনে পুরসভায় বিজেপির কর্পোরেটর মঞ্জুষা নাগপুরে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। বিরোধী প্রার্থীরা মনোনয়ন প্রত্যাহার করায় এই পথ পরিষ্কার হয়। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আবারও জানানো হয়েছে, ভোটগণনা এখনও চলছে এবং চূড়ান্ত ফল প্রাথমিক প্রবণতা থেকে ভিন্ন হতে পারে।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 3 10-02-2026, 01:02

## কাউলিকুড়া গ্রামে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিটের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৯ ফেব্রুয়ারি: প্লাস্টিক মুক্ত রাজ্য গড়ার লক্ষ্যে ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরের গৌরনগর আর.ডি ব্লকের অধীন কাউলিকুড়া গ্রামে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট এবং বর্জ্য পৃথকীকরণ সেডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ড. তমাল মজুমদার, মহকুমা শাসক বিপুল দাস, গৌরনগর আর.ডি ব্লকের ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার নবারুণ চক্রবর্তী সহ প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। গাছে জল দানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়, যা পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতীকী বার্তা বহন করে। বক্তারা জানান, এই প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট চালু হওয়ার ফলে গ্রামাঞ্চলে প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ, পৃথকীকরণ ও সঠিক নিষ্পত্তি আরও সুসংগঠিত হবে। এর মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকাকে পরিচ্ছন্ন ও সবুজ রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এই উদ্যোগ।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে প্লাস্টিক ব্যবহারে সচেতন হওয়া এবং বর্জ্য পৃথকীকরণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, এই প্রকল্প প্লাস্টিক মুক্ত রাজ্য গড়ার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

## ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৯ ফেব্রুয়ারি: ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর সার্কিট হাউজের কনফারেন্স হলে সোমবার এক স্বেচ্ছায় মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কৈলাসহরের জেলাশাসক ও সমাহর্তা দপ্তরের উদ্যোগে এই মানবিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

সার্কিট হাউজে আয়োজিত এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে মোট ৮৬ জন রক্তদাতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদান করেন। জেলা হাসপাতালে বর্তমানে রক্তের ঘাটতি থাকায় এই রক্তদান শিবিরকে অত্যন্ত সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন স্বাস্থ্য দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট মহল।

এদিন রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে রক্তদাতাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রক্তদান একটি মহৎ দান এবং এর মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের প্রাণ রক্ষা সম্ভব। আগামী দিনেও এ ধরনের রক্তদান শিবিরে সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজে রক্তদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা আরও বাড়বে বলে আশাবাদী উদ্যোক্তারা।

## অভয়নগরে বেআইনি অস্থায়ী বাজার উচ্ছেদ নিগমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি: শহরের অলিগলি দখলমুক্ত ও যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে অভিযান শুরু করল নিগম প্রশাসন। সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর অভয়নগর ভগবান ঠাকুর চৌমুহনী এলাকায় অভিযান চালায় আগরতলা পুর নিগম।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই এলাকার কিছু ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন ধরে বাঁধের উপর বেআইনিভাবে কাঁচামাল, মাছ, মাংস সহ বিভিন্ন সামগ্রী খোলা রেখে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিলেন। এর ফলে একদিকে যেমন এলাকায় যান দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছিল, তেমনি সাধারণ মানুষের চলাচলেও চরম অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছিল।

পুর নিগমের পক্ষ থেকে আগেই একাধিকবার ওই বেআইনি অস্থায়ী বাজার সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বারবার নির্দেশ অমান্য করায় শেষ পর্যন্ত সোমবার সন্ধ্যায় নিগম কর্মীরা বুলডোজার ব্যবহার করে গোটা অস্থায়ী বাজার উচ্ছেদ করে।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## ধর্মনগরে সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ারদের ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ ফেব্রুয়ারি: ধর্মনগর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ারদের ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আজ থেকে ধর্মনগরে শুরু হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উপলক্ষ্যে বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অর্পনা নাথ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রাণী দাস সেন, ধর্মনগরের মহকুমা শাসক দেবযানী চৌধুরী, উত্তর ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক লালরিংনেটা ডারলং প্রমুখ। প্রশিক্ষণ শিবিরে ২ শতাধিক সিভিল ডিফেন্স ও আপদা মিত্র ভলান্টিয়ার অংশ গ্রহণ করেন। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে তাদের ৫ দিনের বেসিক ট্রেনিং দেওয়া হবে।

## ১১ এপ্রিল থেকে গন্ডাতুইসায় রাজ্যভিত্তিক বৈসু উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি: আগামী ১১ থেকে ১৩ এপ্রিল ধলাই জেলার গন্ডাতুইসা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় মাঠে তিনদিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক বৈসু উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে আজ ধলাই জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায়ের সভাপতিত্বে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা ও নন্দিতা দেববর্মা (রিয়াং), এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, জেলাশাসক বিবেক এইচ বি সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। এই উৎসব উপলক্ষ্যে উৎসব প্রাঙ্গণে বিভিন্ন দপ্তরের প্রদর্শনী স্টল খোলা হবে। সভার শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর আরও জাকজমকপূর্ণ ভাবে এই উৎসবের আয়োজন করা হবে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

## ২০০ বোতল ফেনসিডিল সহ আটক মাদক কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৯ ফেব্রুয়ারি: মাদক বিরোধী অভিযানে ফের সাফল্য পেল পুলিশ ও বিএসএফ। সোনামুড়া থানার পুলিশ ও ৮১ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ-এর যৌথ অভিযানে এক মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। ধৃতের কাছ থেকে মোট ২০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়েছে, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

এই ঘটনায় এনডিপিএস আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃত মাদক কারবারির নাম আক্তার হোসেন (২৮)। সে সোনামুড়া থানা এলাকার অন্তর্গত কুলুবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। তাঁর পিতার নাম প্রয়াত সুন্দর আলি।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এই যৌথ অভিযান চালানো হয়। উদ্ধার হওয়া ফেনসিডিল মাদক পাচারের উদ্দেশ্যেই মজুত রাখা হয়েছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মাদক চক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত, তা জানার চেষ্টা চলছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদক কারবার রুখতে ভবিষ্যতেও পুলিশ ও বিএসএফ-এর যৌথ অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

## রাজ্যপালের সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় আবাসন এবং নগর বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী টোখন সাহু আজ সন্ধ্যায় লোক ভবনে এসে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। লোক ভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

## মন্ত্রী টিংকু রায়ের উপস্থিতিতে সোনামুখীতে শ্রমদপ্তরের নতুন অফিস গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৯ ফেব্রুয়ারি: ঊনকোটি জেলার চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সোনামুখীতে শ্রমদপ্তরের উদ্যোগে সোমবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন অফিস গৃহ নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এই উপলক্ষে জেলার শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে এক আনুষ্ঠানিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, সোনামুখীতে শ্রমদপ্তরের অধীনে একসাথে তিনটি শাখার অফিস গৃহ নির্মাণ করা হবে। এই নতুন ভবন নির্মাণের ফলে শ্রম দপ্তরের পরিষেবা আরও সুসংহত ও সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ড. তমাল মজুমদার, রাজ্য শ্রম দপ্তরের কমিশনার বিশ্বজিৎ পাল, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য বিমল কর সহ শ্রম দপ্তর ও প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। এরপর ফলক উন্মোচন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্মাণ কাজের সূচনা করা হয়। এই উদ্যোগ শ্রমিক স্বার্থে রাজ্য সরকারের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

## কামালঘাটে সিপিআইএমের প্রবীণ নেতা-কর্মীদের খোঁজখবর নিলেন মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি: সোমবার ৩ নম্বর বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কামালঘাট লোকালের জামিলঘাট ও কামালঘাট এলাকায় সিপিআইএমের প্রবীণ নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নিলেন দলের বরিষ্ঠ নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।দলের প্রথম সারির নেতাকে কাছে পেয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন বহু পুরনো নেতা-কর্মী। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বলেন, "আপনাকে দেখে অনেকটাই সুস্থ হয়ে গেলাম।" এই সময় মানিক সরকার দীর্ঘদিন ধরে দলের জন্য কাজ করা নেতা-কর্মীদের শারীরিক অবস্থা, পারিবারিক পরিস্থিতি ও সাংগঠনিক নানা বিষয় নিয়ে খোঁজ নেন।এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাম সমর্থিত সংগঠন তফশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির প্রাক্তন রাজ্য কমিটির সদস্য ও অঞ্চল কমিটির সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রাজেন্দ্র সরকার সহ শিবধন সরকার ও স্বপন দাসের বাড়িতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন।

পরবর্তীতে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মানিক সরকার জানান, দলের প্রবীণ নেতা-কর্মীদের খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় স্তরে দলীয় সংগঠন আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, শাসকদল বিজেপির দ্বারা বন্ধ করে রাখা সিপিআইএমের বিভিন্ন এলাকার পার্টি অফিসগুলি কীভাবে পুনরায় চালু করা যায়, সেই বিষয়েও স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এই সফরকে কেন্দ্র করে এলাকায় সিপিআইএম নেতা-কর্মীদের মধ্যে নতুন করে উদ্দীপনা ও মনোবল লক্ষ্য করা যায় বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

## ১১ ফেব্রুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে বিভিন্ন গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও লাভার্থী সম্মাননা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি: গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে এবং পঞ্চায়েত দপ্তরের সহযোগিতায় আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে এগারটায় আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে "বিকশিত ভারত-জি রাম জি আইন ২০২৫ প্রণয়নের উপলক্ষে জনপ্রতিনিধি সম্মেলন এবং বিভিন্ন গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও লাভার্থী সম্মাননা" অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে।

এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা বিশেষ অতিথি হিসেবে লোকসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ, অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, তপশিলিজাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস, সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা এবং শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা উপস্থিত থাকবেন।

এছাড়া সম্মানিত অতিথি হিসেবে রাজ্য সভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য ও লোকসভার সাংসদ কৃতি দেবী দেববর্মণ উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রী কিশোর বর্মণ।

## ড্রেন নির্মাণের

● প্রথম পাতার পর

দেখেন। তিনি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের এলাকাবাসীর সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে এবং সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনার নির্দেশ দেন।

## সিধাইয়ে ৩০ হাজার

● প্রথম পাতার পর

গাছগুলিতে আগুন লাগিয়ে সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

পশ্চিম জেলার পুলিশের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে পুলিশের পাশাপাশি সিআরপিএফ ও বিএসএফ-এর জওয়ানরাও সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় গাঁজা চাষের গোপন খবর পুলিশের কাছে ছিল বলে সূত্রের খবর। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই পরিকল্পিতভাবে এই অভিযান চালানো হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মাদক চাষ ও পাচারের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিতে কাজ করছে প্রশাসন। ভবিষ্যতেও এই ধরনের অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আরও কঠোর অভিযান চালানো হবে বলে জানানো হয়েছে।

## বাইক ও টমটম সংঘর্ষে

পালিয়ে যায়। স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের দ্রুত কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক উর্মিলা দেববর্মার শারীরিক অবস্থার অবনতি লক্ষ্য করে তাঁকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

## গাঁজা বিরোধী

● প্রথম পাতার পর

চালানো হয়। এদিকে অভিযোগ, প্রথমে গাঁজা চাষীদের হাতে কলমচৌড়া থানার বড়মুড়া এলাকায় আক্রান্ত আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা। পরে আসাম রাইফেলসের জওয়ানদের দ্বারা আক্রান্ত চার যুবক। অভিযোগ, অভিযানের সময় গাঁজা ধ্বংস করতে না পেরে আসাম রাইফেলসের কিছু জওয়ান বাজারে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের উপর চড়াও হয়।

স্থানীয়দের দাবি, চার যুবককে তুলে নিয়ে রাবার বাগানের মধ্যে মারধর করে পরে রাস্তায় ফেলে রেখে চলে যায় জওয়ানরা। তারপর এলাকাবাসী তাদের উদ্ধার করে বক্সনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ জনতা বক্সনগর-সোনামুড়া সড়ক অবরোধ করে। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলে অবরোধ কর্মসূচি। যার ফলে ওই সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। আটকে পড়ে বহু যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী গাড়ি। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার নাগাদ সোনামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ঘটনাস্থলে পৌঁছান। যদিও পরে এই পথ অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে গোটা এলাকা।

## খুমুলুঙে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভার পর

● প্রথম পাতার পর

দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এবং ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মার উপস্থিতিতে এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভার মাধ্যমে তিপ্রা মথা দল ছেড়ে ১১৩টি পরিবারের প্রায় ৪৮২ জন ভোটার বিজেপিতে যোগ দেন।

অভিযোগ, ওই যোগদান কর্মসূচির রাতেই এডিসি সদর খুমলুঙ ও সংলগ্ন এলাকায় দুষ্কৃতীরা বিজেপির ব্যানার, ফেস্টুন ও অন্যান্য প্রচারসজ্জা নষ্ট করে দেয়। এই ঘটনায় শাসক দল বিজেপি সরাসরি শাসক শরিক তিপ্রা মথা দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে।

ঘটনার প্রতিবাদে আজ খুমলুঙে বিজেপির পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয়। পরে মিছিলটি রাধাপুর থানায় গিয়ে এসডিপিও জিরানিয়া সুধীর কুমারের কাছে একটি ডেপুটেশন জমা দেয়। ডেপুটেশনে ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি মান্দাই মণ্ডল সভাপতি, টাকারজলা মণ্ডল সভাপতি সহ দলের একাধিক স্থানীয় নেতা ও কর্মীরা।

## উত্তর পূর্বাঞ্চলের

● প্রথম পাতার পর

১৩ থেকে বেড়ে হয়েছে ২১ টি। বিশ্ব বিদ্যালয় ছিল ৭৬০ টি। এখন হয়েছে ১৩৫০ টি। এইমস ৭ টি ছিল ষাট বছরে। এখন হয়েছে ২৩ টি। মোবাইল ফোন নির্মাণে ভারত দ্বিতীয়। মেট্রোরেল নির্মাণে তৃতীয়। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। অপারেশন সিঁদুরে ভারতের তৈরি মিশাইল শত্রুদের ধ্বংস করেছে। অর্থনীতিতে ভারত চতুর্থ স্থানে রয়েছে।

সড়ক, রেল, বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটেছে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে। সংবাদ সম্মেলনে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তী, মন্ডল সভাপতি তপন দাস, জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন অতসী দাস, প্রদেশ নেতৃত্ব জহর সাহা, প্রদেশ মিডিয়া ইনচার্জ সুনীত সরকার। সংবাদ সম্মেলনে যুবকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়।

## দুর্ঘটনায় শিশুর মর্মান্তিক

● প্রথম পাতার পর

এলাকায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়ির পেছনে সঞ্জয় জমাতিয়ার গাড়িটি সজোরে ধাক্কা মারে। ওই দুর্ঘটনায় আমান জমাতিয়া, শিশু রিয়ান জমাতিয়া ও সানবি জমাতিয়া গুরুতরভাবে আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের দ্রুত গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও কর্তব্যরত চিকিৎসক তিন মাস ২০ দিনের রিয়ান জমাতিয়াকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ওই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয়দের মধ্যে গভীর শোক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

## চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন ইআরও

● প্রথম পাতার পর

এক সপ্তাহ সময় দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত হয়।

এই মামলাটি পশ্চিমবঙ্গে প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা একাধিক আবেদনের সঙ্গে যুক্ত। আদালত বর্তমানে প্রক্রিয়াগত অনিয়মের অভিযোগ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উত্থাপিত উদ্বেগ খতিয়ে দেখছে।

এর আগে, ৪ ফেব্রুয়ারির শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এসআইআর প্রক্রিয়ায় মোতায়েনযোগ্য গ্রুপ 'বি' আধিকারিকদের তালিকা দিতে বলেছিল। সেই শুনানিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গকে "টার্গেট" করছে এবং এই এসআইআর প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্তি নয়, বরং ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া।

এরও আগে, ১৯ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছিল, 'লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি' তালিকায় থাকা ভোটারদের যাচাই যেন সম্পূর্ণ স্বচ্ছভাবে করা হয়। এই নির্দেশ তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের দায়ের করা আবেদনের প্রেক্ষিতে দেওয়া হয়েছিল।

সোমবারের শুনানিতে আদালতকে জানানো হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৮, ৫০৫ জন গ্রুপ 'বি' আধিকারিককে চিহ্নিত করে তাঁদের বিবরণ নির্বাচন কমিশনের হাতে তুলে দিয়েছে। রাজ্য সরকার আগেই জানিয়েছিল, কমিশনের সম্মতির অপেক্ষায় থাকার কারণেই তালিকা আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দেওয়া হয়নি।

শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল আদালতকে সহায়তা করেন এবং নির্বাচন কমিশনের দাখিল করা হলফনামার উল্লেখ করেন। ওই হলফনামায় ছজ্জট্ট প্রক্রিয়ার সময় আধা-বিচারিক নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের জন্য প্রশিক্ষিত কর্মীর ঘাটতির বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছিল।

## ভয় না পেয়ে সরকারের

● প্রথম পাতার পর

কাছে মাথা নত করবে না। তাই জনগণকে ভয় না পেয়ে সংগঠিতভাবে প্রতিবাদ জানাতে হবে।

এদিনের কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ-র রাজ্য সভাপতি মানিক দে, সাধারণ সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত সহ অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন ও বামপন্থী গণসংগঠনের নেতৃত্ব।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করে বলেন, ১২ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট কোনও দলীয় পিকেটিংয়ের মাধ্যমে নয়, বরং মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সফল করতে হবে। বামফ্রন্ট রাস্তায় নেমে পিকেটিং করবে না, বরং সাধারণ মানুষকে নিজ নিজ চেতনা থেকে সেদিন কর্মস্থলে না যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

শ্রমিক স্বার্থের প্রসঙ্গে মানিক সরকার অভিযোগ করেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম কোড কার্যকর করে মালিকপক্ষের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করছে। তাঁর দাবি, এই শ্রম কোডের মাধ্যমে শ্রমিকদের দৈনিক আট ঘণ্টার কাজের অধিকার হরণ করে ১০ থেকে ১৫ ঘণ্টা কাজ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরি পাওয়ার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে মজুরি সংক্রান্ত দরকষাকষির সুযোগও বন্ধ করার ষড়যন্ত্র চলছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, এই পরিস্থিতিতে দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের সামনে আর কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই। তাই বাধ্য হয়েই শ্রমিকরা ১২ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘটে নামতে চলেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া সমালোচনা করে মানিক সরকার বলেন, বর্তমানে দেশ পরিচালিত হচ্ছে পুঁজিপতি ও সাম্প্রদায়িক শক্তির দ্বারা। সরকার নির্বাচিত কিছু বড় পুঁজিপতির স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে তাদের করছাড় দিচ্ছে, আর অন্যদিকে শ্রমিক ও কৃষকদের অধিকার একের পর এক আক্রমণের মাধ্যমে হরণ করছে। এর ফলে দেশজুড়ে এক অস্বাভাবিক ও অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে ১২ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘটকে সফল করার লক্ষ্যে বামপন্থী সংগঠনগুলি নতুন করে প্রচার ও আন্দোলনের ডাক দেয়।

## মানুষকে বিভ্রান্ত

● প্রথম পাতার পর

জনজাতিদের নিয়ে কেউ চিন্তা করেনি। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময়ে জনজাতি দপ্তর আলাদাভাবে শুরু হয়েছিল। এরআগে সেটা অন্যান্য দপ্তরের সাথে লেজের মতো লাগানো ছিল। আর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য আলাদা করে ডোনার মন্ত্রক করেছেন। যাতে শুধুমাত্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে উন্নয়নের বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উড়িষ্যার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনজাতি মহিলা দ্রৌপদী মুর্মুকে দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে মহিলাদের সম্মান প্রদর্শন এবং জনজাতিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে রাজ পরিবারের সুযোগ্য সন্তান তথা প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মাকে তেলেঙ্গানার মতো বড় রাজ্যের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি। যা আমরা কখনো ভাবতে পারিনি। জনজাতিদের উন্নয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর ২০১৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত পরপর ৭ জন জনজাতি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে পদ্মশ্রী সম্মান দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য কিছু কিছু পার্টি এবং তাদের লোকজনেরা উল্টোপাল্টা বলে থাকে। এডিসি এলাকায় একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি উন্নয়ন করতে পারে। সেটা সবার বুঝতে হবে। আমাদের সরকার চায় মানুষের জন্য কাজ করার। কিন্তু এডিসিতে আমরা কি দেখছি। আমার কাছে সব খবর আছে। তারা রাজনীতিতে আসে শুধু লুটপাট করার জন্য। কিন্তু আমাদের যিনি অভিভাবক, কারোর ক্ষমতা নেই উল্টোপাল্টা চলার। কারণ আমাদের মূল মন্ত্র হচ্ছে সেবাই সংগঠন। মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। এই চিন্তাধারায় আমাদের সরকার কাজ করছে, আমাদের পার্টি কাজ করছে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, জেলা সভাপতি সবিতা নাথ, গোমতী জেলার সভাধিপতি দেবল দেবরায়, এডিসি সদস্য সম্রাট জমাতিয়া, মাতাবাড়ি মন্ডলের সভাপতি বিশ্বজিত ম্যারাক সহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব।

## অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স চেয়ে

● প্রথম পাতার পর

ঘটনা ঘটছে। এই পরিস্থিতি উদ্বেগজনক বলে দাবি সংগঠনের। এদিনের ডেপুটেশন প্রদানে উপস্থিত ছিলেন সঞ্জীব ধর সহ রোড সেফটি ইনিশিয়েটিভ এর অন্যান্য প্রতিনিধি গন। 'রোড সেফটি ইনিশিয়েটিভ'-এর জেলা সভাপতি সুমন মহন্ত জানান, উত্তর ত্রিপুরায় একটি আধুনিক, সম্পূর্ণ সুসজ্জিত অ্যাম্বুলেন্স অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রস্তাবিত অ্যাম্বুলেন্সে অক্সিজেন সাপোর্ট সিস্টেম, প্রাথমিক ট্রমা কিট সহ জরুরি চিকিৎসা সরঞ্জাম থাকা আবশ্যক বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও ডেপুটেশনে বিশেষভাবে বলা হয়েছে, এই অ্যাম্বুলেন্সটি যদি অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের প্রশিক্ষিত কর্মীদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, তাহলে দুর্ঘটনাস্থলেই প্রাথমিক চিকিৎসা ও উদ্ধারকাজ আরও কার্যকরভাবে করা সম্ভব হবে। বর্তমানে দমকল কর্মীরা উদ্ধারকাজে দক্ষ হলেও আহতদের চিকিৎসা সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে,জেলা প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ নিলে দুর্ঘটনায় আহতদের সময়মতো চিকিৎসা নিশ্চিত হবে এবং প্রাণরক্ষা সম্ভব হবে। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও উত্তর ত্রিপুরার মুখ্য চিকিৎসা আধিকারিককেও অনুলিপি পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারাও এই দাবিকে সমর্থন জানিয়ে দ্রুত সরকারি উদ্যোগের অপেক্ষায় রয়েছেন।

# ক্যাচ ফস্কে হাতছাড়া ম্যাচ, টি২০ বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কাকে বাগে পেয়েও হারাতে ব্যর্থ আয়ারল্যান্ড, ২০ রানে জিতলেন শনাকারা

নেদারল্যান্ডস, আমেরিকা, নেপালের পর আয়ারল্যান্ড। টি২০ বিশ্বকাপে প্রথম দু'দিনেই চমকে দিয়েছে কমজোরি দেশগুলি। কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে কেউই জিততে পারেনি। প্রথম দিন নেদারল্যান্ডস এবং আমেরিকা যথেষ্ট বেগ দিয়েছিল পাকিস্তান এবং ভারতকে। রবিবার অল্পের জন্য নেপাল হারাতে পারেনি ইংল্যান্ড। পরের ম্যাচে আয়ারল্যান্ড বাগে পেয়েও হারাতে পারল শ্রীলঙ্কাকে।

প্রথম ব্যাট করে শ্রীলঙ্কার তোলা ১৬৩/৬-এর জবাবে ১৪৩ রানে আটকে গেল আয়ারল্যান্ড। শ্রীলঙ্কা জিতেছে ২০ রানে। একাধিক ক্যাচ নষ্টই ভোগাল তাদের। বৃথা গেল আইরিশ স্পিনারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিং। শ্রীলঙ্কা টেক্কা দিল দুই জায়গাতেই। ফিল্ডিংয়ের পাশাপাশি স্পিনারেরাও ভাল বল করেছেন। টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমেছিল শ্রীলঙ্কা। শুরুটা খুব ভাল হয়নি তাদের। মন্থর পিচে রানের গতি ছিল বেশ কম। ১১ বলে ১৪ রান করে ফিরে যান কামিল মিশারা। দ্বিতীয় উইকেটে পাথুম নিসঙ্ক (২৪) এবং কুশল মেন্ডিস কিছুটা চালিয়ে খেলে রানের গতি বাড়ান। তবে সপ্তম ওভার থেকেই রানের গতি কমতে থাকে শ্রীলঙ্কার।

শ্রীলঙ্কার পিচে যে স্পিনারেরা সুবিধা পান, সেটা বুঝেছিল আয়ারল্যান্ড। তারা শুরুটাই করে স্পিনার ম্যাথু হামফ্রিসকে দিয়ে। পরের দিকে জর্জ ডকরেল এবং গ্যারেথ ডেলানিকে আনার পরেই শ্রীলঙ্কার রানের গতি এক ধাক্কায় অনেকটা কমে যায়। পর পর কয়েকটি উইকেটও হারায় তারা। ফিরে যান নিসঙ্ক, পবন রত্নায়েকে (৫) এবং দুনিত ওয়াল্লালাগে (১০)। স্পিনের বিরুদ্ধে সমস্যা হয় নিসঙ্কের। সেটা জেনেই আইরিশ অধিনায়ক পল স্টারলিং নিয়ে আসেন ডকরেলকে। সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া যায়। মন্থর বল করে ডকরেল ফেরান নিসঙ্ককে। স্টারলিংই ক্যাচ ধরেন। কুশলেরও খেলতে সমস্যা হচ্ছিল। তবু ক্রিজ কামড়ে পড়েছিলেন তিনি। সাত থেকে ১৫ ওভারের মধ্যে একটিও বাউন্ডারি মারতে পারেনি শ্রীলঙ্কা। ১৫ ওভারে শ্রীলঙ্কার রান ছিল ৯৫/৪। সেখান থেকেই খেলা ঘুরে যায়। শেষ চার ওভারে তারা ৬০ রান তোলে। তার মধ্যে ১১ বলে আসে ৪৫ রান। হামফ্রিস এবং ম্যাকার্থি নিজেদের ওভারে যথাক্রমে ২১ এবং ১৯ রান দেন। ম্যাকার্থি নিজের সেই ওভারে ১১টি বল করেন। চারটি ওয়াইড এবং একটি নো বল করেন। বিশ্বকাপে এটি যুগ্ম সর্বোচ্চ।

শ্রীলঙ্কাকে সাহায্য করেছে আয়ারল্যান্ডের খারাপ ফিল্ডিং। অন্তত পাঁচটি ক্যাচ ছেড়েছে তারা। তার মধ্যে হামফ্রিসের একটি ওভারেই তিনটি ক্যাচ পড়ে। এর মধ্যে সুবিধা পান কুশলই। তিনি অপরাজিত থাকেন ৪৩ বলে ৫৬ রানে। চারটি চার এবং দু'টি ছয়ের সাহায্যে ১৯ বলে গুরুত্বপূর্ণ ৪৪ রানের ইনিংস খেলে যান কামিন্দু মেন্ডিস। শেষ দিকে ও ভাবে রান না দিলে শ্রীলঙ্কাকে ১৪০-এর মধ্যে অনায়াসে বেঁধে রাখতে পারত আয়ারল্যান্ড।

রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা ধীরে করে আয়ারল্যান্ড। স্টারলিংয়ের সমস্যা হচ্ছিল শ্রীলঙ্কার বোলিং খেলতে। একটি চার মেরে ১৩ বলে ৬ রান করে ফিরে যান তিনি। দ্বিতীয় উইকেটে জুটি গড়ার চেষ্টা করছিলেন রস অ্যাডেয়ার। পাঁচটি চার এবং একটি ছয় মেরে ২৩ বলে ৩৪ করেন তিনি।

তখনও আয়ারল্যান্ডের রানের গতি আয়ত্তের মধ্যেই ছিল। হ্যারি টেক্টর এবং লোরকান টাকার মিলে আয়ারল্যান্ডের ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। তাড়াহুড়ো নয়, বরং ওভার ধরে ধরে খেলছিলেন তাঁরা। ফলে শ্রীলঙ্কাকে একাধিক বোলার বদল করতে হয় জুটি ভাঙতে। সফল হয় ১৫তম ওভারে। ওয়েল্লালাগের বলে চালাতে গিয়ে আউট হন টাকার (২১)। পাঁচ বলের মধ্যে ফিরে যান টেক্টরও (৪০)। ওখানেই শেষ হয়ে যায় আয়ারল্যান্ডের যাবতীয় প্রতিরোধ।

# হার দিয়ে বিশ্বকাপে অভিষেক ইটালির, ইডেনে ৭৩ রানে জিতল বাংলাদেশের পরিবর্তে সুযোগ পাওয়া স্কটল্যান্ড

এতটা একপেশে লড়াই হবে তা বোঝা যায়নি। বিশেষ করে যেখানে যোগ্যতা অর্জন পর্বে ইটালির কাছে স্কটল্যান্ড হেরেছিল, সেখানে বিশ্বকাপে যে এ ভাবে স্কটল্যান্ড তাদের হারাবে তা বোঝা যায়নি। কিন্তু ইডেনে আদতে সেটাই দেখা গেল। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২০৭ রান করল স্কটল্যান্ড। জবাবে ইটালির ইনিংস শেষ হল ১৩৪ রানে। ৭৩ রানের বিশাল ব্যবধানে জিতল স্কটল্যান্ড। ইটালির কাছে হেরেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ শেষ হয়ে গিয়েছিল স্কটল্যান্ডের। কিন্তু বাংলাদেশকে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেওয়ায় শেষ মুহূর্তে সুযোগ পায় তারা। প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাতে না পারলেও যোগ্যতা অর্জন পর্বে ইটালির কাছে হারের বদলা বিশ্বকাপে নিল তারা। স্কটল্যান্ডের ইনিংসের শুরুতেই ইটালি বড় ধাক্কা খায়। মিড অফে বল বাঁচাতে ডাইভ দেন দলের অধিনায়ক ওয়েন ম্যাডসেন। তাঁর কাঁধে লাগে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন তিনি। ফিজিয়ো মাঠে যান। পরে দেখা যায়, বাঁ দিকের কাঁধে একটি স্লিং ঝুলিয়ে মাঠ ছেড়ে বার হচ্ছেন তিনি। পরে ধারাভাষ্যকারের জানান, ম্যাডসেনের কাঁধের হাড় সরে গিয়েছে। ফলে এই ম্যাচে আর খেলতে পারবেন না তিনি। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামেননি ম্যাডসেন। তিনি ইটালির পরবর্তী ম্যাচেও খেলতে পারবেন কি না, তা জানা যায়নি।

অধিনায়ক মাঠে না থাকলে দল ছন্নছাড়া হয়ে যায়। বিশেষ করে ফিল্ডিংয়ের সময়। ইডেনে ইটালির সঙ্গে সেটাই হল। স্কটল্যান্ডের ওপেনিং জুট ভাঙতে হিমশিম খেল তারা। জর্জ মুনসে ৫৪ বলে ৮৪ রান করেন। শতরানের সুযোগ হাতছাড়া করেন তিনি। মাইকেল জোন্স করেন ৩০ বলে ৩৭ রান। তিন নম্বরে নেমে ঝোড়ো ইনিংস খেলেন ব্রেন্ডন ম্যাকমুলেন। ১৮ বলে ৪১ রান করেন তিনি।

একটা সময় মনে হচ্ছিল, হাসতে হাসতে ২০০ পার হবে ইটালির। কিন্তু পর পর কয়েকটি উইকেট পড়ায় সেই সম্ভাবনা কমে যায়। শেষ ওভারে টমাস ড্রাকার পাঁচ বলে ২২ রান নেন মাইকেল লিয়াস্ক। ফলে স্কটল্যান্ডের ইনিংস শেষ হয় ২০৭ রানে।

জবাবে ইটালির হয়ে ওপেন করতে নামেন দুই ভাই জাস্টিন ও অ্যান্থনি মোসকা। প্রথম বলেই জাস্টিনকে আউট করেন লিয়াস্ক। অ্যান্থনি করেন ১৩ রান। অধিনায়ক ম্যাডসেন না থাকায় ইটালির ইনিংস অনেকটাই নির্ভর করছিল জেজে স্মাটসের উপর। তিনি ভাল শুরু করলেও ১১ বলে ২২ রান করে আউট হন।

ইটালির দলে থাকা আরও দুই ভাই হ্যারি ও বেন মানেন্টি লড়াই করেন। তাঁরা যত ক্ষণ ক্রিজে ছিলেন, আশা ছিল। কিন্তু ২৫ বলে ৩৭ রান করে আউট হন হ্যারি। বেন ৩১ বলে ৫২ রান করেন। বেন আউট হওয়ার পর তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে ইটালির ব্যাটিং। ১৬.৪ ওভারে ১৩৪ রানে অল আউট হয়ে যায় গোটা দল। ৭৩ রানে ম্যাচ জেতে স্কটল্যান্ড। ব্যাটে ঝোড়ো ইনিংসের পর বল হাতেও নজর কাড়লেন লিয়াস্ক। চার ওভারে ১৭ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন তিনি।

# ২৯৯ রানে আউট সুদীপ, ১ রানের জন্য ত্রিশতরান হাতছাড়া করলেও সেমিতে বাংলা, রঞ্জির শেষ চারে কর্নাটক, জম্মু-কাশ্মীর

তৃতীয় দিনের শেষে অন্ধ্রপ্রদেশের থেকে ১২৩ রানে এগিয়ে ছিল বাংলা। চতুর্থ দিন বাংলার প্রথম ইনিংস শেষ হওয়ার সময় ব্যবধান বেড়ে দাঁড়াল ৩৩৪ রান। অর্থাৎ, আরও ২১১ রান করল বাংলা। যার সিংহভাগ এল সুদীপ ঘরামি ও শাকির হাবিব গান্ধীর ব্যাট থেকে। মাত্র এক রানের জন্য ত্রিশতরান হাতছাড়া হল সুদীপের। পাঁচ রানের জন্য শতরান করতে পারলেন না শাকির। কিন্তু বাংলাকে চালকের আসনে নিয়ে গেলেন তাঁরা। রঞ্জি ট্রফির তিনটি কোয়ার্টার ফাইনালের ফলাফল হয়ে গিয়েছে। বাংলা বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ ম্যাচের ফলাফল না হলেও যা পরিস্থিতি সেখান থেকে বাংলার হারার সম্ভাবনা প্রায় নেই। বলে দেওয়া যায়, বাংলা রঞ্জির সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে।

তৃতীয় দিনের শেষে বাংলার রান ছিল ৬ উইকেটে ৪১৮। সুদীপ ২১৬ ও শাকির ৪৫ রানে খেলছিলেন। কল্যাণীর মাঠে চতুর্থ দিন সকালেও দাপট দেখালেন দুই ব্যাটার। দেখে মনে হচ্ছিল, গোটা দিন ধরেই তাঁরা ব্যাট করবেন। সে রকমই খেলছিলেন। কোনও সমস্যা হচ্ছিল না সুদীপ ও শাকিরের। কিন্তু ৯৫ রানের মাথায় আউট হন শাকির। অবশেষে ভাঙে ২২১ রানের জুটি।

সুদীপও ধীরে ধীরে নিজের ত্রিশতরানের দিকে এগোচ্ছিলেন। কিন্তু ২৯৯ রানের মাথায় রশিদের বল বসে যায়। সময়ে ব্যাট নামাতে পারেননি তিনি। ২৯৯ রানে আউট হয়ে ফেরেন সুদীপ। যে ইনিংস তিনি খেলেছেন, তাতে ত্রিশতরান তাঁর প্রাপ্য ছিল। কিন্তু ক্রিকেটদেবতা সহায় হল না।

৯ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর হাত খুললেন মহম্মদ শামি। অন্ধ্রের বোলারদের হাল খারাপ করে দেন তিনি। মাত্র ৩০ বলে অর্ধশতরান করেন শামি। মারেন সাতটি চার ও তিনটি ছক্কা। অবশেষে ৩৩ বলে ৫৩ রান করে আউট হন তিনি। ৬২৯ রানে শেষ হয় বাংলার ইনিংস। প্রথম ইনিংসে ৩৩৪ রানের লিড পায় তারা। রঞ্জির কোয়ার্টার ফাইনালের এখনও এক দিনের খেলা বাকি রয়েছে। কিন্তু আগে ৩৩৪ রান করে তার পর বাংলার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে লিড নিতে হবে অন্ধ্রকে, যা কার্যত অসম্ভব। দ্বিতীয় ইনিংসেও পর পর উইকেট পড়ছে অন্ধ্রপ্রদেশের। যা পরিস্থিতি তাতে ইনিংসেও ম্যাচ জিততে পারে বাংলা। ফলে বলা যায়, চলতি রঞ্জির সেমিফাইনালে প্রায় উঠেই গিয়েছে বাংলা।

## বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়ে অস্ত্রোপচার হর্ষিতের, আইপিএলে খেলতে পারবেন নাইট পেসার?

বিশ্বকাপে খেলা হচ্ছে না। চোটের জন্য একেবারে শেষ মুহূর্তে বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়েছেন হর্ষিত রানা। শেষ পর্যন্ত অস্ত্রোপচারই করতে হল ভারতের তারকা পেসার। সেই খবর সোশাল মিডিয়ায় নিজেই জানিয়েছেন রানা। নবি মুম্বইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নেমেছিল ভারত। প্রোটিয়া ইনিংসে বল করতে এসেই সমস্যায় পড়েন হর্ষিত। রান আপে দৌড়তে গিয়ে বারদুয়েক সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন। প্রবল যন্ত্রণার মধ্যেই নিজের ওভার শেষ করেন হর্ষিত। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান। প্রস্তুতি ম্যাচে আর বল করতে পারেননি তিনি। গোড়ালির চোটের জন্য ছিটকে যান। হর্ষিতের বদলে দলে নেওয়া হয়েছে মহম্মদ সিরাজকে। কেমন আছেন হর্ষিত? ইনস্টাগ্রামে সেই আপডেট জানালেন তারকা পেসার। তিনি লিখেছেন, 'অস্ত্রোপচার সফল। এবার রিকভারির দিকে নজর। তারপর যেটা ভালোবাসি সেটাতে ফেরার প্রস্তুতি নিতে হবে।' অর্থাৎ ক্রিকেটে ফেরার প্রস্তুতি নেবেন। সঙ্গে নিজের একটি ছবি দিয়েছেন। যেখানে 'থাম্বস আপ' করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, সব ঠিক আছে। বিশ্বকাপ শেষ হলেই আইপিএল। সেখানে কি খেলতে পারবেন নাইট পেসার? তার উত্তর এখনও মেলেনি। তবে কেকেআর থেকেও সোশাল মিডিয়ায় লেখা হয়েছে, 'তাড়াতাড়ি ফিট হও। আমরা তোমার অপেক্ষায় আছি।' হর্ষিতের জন্য যে কোনও ক্রিকেটভক্তের খারাপ লাগা উচিত। এমনিতে গম্ভীরের 'ফেভারিট' বলে কটাক্ষ শুনতে হয়। তা সত্ত্বেও জায়গা প্রায় পাকা করে ফেলেছিলেন। বোলিং ঠিকঠাক, ব্যাটটা ভালোই চলে। সেটাই অ্যাডভান্টেজ ছিল। অর্থাৎ পিচ বুঝে অর্শদীপ সিংয়ের বদলে হর্ষিতই গম্ভীরের প্রথম পছন্দ হতেন। কিন্তু ক্রিকেট বিধাতার লিখন! দু'বছর টি-টোয়েন্টি দলের বাইরে থাকা মহম্মদ সিরাজ ফিরেছেন। আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ৩ উইকেট নিয়ে ভারতকে জিতিয়েছেন সিরাজ।

## বিশালগড় মোহনপুরের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ বেশ জমজমাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিশালগড় যথেষ্ট লড়ছে। দুদলের পক্ষে চান্স ফিফটি ফিফটি। ম্যাচ অমীমাংসিত ভাবে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা টায় উজ্জ্বল। তবে বিশালগড় দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ৯৮ রানে পিছিয়ে রয়েছে। আরও পাঁচটি উইকেট বর্তমান। বিশালগড় মরিয়া অমীমাংসিত ম্যাচ থেকে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে অধিক পয়েন্টের ভিত্তিতে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পাবে। দুদিন মিলিয়ে মোহনপুর ১১৩ ওভার তিন বল খেলে ২৬১ রানে ইনিংস শেষ করেছিল। দলের পক্ষে ইস্ত দেবনাথ এর ১৪০ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য।

## অনূর্ধ ১৮ ক্রিকেটে কসমোপলিটনকে চাপে রেখে চালকের আসনে বিসিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চালকের আসনে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব। একটু চাপে রয়েছে বনেদি কসমোপলিটন ক্লাব। ম্যাচটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হবে ধরে নিলেও হলফ করে বলা যাচ্ছে না, প্রথম ইনিংসে কোন দল লিড নিয়ে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে কসমমোপলিটন ১৫০ রানে পিছিয়ে রয়েছে। তবে তাদের হাতে আরও তিন উইকেট বর্তমান। টেল এন্ডার ব্যাটার্সরা নিজেদের কতটুকু দৃঢ়তা পূর্ণ ব্যাট চালানোর পাশাপাশি রান সংগ্রহে সাফল্য পায় সেটাই এখন দেখার বিষয়। ম্যাচের গতিপ্রকৃতি দেখে কিন্তু বিসিসি-কে চালকের আসনে বসাতে হচ্ছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের। এমবিবি স্টেডিয়ামে রবিবার সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে বিসিসি প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে দারুন ভাবে দিনভর টিকে থাকার উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করে সারাদিনে ১০০ ওভার খেলে আট উইকেট হারিয়ে ২৬৩ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ সোমবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে বিসিসি আরও ২০ ওভার ৫ বল খেলে বাকি ২ উইকেট হারিয়ে ২৩ যোগ করে মোট ২৮৬ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে কসমোপলিটন ৬৮ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায় ইতিমধ্যে ১৩৬ রান সংগ্রহ করতে সাতটি উইকেট হারিয়ে ফেলে। ব্যাটিং এ বিসিসি-র ক্রীশ সর্বাধিক ৪৭ রান পেয়েছিল। কসমোপলিটনের শাহীন জামান চৌধুরী ৮১ রানে চারটি উইকেট পায়। ব্যাটিংয়ে এ পর্যন্ত কসমোপলিটনের উজ্জয়ন বর্মন সর্বাধিক ৪২ রান সংগ্রহ করে। বিসিসি ৯ জন বোলারকে দিয়ে বল করানো হলেও আকাশ দেবনাথ ও সন্দীপন দাস পেয়েছে দুটি করে উইকেট।

# জেসিসি-কে ইনিংসে হারিয়ে কৈলাশহর সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় কৈলাশহরের। তাও ইনিংস সহ ৬২ রানের ব্যবধানে। কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ইনিংসে জয় ছিনিয়ে কৈলাসহর সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে হেরে ছিটকে যেতে হয়েছে শহরের ঐতিহ্যবাহী জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব তথা জেসিসি-কে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে রবিবারে শুরু হওয়া কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে জেসিসি প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেলেও ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে তেমন রান গড়তে পারেনি। ৩৬ ওভার ৫ বল খেলে ৫৯ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। কৈলাশহরের রাজদীপ সিনহা দুই রানের বিনিময়ে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে তাক লাগিয়ে দেয়। সুদীপ দেবনাথ পেয়েছিল দুটি উইকেট। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দু-দিন মিলিয়ে খেলে কৈলাসহর ৭৮ ওভার তিন বলে ২৫৬ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে আমন যাদবের ৬৭ রান, অধিনায়ক অনীক দে-র ৬২ রান, সুদীপ দেবনাথ এর ৫০ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। জেসিসি-র শঙ্কর দাস তিনটি এবং শঙ্খনীল সেনগুপ্ত ও মাহিন চৌধুরী দুটি করে উইকেট পেয়েছে। ১৯৭ রানে পিছিয়ে থেকে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব ব্যাট করতে নেমে ৩৬ ওভার তিন বল খেলে ১৩৫ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে রাহুল মিঞার ৩৮ রান সর্বাধিক হলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। কৈলাশহরের সুদীপ দেবনাথ এবং আব্দুল করিম তিনটি করে, রাজদীপ সিনহা দুটি উইকেট পেয়েছে। দুর্দান্ত বোলিং পারফরমেন্স এর সৌজন্যে রাজদীপ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

# সোনামুড়া-কে ১১৬ রানে হারিয়ে অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের সেমিফাইনালে ধর্মনগর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দারুন জয় ধর্মনগরের। প্রত্যাশিত জয় ছিনিয়ে ধর্মনগর কোয়ার্টার ফাইনালের গণ্ডি টপকে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের। টি আই টি গ্রাউন্ডে রবিবার থেকে শুরু হওয়া কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে প্রতিপক্ষ সোনামুড়াকে ১১৬ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে ধর্মনগর সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। রবিবার সকালে ম্যাচ শুরুতে ধর্মনগর প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৩২ ওভার ৫ বল খেলে ১৪৬ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে সোনামুড়া ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে ৩২ ওভার ১ বল খেলে ৯৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ৫১ রানে লিড নিয়ে ধর্মনগর পুনরায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ২২ ওভার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছিল। ইতোমধ্যে চার উইকেট হারিয়ে ৬২ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ, সোমবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ধর্মনগর ৬২ রান থেকে এগিয়ে ৩৩ ওভার ৫ বল খেলে আরও ৮২ রান যোগ করে মোট ১৪৪ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে নেয়। এদিকে সোনামুড়া জয়ের জন্য ১৯৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে ৩৫ ওভার ২ বল খেলে ৭৯ রানে দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ব্যাটিংয়ে ধর্মনগরের প্রদীপ পালের ৪৬ রান, রোহন মজুমদারের ৩৩ রান এবং জ্যাক মালাকারের ২৬ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে দিব্যরূপ দেবনাথ ২২ রানে পাঁচটি এবং অভয় চক্রবর্তী ২৮ রানে চারটি উইকেট দখল উল্লেখ করার মতো। তবে সোনামুড়ার আকাশ দীপ দাস ৩০ রানে সাতটি উইকেট তুলে নিয়ে বেশ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তার এই সাফল্য শেষ পর্যন্ত কাজে আসেনি ব্যাটার্সদের ব্যর্থতার কারণে। দারুন বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে দিব্যরূপ পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

# কিকবক্সিংয়ে ত্রিপুরার জয়জয়কার ইন্ডিয়া ওপেনে একঝাঁক পদক জয়

**ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।** গত ৪ঠা থেকে ৮ই ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লির ঐতিহাসিক কে.ডি. যাদব ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পঞ্চম ইন্ডিয়া ওপেন ইন্টারন্যাশনাল কিকবক্সিং কাপ ২০২৬। বিশ্ব কিকবক্সিং সংস্থা এবং ভারত সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রক। ওয়াকু ইন্ডিয়া কিকবক্সিং ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই মেগা ইভেন্টে বিশ্বের মোট ২২টি দেশ অংশগ্রহণ করে। এই মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক মঞ্চে ত্রিপুরা কিকবক্সিং এসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে ত্রিপুরার ৬ জন অ্যাথলিট ভারতের জাতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। বিশ্বমানের লড়াইয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে রাজ্যের দুই খুদে ফাইটার বিরাজ বণিক ও মৃন্ময়ী সূত্রধর ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরিতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের খেতাব অর্জন করে এবং দুটি স্বর্ণপদক জিতে ত্রিপুরা রাজ্যকে গৌরবান্বিত করে। স্বর্ণপদক ছাড়াও প্রিয়াংশী সোম, মোনালিসা বিশ্বাস, কাশনি কর এবং সুজিত শীল অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে একাধিক রুপো ও ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছেন। স্বর্ণপদক পেয়েছে বিরাজ বণিক, মৃন্ময়ী সূত্রধর। রৌপ্যপদক পেয়েছে মোনালিসা বিশ্বাস, কাশনি কর, প্রিয়াংশী সোম, বিরাজ বণিক। কাশনি কর, প্রিয়াংশী সোম, মৃন্ময়ী সূত্রধর, সুজিত শীল। রাজ্যের কিকবক্সারদের এই অভূতপূর্ব সাফল্যে সমগ্র ক্রীড়া মহলে এবং অভিভাবকদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বইছে। এই বিশেষ অর্জনে 'ত্রিপুরা কিকবক্সিং অ্যাসোসিয়েশন'-এর পক্ষ থেকে সমস্ত পদকজয়ী খেলোয়াড়দের আন্তরিক অভিনন্দন ও ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্য শুভকামনা জানানো হয়েছে।

# শান্তির বাজারে এম এল এ কাপ টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শান্তির বাজার মন্ডল বিজেপির যুব মোর্চার উদ্যোগে যুবকদের নেশার কড়াল গ্রাস থেকে মুক্ত দিতে ও রাজ্যের যুবকদের প্রতিভা তুলে ধরার লক্ষ্যে বৃহৎ আকারে টি ১৫ টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। এই টুর্নামেন্টের নাম দেওয়া হয় এম এল এ কাপ।টুর্নামেন্টে বড় মাপের পুরস্কারের আয়োজন করা হয়।পুরস্কারগুলির মধ্যে চ্যাম্পিয়ানের জন্য রাখা হয়েছে মহেন্দ্র স্করপিউ, রানার্স আপের জন্য রয়েছে টাটাপান্স,ম্যান অফ দি টুর্নামেন্টের জন্য হয়েছে রয়েলএন্ডফিল্ড বাইক এবং প্রত্যেক টুর্নামেন্টে ম্যান অফ দি ম্যাচকে দেওয়া হবে ৫ হাজার টাকা করে।পুরস্কারের পাশাপাশি বিশাল আকারের ট্রফি সঙ্গে দেওয়া হবে।রবিবার কাঞ্চন নগর স্কুলমাঠ আনুষ্ঠানিকভাবে এই ম্যাচের শুভ সূচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষন রাখতে গিয়ে শান্তির বাজার বিজেপির মন্ডল সভাপতি দেবাশীষ ভৌমিক জানান খেলায় আমপ্যায়ার ও কমিটির সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে গন্য করা হবে।সুন্দরভাবে ও সুষ্ঠভাব খেলা যাতে সম্পূর্ন হয় সেদিকে সকলকে সহযোগীতার হাত বারিয়ে দিতে হবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দক্ষিন জেলার জেলাশাসক যুব মোর্চার এধরনের সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানান। অপরদিকে বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং জানান এই কাপের নাম দেওয়া হয়েছে এম এল এ কাপ। বর্তমানে তিনি বিধায়ক রয়েছেন।পরবর্তী সময় অন্য কেউ বিধায়ক হলেও এই কাপের নাম এম এল এ কাপ থাকবে। নিদৃষ্ট কোন ব্যাক্তির নামে এই কাপ দেওয়া হয়নি। অবশেষে অনুষ্ঠানে বক্তব্য শেষে এধরনের খেলার আয়োজন সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমকে জানাতে গিয়ে টুর্নামেন্টের উদ্বোধক মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া জানান এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে যুবকরা নিজ নিজ প্রতিভা তুলতে পারবে। বিগত দিনে বাম আমলে যুবকদের মিটিং মিছিলের জন্য ব্যাবহার করা হতো।বর্তমান সময়ে খেলাধূলার মাধ্যমে যুবকদের শারিরিক বিকাশ ও মানসিক বিকাশের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। খেলাধূলার মাধ্যমে যুবকরা নিজেদের নেশা সেবন থেকে দুরে রাখতে পারবে।শান্তির বাজার মন্ডল বিজেপির যুব মোর্চার উদ্দোগে এধরনের টুর্নামেন্টের আয়োজন করাতে যুব মোর্চাকে ধন্যবাদ জানান মন্ত্রী। মন্ত্রী, বিধায়ক ও জেলাশাসক মাঠে ব্যাট বল হাতে নিয়ে প্রাথমিক ভাবে কিছু সময় খেলাধূলা করে এই টুর্নামেন্টের শুভসূচনা করেন। যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে আয়োজিত ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া, শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, শান্তির বাজার পুর পরিষদের চেয়ারম্যান সপ্না বৈদ্য, দক্ষিন জেলার জেল শাসক মহম্মদ সাজাদ পি আই এ এস, শান্তির বাজার বিজেপির মন্ডল সভাপতি দেবাশীষ ভৌমিক, জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি সুজিত দত্ত, বাইখোড়া থানার ওসি বিষ্ণু চন্দ্র দাস, শান্তির বাজার বিজেপির যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি রামপ্রসাদ শীল সহ অন্যান্যরা। যুব মোর্চা উদ্যোগে আয়োজিত ক্রিকেট টুর্নামেন্টর প্রথম দিন জে বি এল বনাম বাইখোড়া লে লাদাক টোর টিমের মধ্যে খেলা হয়। ম্যাচে বাইখোড়া লে লাদাক টোর টিম ১৪ ওভার তিন বলে ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১৩৩ রান সংগ্রহ করে।অপরদিকে জে বি এল দল ১৫ ওভারে ৭ ইউকেটের বিনিময়ে ১৩২ রান সংগ্রহ করে। এই টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্য করা যায়।

# পদ্মজং ফুটবলের ফাইনালে ত্রিপুরা পুলিশ - মনিপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। জেনারেল পদ্মজং মেমোরিয়াল আমন্ত্রণমূলক ফুটবল টুর্নামেন্টের অষ্টম দিনের দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে রোমাঞ্চকর লড়াইয়ের সাক্ষী থাকল ফুটবলপ্রেমিরা। রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত সোমবারের দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে মনিপুর টাইব্রেকারে জাম্পুইজলা এফ সিকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিল।বিকেল ৩টা ১০ মিনিটে শুরু হওয়া এই হাই ভোল্টেজ ম্যাচে টস জিতে জম্পুইজলা এফসি দক্ষিণ প্রান্ত থেকে খেলা শুরু করে। ম্যাচের শুরু থেকেই দুই দলই আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দেয়। প্রথমার্ধে জম্পুইজলা একটি নিশ্চিত সুযোগ পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হয়।তাদের শক্তিশালী শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে।একের পর এক আক্রমণ হলেও প্রথমার্ধের ৩৫ মিনিটে কোন দলই গোলের দেখা পায়নি।দ্বিতীয়ার্ধেও একই চিত্র দেখা যায়। দ্রুতগতির খেলা, চাপ ও টানটান উত্তেজনার মধ্যেও গোলের খাতা খুলতে পারেনি কোন দল। নির্ধারিত সময় শেষে স্কোর লাইন ছিল গোলশূন্য। অতিরিক্ত সময়ের দুই পর্বেও ফলাফল না বদলানোয় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে।টাইব্রেকারে ঠাণ্ডা মাথার পরিচয় দেয় মনিপুর। তারা পাঁচটি শটেই গোল করতে সক্ষম হয়।অন্যদিকে জম্পুইজলা এফসি চারটি গোল করে। ফলে ৫-৪ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে মনিপুর।ম্যাচে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে দলের জয়ে বড় ভূমিকা নেন যদি দলের গোলরক্ষক স্বপন। তাঁর অনবদ্য পারফরম্যান্সের জন্য তাঁকে 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।এই জয়ের সুবাদে সেমিফাইনালে মনিপুরের মুখোমুখি হবে ত্রিপুরা পুলিশ।অন্যদিকে আগামী কাল নিউ টাউন কলকাতা ও মনিপুরের নেরোকা এফসির মধ্যকার হতে যাওয়া লড়াই ঘিরে ফুটবলপ্রেমীদের উত্তেজনা তুঙ্গে।

# সমাজের জন্য ভাল কিছু করার মানসিকতা রাখতে হবে শিক্ষক শিক্ষিকাদের: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি: শিক্ষক শিক্ষিকারা হচ্ছেন সমাজের মেরুদন্ড এবং ভবিষ্যৎ গড়ার কান্ডারি। আজকের ছাত্রছাত্রীরা আগামী দিনে দেশের পরিচালক। তাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের মূল্যবোধ, সুস্থ ও সুন্দর মানসিক বিকাশের মসৃণ পথ তৈরী করে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে শিক্ষক শিক্ষিকাদের।

আজ আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে ন্যাশনাল সেন্টার ফর স্কুল লিডারশিপ (এনসিএসএল) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনাল প্ল্যানিং এডমিনিস্ট্রেশন (এনআইইপিএ) দিল্লি এবং রাজ্যের এনসিইআরটি পরিচালিত স্কুল লিডারশিপ একাডেমির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ৩ দিনের আঞ্চলিক স্কুল লিডারশিপের কর্মশালা ও পর্যালোচনা কর্মসূচির উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনে শিক্ষাদানের পাশাপাশি শিক্ষক শিক্ষিকাগণের সমাজের জন্য ভাল কিছু করে যাওয়ার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের আনন্দময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে শিক্ষা প্রদান করলে তাদের উপযুক্ত মানসিক বিকাশ ঘটে। সেই জন্য তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কেও প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পর্যালোচনা করার দরকার। শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি অর্জন করলেই হবেনা, সমাজ থেকেও প্রতিনিয়ত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যা বলেন তা করে দেখান। বিকশিত ভারত গড়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষিত যুবক যুবতীদের জন্য "পরীক্ষা পে চর্চা" সহ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। ছাত্রছাত্রীরা যাতে ভবিষ্যতে লাভবান হতে পারে সেই লক্ষ্যে নতুন শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষিত যুবসমাজ হলো দেশ ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবসম্পদ। এই সম্পদকে সঠিক দিশায় পরিচালিত করতে হবে উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে। ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষার পাশাপাশি দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত রাখার প্রয়াস নিতে হবে।

পাশাপাশি শিক্ষক শিক্ষিকাদেরও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সময়ের সাথে তালমিলিয়ে নিজেদেরকে আপ টু ডেট রাখতে হবে। রাজ্য সরকার ছাত্রছাত্রীদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নানা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্পগুলি রূপায়ণে সঠিক নজরদারি বজায় রাখতে হবে। এক সময়ে ভারতবর্ষের শিক্ষা পদ্ধতি ও দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি জগৎ বিখ্যাত ছিল। কিন্তু পরাধীনতা ও বৈদেশিক আগ্রাসনে সেগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে সেই হৃৎ গৌরব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। সময়োপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকারও তার অংশীদার হতে চায়। সেই লক্ষ্য নিয়েই রাজ্য সরকার কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে শিক্ষা দপ্তরের সচিব ড. মিলিন্দ রামটেকে জানান, রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে সঠিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানে নিপুন ত্রিপুরা, সুপার-৩০ সহ নানা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের ১২ হাজার শিক্ষিক শিক্ষিকাকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতে নানা পুরস্কারেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশানেল প্ল্যানিং এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন-এর ভাইস চ্যান্সেলার প্রফেসর শশীকলা ওয়ানঞ্জারি, এসসিইআরটি-এর অধিকর্তা এল ডার্লং, বিদ্যালয় ও বুনিয়াদি শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা রাজীব দত্ত, ককবরক ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ ভাষা দপ্তরের অধিকর্তা আনন্দহরি জমাতিয়া, এনসিএসএল-এর অধ্যাপক ড. সান্ত্বনা জি মিশ্র সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

## নিরাপত্তা সহ ১১ দফা দাবিতে আগরতলায় সাংবাদিকদের তিন ঘণ্টার গণঅবস্থান ও প্রতিবাদ সভা

আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি : সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণসহ ১১ দফা দাবিতে রবীন্দ্রভবনের সামনে আজ তিন ঘণ্টার গণঅবস্থান ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা থেকে চার শতাধিক সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। খুমলুঙ প্রেসক্লাব থেকে ১৫০ জন জনজাতি অংশের সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীও বিক্ষোভে সামিল হন।

প্রতিবাদ সভা থেকে সাংবাদিকদের উপর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও দৈহিক আক্রমণ বন্ধের জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। সভা শেষে প্রবীণ সম্পাদক সুবল কুমার দে-র নেতৃত্বে সাংবাদিকদের একটি প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবিদাওয়া সংক্রান্ত স্মারকলিপি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী দাবিগুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেছেন। তবে প্রতিনিধিদল জানায়, শাসকদলের দুই বিধায়কের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের সুবিচার না হলে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির কাছে যাওয়া হবে।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুবল কুমার দে, সঞ্জয় পাল, শানিত দেবরায়, প্রণব সরকার, দিবাকর দেবনাথ, নারায়ণ পাটোয়ারি, সেবক ভট্টাচার্য এবং পত্রিকা বিতরকদের নেতা ননীগোপাল সাহা উত্থাপিত দাবিগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁরা গোটা সংবাদমাধ্যমের ঐক্য সুদৃঢ় রাখার আহ্বান জানান।

এদিন প্রণব সরকার ও শানিত দেবরায় অভিযোগ করেন, রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রাম প্রসাদ পাল ও সদস্য রঞ্জিত দেববর্মা তাঁদের সাংবিধানিক পদ ব্যবহার করে রাজ্যের দুই বরিষ্ঠ সাংবাদিককে নানাভাবে হেনস্তা করছেন।

এদিন সভায় উত্থাপিত প্রধান দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে, রাজ্যের সকল সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, নির্দিষ্ট আয়ের নিচে থাকা সাংবাদিকদের কর্মস্থলের নিকটবর্তী শহরে আবাসনের জন্য বিনামূল্যে জমি বরাদ্দ, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেটে সাংবাদিক কল্যাণ তহবিলে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ও পরবর্তী বছরগুলিতে নির্দিষ্ট আর্থিক সংস্থান এবং সাংবাদিকদের পেনশন ও পারিবারিক পেনশনের পরিমাণ দ্বিগুণ করা। এছাড়াও স্বীকৃত সংবাদমাধ্যমের সংবাদ ভবনের বিদ্যুৎ মাশুলে ৫০ শতাংশ ছাড়, প্রিন্ট, ওয়েব পোর্টাল ও টিভি সংবাদমাধ্যমের বিজ্ঞাপনের হার দ্বিগুণ করা, সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিকে বিশেষ বিজ্ঞাপন নীতির আওতায় এনে নিয়মিত বিজ্ঞাপন প্রদান, পত্রিকা বিতরকদের জন্য গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স ও মাসিক ভাতা চালুর দাবিও তোলা হয়েছে।

সভা থেকে আরও দাবি জানানো হয়েছে, সাংবাদিক সুদীপ দত্ত ভৌমিক ও শান্তনু ভৌমিকের হত্যার বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। যানবাহনে প্রেস স্টিকারের অপব্যবহার বন্ধে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা কার্যকর করার দাবিও উঠেছে।



কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী তোখান সাহু সোমবার সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহার সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে মিলিত হন। নগর উন্নয়ন এবং জনকল্যাণ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে একটি আন্তরিক ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।

## মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনায় সুবিধাভোগীর হাতে ৫০ হাজার টাকার চেক তুলে দিলেন মন্ত্রী টিংকু রায়

আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি: অন্ত্যোদয় পরিবারের ১৮ বছর পূর্ণ যে সকল কন্যার বিবাহ নির্ধারিত হয়েছে, তাদের জন্য রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনা। এই প্রকল্পের আওতায় যোগ্য কন্যারা নির্ধারিত বয়সের প্রমাণপত্র (আধার কার্ড অথবা বিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট) ও ব্যাঙ্ক একাউন্ট নম্বর সহ পঞ্চায়েত, সি.ডি.পি.ও. অথবা এস.ডি.এম. অফিসে আবেদন করতে পারেন। যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর যোগ্য আবেদনকারীদের বিবাহের প্রাক্কালে ৫০, ০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

আজ গোলধারপুর গ্রামে এই প্রকল্পের আওতায় এক সুবিধাভোগীর হাতে ৫০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন মন্ত্রী টিংকু রায়। গোলধারপুর গ্রামের বাসিন্দা মিলি সিনহা বিবাহের প্রাক্কালে ৫০,০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা লাভ করেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, এই আর্থিক সহায়তা দরিদ্র পরিবারের কন্যাদের বিবাহের ক্ষেত্রে বড় সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এর জন্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান তিনি। মন্ত্রী টিংকু রায় আরও জানান, সমাজের প্রতিটি যোগ্য পরিবার যাতে এই প্রকল্পের সুবিধা পায়, সেই লক্ষ্যে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। তিনি এলাকার অন্যান্য যোগ্য পরিবারগুলোকেও এগিয়ে এসে মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনার সুবিধা গ্রহণের জন্য আবেদন জানানোর আহ্বান জানান।

## সংবাদ মাধ্যমের উপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে আমরা বাঙালি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি: গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীমএ কথা উল্লেখ করে আমরা বাঙালী দলের পক্ষ থেকে সংবাদ মাধ্যমের উপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। দলের তরফে জানানো হয়, বর্তমান সময়ে সংবাদ মাধ্যম আর শুধু প্রিন্ট মিডিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই; প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও ডিজিটালসব মাধ্যমেই সংবাদ পরিবেশন করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছে দিচ্ছে সংবাদ মাধ্যম।

দলের বক্তব্যে বলা হয়, সংবাদ মাধ্যম সংবিধানের প্রতি আস্থা রেখে ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা যেমন করে, তেমনি সরকারের কাজের গুণগত মান, প্রশাসনিক দুর্নীতি ও জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপও তুলে ধরে জনগণের সামনে। একই সঙ্গে বিরোধী দলের ভূমিকা ও জনগণের প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কেও সংবাদ মাধ্যমে আলোকপাত করা হয়। আমরা বাঙালী দলের মতে, ক্ষমতাসীন দলের নানা কর্মকাণ্ড, দুর্নীতি ও সিদ্ধান্ত নিয়ে সংবাদ মাধ্যম প্রশ্ন তুললেই একাংশ নেতা-মন্ত্রীর পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর ও বিরক্তিকর মন্তব্য করা হচ্ছে। এমনকি প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের যোগসাজশে কাজের গুণগত মান ও উৎকোচ বাণিজ্য নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করায় একাধিক ক্ষেত্রে সংবাদ সংগ্রহের সময় সাংবাদিকদের উপর আক্রমণের ঘটনাও ঘটেছে।

দলের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ মানেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর সরাসরি আঘাত। এ ধরনের ঘটনা কোনও মতেই মেনে নেওয়া যায় না। কয়েক মাস আগে জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একাংশ যেভাবে সত্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের কারণে সংবাদ মাধ্যমের উপর তীব্র আক্রমণ চালিয়েছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে মন্তব্য করা হয়।

আমরা বাঙালী দল স্পষ্ট জানায়, সংবাদ মাধ্যম তার নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়েই কাজ করে এবং করবে। সংবাদ মাধ্যমের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার উপর যে কোনও ধরনের হস্তক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করা হবে বলে দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

## নগদ ৭৩,৩০০ টাকা সহ দুই মাদক কারবারি গ্রেপ্তার সোনামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৯ ফেব্রুয়ারি: মাদক বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল সোনামুড়া থানার পুলিশ।

সোমবার রাঙ্গামাটি এলাকা ও সোনামুড়া সিনেমা হল সংলগ্ন এলাকা থেকে দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ধৃতদের কাছ থেকে মোট ৭৩,৩০০ টাকা ভারতীয় নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, চলমান একটি এনডিপিএস মামলার সূত্র ধরে এই অভিযান চালানো হয়। গ্রেপ্তার হওয়া দুই অভিযুক্ত হল- মিহির আলম (৪৫), বাড়ি সোনামুড়া টাউন, ওয়ার্ড নম্বর—৯, সিনেমা হল সংলগ্ন এলাকা, সোনামুড়া থানা। অপরজন সাহা আলম মিয়া (৪১), বাড়ি রাঙ্গামাটি, ওয়ার্ড নম্বর—৫, সোনামুড়া থানা।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে ধৃতদের সঙ্গে মাদক কারবারের যোগসূত্র রয়েছে বলে জানা গেছে। উদ্ধার হওয়া নগদ অর্থ মাদক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত বলেই সন্দেহ করা হচ্ছে।

ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়েছে এবং গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। পুলিশ প্রশাসনের দাবি, মাদক চক্র ভাঙতে আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

## বর্তমানে সারা বিশ্বে আগরের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে: বনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি: খোয়াইয়ের বাচাইবাড়িস্থিত হাচুকনি খরাং কমিউনিটি হলে আজ খোয়াই জেলায় আগর চাষের এলাকা সম্প্রসারণের বিষয়ে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বনদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। কর্মশালার উদ্বোধন করে তিনি বলেন, বর্তমানে সারা বিশ্বে আগরের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। একটি আগর গাছ থেকে ১৪-১৫ বছর পর কমপক্ষে ১০ লক্ষ টাকা আয় হতে পারে। তাঁর পরামর্শ আগর গাছ পরিপক্ক হওয়ার আগে যেন চাষিরা বিক্রি করে না দেন। তিনি বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের আগে বিক্রি করে দিলে প্রকৃত মোনাফা থেকে তারা বঞ্চিত হবেন। আগর গাছ লাগিয়ে সঠিক পরিচর্যা করার জন্য তিনি আগর চাষিদের আহ্বান জানান।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন বন দপ্তরের প্রধান সচিব আর কে শ্যামল, খোয়াই জেলার জেলাশাসক রজত পন্থ খোয়াই জেলার বন আধিকারিক অশোক কুমার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তুলাশিখর বিএসি"র চেয়ারম্যান প্রদীপ দেববর্মা, খোয়াই মহকুমার মহকুমা শাসক নির্মল কুমার ঝা, এডিসি"র খোয়াই জোনালের চেয়ারম্যান বিশু দেববর্মা, বাচাইবাড়ি সাব জোনালের চেয়ারম্যান তাপস দেববর্মা, ত্রিপুরা আগর অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শৈলেন নাথ প্রমুখ। একদিনের কর্মশালায় খোয়াই জেলার ৬টি ব্লক থেকে ৪৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন।

কর্মশালায় আগর চাষিদের আগর চাষের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাছাড়া আগর চাষের জন্য বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধার জন্যও তাদের অবহিত করা হয়।

## এনআইটি আগরতলায় পাঁচদিন ব্যাপী বিরাসত-৩.০-র সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি: আজ থেকে এনআইটি আগরতলার বিশ্বেশ্বরাইয়া অডিটোরিয়ামে পাঁচদিন ব্যাপী বিরাসত-৩.০ শুরু হয়েছে। সন্ধ্যায় স্পিক ম্যাকের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু। তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, গত প্রায় ৫ দশক ধরে স্পিক ম্যাকে নীরব বিপ্লবের মতো কাজ করে চলেছে এবং তরুণ অনুসন্ধিৎসু মন ও ভারতীয় শাস্ত্রীয় শিল্পকলার গভীর, আত্মিক ভান্ডারের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, বিরাসত কেবল বিনোদন নয় বরং এটি আত্মার সর্বোচ্চ স্তরের শিক্ষা এবং সংস্কারের প্রতিষ্ঠা। ২০৫০ সালের মধ্যে প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে ভারতীয় শাস্ত্রীয় শিল্পকলাকে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে স্পিক ম্যাকের একটি সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তিনি আরও বলেন, স্পিক ম্যাকে-র ত্রিপুরা অধ্যায় রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করছে। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন পদ্মশ্রী উস্তাদ শহীদ পারভেজ খান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন এনআইটি"র ডিরেক্টর প্রফেসর ড. শরৎ কুমার পাত্রা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর উস্তাদ শহীদ পারভেজ সেতার পরিবেশন করেন। পাঁচ দিনের এই অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পী তাদের পরিবেশনা উপস্থাপন করবেন।

## ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে লংতরাই পাহাড়ে ৫৯তম বাবা লংতরাই মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি: আগামী ১৫ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি ছামনু ব্লকের লংতরাই পাহাড়ে ৫৯তম বাবা লংতরাই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। এই মেলাকে সুষ্ঠু ও সফলভাবে আয়োজন করার লক্ষ্যে আজ ধলাই জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এছাড়াও ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা, জেলাশাসক বিবেক এইচ বি, পুলিশ সুপার ঋষিকেশ দেশাই সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। মেলা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তরের স্টল খোলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, এই মেলায় জাতি জনজাতি সম্প্রদায়ের বহু লোকের সমাগম হয়। এই মেলাকে সার্বিকভাবে সফল করার জন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

## বছরের শুরুতেই শারদোৎসবের থিম ঘোষণা করে পূজার দামামা বাজালো শিবনগর মডার্ন ক্লাব ও আমরা তরুণ দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি: ২০২৬ সালের দূর্গা পূজার দামামা বাজিয়ে দিল শিবনগর মডার্ন ক্লাব ও আমরা তরুণ দল। শিবনগর মডার্ন ক্লাব এবং আমারা তরুণ দল ২০২৬ সালের তাদের দুর্গা পূজার থিম ঘোষণা করল সোমবার। এদিন শিবনগর মডার্ন ক্লাব ও অমরা তরুণ দলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ৭৪তম শারদীয় দুর্গোৎসবে কি রয়েছে তাদের থিম সে ব্যাপারে বিস্তারিত তুলে ধরেন ক্লাব সম্পাদক শ্যাম দে ও পূজা কমিটির সভাপতি প্রদীপ কুমার ঘোষ। তারা সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, এ বছর পুজোর থিম তারা নির্বাচন করেছে 'এক নজরে ত্রিপরা"।

ত্রিপুরা সরকার পর্যটনকে গুরুত্ব দিয়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন অপরূপ পর্যটন কেন্দ্র গুলোর অভুতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছে। এতে করে পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে ভ্রমনে আসছেন রাজ্য বহি রাজ্যের পর্যটনরা। রাজ্যের পর্যটনকে সারা বিশ্বে তুলে ধরতে এ বছর তারা তাদের পূজা মন্ডপে তুলে ধরবে ত্রিপুরার বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র গুলোর রেপ্লিকা। থাকবে উজ্জয়ন্ত প্যালেস,জগন্নাথ বাড়ি, কসবা কালি বাড়ী, ঊনকোটি, ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, নীর মহল সহ মোট ১৬টি রেপ্লিকা থাকবে তাদের পুজো মন্ডপে।

ত্রিপুরার বিখ্যাত দর্শনস্থল গুলোকে প্যান্ডেল এবং আলোক সজ্জায় সাজিয়ে তোলা হবে। পূজার প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দর্শনার্থীদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিশ্রামকক্ষ এবং শৌচালয়ের বিশেষ ব্যবস্থ্যা রাখা হবে। অসুস্থ্য দর্শনার্থীদের প্রয়োজনে থাকবে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা। এবছর এর পূজা প্যান্ডাল রূপায়নের দায়িত্বে থাকছেন পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপ থেকে আগত বিখ্যাত শিল্পী সঞ্জিত দেবনাথ, যিনি প্রতিমাও তৈরী করবেন। আলোকসজ্জায় থাকবেন স্থানীয় শিল্পীরা। এবছরের পূজার বাজেট আনুমানিক ৪৫ (পয়তাল্লিশ) লক্ষ টাকা বলেও জানান তিনি।

## দুস্থ বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য মাসিক ফল ভাতা চালু করল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল উত্তর বাধারঘাটের কৌরবসক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি: সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল আগরতলার উত্তর বাধারঘাট, সুভাষ পল্লী এলাকার কৌরবসক্লাব। যেখানে আজকাল বহু ক্লাবকে এলাকায় বাড়ি ঘর নির্মাণ কিংবা বিভিন্ন কাজের নাম করে সাধারণ মানুষের উপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করতে দেখা যায়, ঠিক সেই সময় এক ব্যতিক্রমী ও মানবিক উদ্যোগ নিয়ে সামনে এল এই ক্লাব।কৌরবসক্লাবের সম্পাদক রাজেশ দে ঘোষণা করেছেন, তিনি যতদিন ক্লাব সম্পাদকের দায়িত্বে থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত এলাকার দুস্থ ও বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষদের জন্য প্রতি মাসে ফল খাওয়ার উদ্দেশ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবেন। সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপ মিলল আজ থেকেই। ক্লাব সূত্রে জানা গেছে, উত্তর বাধারঘাট সুভাষ পল্লী এলাকার মোট ২৬ জন দুস্থ বয়োজ্যেষ্ঠকে প্রতি মাসে ১০ তারিখের মধ্যে ৫০০ টাকা করে প্রদান করা হবে। এই অর্থ শুধুমাত্র তাঁদের পুষ্টিকর ফল খাওয়ার জন্য ব্যয় করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হচ্ছে। এলাকাবাসীদের একাংশ জানিয়েছেন, বর্তমান সময়ে যেখানে বেশিরভাগ ক্লাব কমিটির সদস্যরা কীভাবে অর্থ উপার্জন করা যায়, তা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, সেখানে কৌরবসক্লাবের এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়। তাঁরা আরও বলেন, এই ধরনের মানবিক কাজ সমাজে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে কৌরবসক্লাব শুধু একটি সামাজিক সংগঠন হিসেবেই নয়, বরং সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল নাগরিকের ভূমিকা পালন করছে বলে মনে করছেন সচেতন মহল।

## পিএমকেভিওয়াই-৪.০ অধীনে বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার অধীনে (পিএমকেভিওয়াই-৪.০) আজ বিভিন্ন কোর্সের সূচনা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে এনআইটি আগরতলার বিবেকানন্দ অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিতো, আইআইটি দিল্লির অধিকর্তা প্রফেসর রঞ্জন ব্যানার্জী। এই অনুষ্ঠানে এইচসিএল এবং আইবিএম"র সঙ্গে দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের দুটি মৌ স্বাক্ষরিত হয়।

অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, রাজ্যের যুব সমাজের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি বলেন, কোন শিক্ষাই ব্যার্থ যায় না। তিনি আশা প্রকাশ করেন নতুন নতুন কোর্স বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে যুবক যুবতীরা তাদের ক্যারিয়ার গড়তে পারবে। আইআইটি দিল্লির অধিকর্তা প্রফেসর রঞ্জন ব্যানার্জী কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে আগ্রহী হতে ও পড়াশোনা করতে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান।

আজ এই অনুষ্ঠানে দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা প্রদীপ কে-র সঙ্গে মৌ স্বাক্ষর করেন এইচসিএল"র সিইও অরুণ প্রকাশ এবং আইবিএম"র প্রতিনিধি দেবকান্ত আগরওয়াল। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এনআইটি আগরতলার অধিকর্তা প্রফেসর শরৎ কুমার পাত্রা। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা প্রদীপ কে। উল্লেখ্য, প্রথম পর্যায়ে ৩০০ জন স্নাতক প্রার্থীকে আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স, ম্যাশিন লার্নিং, রক চেইন, ফাইভ জি, ইন্টারনেট অব থিংকস (আইওটি) প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas